# অস্পৃশ্যের মুক্তি

(মহাত্মা গান্ধী লিখিত)

"সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা" প্রণেতা
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত

প্রথম সংস্করণ,
১৩৩২

অভয় আশ্রম
ই ৭৬, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

[ মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র।

বাদশা, সব সমান। অনাদৃত অস্পৃশ্য পারিয়া তখন মুসলমান খৃষ্টান হয়। সে সামান্য একটু ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ক'রল, আর অম্নি তার উপাধি হ'ল মৌলবী করিমুল্যা সাহেব, রেভারেণ্ড ডাক্তার জনসন। মৌলবী ও ডাক্তার উপাধি পেয়ে তার মনে আনন্দ হয়। হিন্দু থাকতে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়বা অধিকার তো তার ছিল না। পড়লেও কোন ব্রাহ্মণ সভা শাস্ত্রী, আচার্য্য, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় উপাধি তাকে দিত দিত না। ব্রাহ্মণ বড় বড় উপাধিগুলো নিজের জন্য রেখেছে। হিন্দু থাকতে সামান্য অধিকারের জন্য বড় হিন্দুর পায়ে ধরে সে কেঁদেছে। কিছুতে হিন্দুর ন গলে নি। যাই, সে মুসলমান হ'ল, অমনি মৌলবী সাহেব তার এক হাতে একখানা জুতো আর এক হাতে ছুরী দিয়ে কূপের জল উঠাতে বল্লে। সে চ'লল মৌলবীর উপদেশ মত। কোন ব্রাহ্মণ নিষেধ করতে আসলে, তার পায় পড়লো না এবার। প্রথমে তাকে জুতো পেটা করার ভয় দেখাল, তাতে কিছু না হ'লে ছোরা ঘুরিয়ে বল্লো, "সাবধান, জল তোলা ঠেকাতে আসলে বুকে ছোরা বসিয়ে দেবো।" ব্যাপার দেখে ব্রাহ্মণ সরে পড়লেন। এইরূপে অধিকার আদায় হ'ল। হিন্দু থাকতে ব্রাহ্মণ তাকে বাড়ীর নিকট আসতে দিত না। বসতে দেবার আসন দেওয়ার কথাতো উঠতই না তখন। খৃষ্টান মুসলমান হ'লে সেই ব্রাহ্মণ কুরসি পেতে দিয়ে সেই পঞ্চমকে আদর করে বসতে বলে।"

"সমাজের এই দোষ ... দোষ। এ ব্যাধি দূর না করলে দেশের মঙ্গল নেই স্বরাজলাভ ... দূরের কথা। একজন মুসলমানের বিপদকে সকল মুসলমান যেভাবে নিজেদের বিপদ ভাবে, একজন হিন্দুর বিপদকে প্রত্যেক হিন্দু সেইরূপ নিজের বিপদ ভাবলে, হিন্দুর উন্নতি হবে।

মান্দ্রাজবাসী জনৈক 'পারিয়া'।

"হিন্দু মুসলমানের একতা ভিন্ন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে না; এবং যদিও আমরা এখন স্বরাজ পেতে পারি না, তথাপি কোনো না কোনো দিন ইহা পাবো কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের একতার অভাবে হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হবে না। মিলনের পূর্ব্বে আমাদিগকে বড়জোর কতকগুলো খণ্ডযুদ্ধ কর্ত্তে হতে পারে। খদ্দর ও চরকা না চল্লেও হিন্দু-ধর্ম্ম ধ্বংস হবে না। কিন্তু অস্পৃশ্যতা দূর না হ'লে হিন্দু-ধর্ম্ম ধ্বংস হবে।"

—মহাত্মা গান্ধী—এপ্রিল, ১৯২৫।

ভগবানের চক্ষে সকল মানুষ সমান হইলেও হিন্দুসমাজে
যাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া নানাভাবে নিপীড়িত
সেই কোটী কোটী নির্যাতিত ভাইদের
নামে "অস্পৃশ্যের মুক্তি"
উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার

# নিবেদন

হিন্দুকে বাঁচিতে হইলে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে হইবে। কি ভাবে এ পাপকে দূর করা যায় সে সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী অনেক প্রবন্ধ 'ইয়ংইণ্ডিয়া' ও 'হিন্দী-নবজীবনে' লিখিয়াছেন। যাহারা ইংরেজী ও হিন্দী জানেন না তাহাদের সুবিধার জন্য মহাত্মার প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিলাম। যাহারা 'ইয়ংইণ্ডিয়া' ও 'হিন্দী-নবজীবন' পড়িয়া থাকেন, তাহারাও একস্থানে মহাত্মাজীর মতামত পাইয়া লাভবান হইতে পারেন। প্রবন্ধের সহিত লেখকের নাম না থাকিলে মহাত্মার লেখা বুঝিতে হইবে; অন্য কাহারও লেখা হইলে, লেখকের নাম থাকিবে। "মহাত্মাজী ও অন্ত্যজবর্গ" প্রবন্ধ গান্ধীজীর লেখা নহে।

কিছুদিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজ প্রদেশের রামেশ্বরম নিবাসী জনৈক 'পারিয়া' বক্তাকে কলিকাতার কলেজ স্কয়ারে সরল হিন্দীতে এক বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছিলাম। সেই অজ্ঞাতনামা 'অস্পৃশ্যের' কথাই এই পুস্তকের ভূমিকারূপে দিলাম।

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম এই গ্রন্থের নাম 'অস্পৃশ্যতা ও হিন্দুসমাজ' রাখিব। এ জন্য পুস্তকের ভিতর 'অস্পৃশ্যতা ও হিন্দুসমাজ' ছাপা হইয়াছে। "অস্পৃশ্যের মুক্তি" নাম দেওয়া আরও ভাল মনে হওয়াতে এই নামেই পুস্তক প্রকাশ করিলাম।

এক বৎসর আট মাস চলার পর গত ৭ই অগ্রহায়ণ 'ওয়াইকম' আন্দোলন শেষ হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের খানিকটা যায়গা লোকে পূর্ব্বে রাস্তারূপে ব্যবহার করিত। ঐ যায়গা মন্দিরের সম্পত্তির অন্তর্গত।

সেই রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অপর সব স্থান দিয়া চলিবার অধিকার সব হিন্দুর সমান থাকিবে।

পৌষ, ১৩৩২ ;<br>
অভয় আশ্রম, কুমিল্লা।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন।

# বিষয় সূচী

# অস্পৃশ্যতা ও হিন্দু-সমাজ

১

## অস্পৃশ্যতা

শ্রীযুক্ত গান্ধী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ ভ্রমণকালে পঞ্চমদের নিকট এক মান-পত্র পাইয়া বলেন :—

সৌভাগ্যবশতঃ পঞ্চমভ্রাতাদের নিকট আমি এক অভিনন্দন-পত্র পাইয়াছি। আমি শুনিলাম, পঞ্চমেরা অপর শ্রেণীর ব্যবহৃত জলাশয়াদি হইতে পানীয় জল লইতে পারে না, তাহারা জমাজমি ক্রয় করিতে অথবা উহার মালিক হইতে পারে না। সরকারী আদালতে উপস্থিত হওয়া তাহাদের পক্ষে শক্ত—সেখানে যাইতে তারা সঙ্কুচিত হয়, ভয় পায়। তাদের এই সঙ্কোচ ও ভয়ের জন্য দায়ী কে? এ জন্য তথা-কথিত উচ্চশ্রেণীর লোকেই দায়ী। আমরা কি এই অবস্থা চিরস্থায়ী করিব? হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে টুকু আলোচনা করিয়াছি তাহাতে বুঝি-য়াছি কাহাকেও 'অস্পৃশ্য' করিয়া রাখা ধর্ম্ম-বিগর্হিত। যদি কেহ আমাকে বুঝাইতে আসেন ইহা হিন্দুধর্ম্মের অত্যাবশ্যকীয় অংশ তবে আমি নিজেকে হিন্দুধর্ম্মের প্রকাশ্য বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিব। ব্রাহ্মণগণ যদি পারিয়াদের সহিত মিশেন, তবে অপর হিন্দুরা তাহাদের অনুসরণ করিবে।"

আর একস্থলে গান্ধীজী বলিতেছেন :—

"এত শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারসত্ত্বেও দেশের 'স্পর্শদোষ' লোপ পাইতেছে

না কেন? শিক্ষার প্রভাবে আমরা বুঝিয়াছি যে, 'শুচিব্যাধি' ভয়ানক সামাজিক পাপ। কিন্তু আমরা ভয়ে জড়সড় বলিয়া পরিবারমধ্যে এই মত প্রচার করিতে পারি না। প্রাচীন রীতি-নীতি ও পরিবারের লোকের প্রতি আমাদের অন্ধ অনুরাগ আছে। আপনারা হয়ত বলিবেন, পিতামাতা অন্যায় করিলে তাহার প্রতিবাদ সন্তানে কিরূপে করিবে? প্রহ্লাদের কথা মনে করুন। পিতা হরির নাম করিতে নিষেধ করিলেও, প্রহ্লাদ এই অন্যায় আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া পিতৃদেবের পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত থাকিয়া হরিধ্বনি দ্বারা রাজপুরী মুখরিত করিয়াছিলেন। আমরাও এইরূপে পূজনীয় পিতামাতার পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব। পুত্রের মুখে প্রতিবাদ শুনিয়া যদি কোন পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাকে দুর্দ্দৈব মনে করিব না। আমরা মান্ধাতার আমল হইতে অনেক সামাজিক পাপের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছি। তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্ম-নিগ্রহ আত্ম-বলিদান চাই। সকলকেই কিছু কিছু ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইবে।

নাপিত ও চিকিৎসকের ব্যবসায় আমার নিকট সমান গৌরবজনক মনে হয়। পৃথিবীর কোন মানুষ হীন অথবা অস্পৃশ্য হইতে পারে না ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে, তার পর পরিবার ও সমাজমধ্যে এই ভাবকে প্রচার করিতে হইবে।

অস্পৃশ্যতা বর্ত্তমান হিন্দু-ধর্ম্মের দুরপণেয় কলঙ্ক। আমি বিশ্বাস করি না যে ইহা আবহমানকাল হইতে প্রচলিত আছে। আমার বোধ হয় যখন হিন্দু-ধর্ম্ম অবনতির নিম্নতম সোপানে পতিত হইয়াছিল, তখন এই সর্ব্বনাশ-কারী, মনুষ্যত্ব-হারী, ক্রীতদাস-কারী স্পর্শদোষ রূপ ব্যাধি সমাজ-দেহে প্রবেশ করিয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত উহা রহিয়া গিয়াছে। ইহাকে আমি ভগবানের অভিশাপ মনে করি। যতদিন পর্য্যন্ত ইহা

আমাদের মধ্যে থাকিবে, ততদিন সকলের মনে রাখিতে হইবে, এই পবিত্র ভারত ভূমিতে আমরা যতপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি না কেন, তাহা এই অমোচনীয় মহা-পাপের ফল। কোন বিশেষ ব্যবসা বা কাজ করে বলিয়া কাহাকেও যে অস্পৃশ্য মনে করিব কেন তার কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না। শিক্ষিত ভারতবাসীরা যদি এই স্পর্শদোষ হইতে মুক্ত না হইতে পারেন, তবে তাহারা শিক্ষা না পাইলেই ভাল হইত।

২

## জাতিভেদ ও অন্তর্বিবাহ

ইয়ংইণ্ডিয়া—২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২০

হিন্দু-মুসলমান একতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী লিখিতেছেন :—

যাহারা জাতিভেদকে অনিষ্টকর মনে করেন না আমি তাহাদের একজন। জাতিভেদের উৎপত্তির সময় এই প্রথা অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদ ও জাতীয় উন্নতির সহায়ক ছিল। রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য পংক্তিভোজন অথবা পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া দরকার, আমার মতে ইহা পশ্চিম হইতে ধার করা কুসংস্কার। স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল অন্যান্য কাজের ন্যায় খাওয়াটাও জীবনের এক আবশ্যকীয় কাজ। নিজের অনিষ্ট করিয়া মানুষ খাওয়াটাকে যদি অসংযত ভোগলিপ্সায় পরিণত না করিত, তবে জীবনের আবশ্যকীয় অপর অনেক কাজের ন্যায়, খাওয়ার কাজটাও সে

গোপনে সারিত। বাস্তবিক হিন্দু-ধর্ম্ম খাওয়াকে সেইভাবে দেখে ; এবং ভারতে হাজার হাজার এমন হিন্দু আছেন, যাঁহারা কাহারও সম্মুখে কিছু খাইবেন না। আমি অনেক সুশিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষের নাম বলিতে পারি যাহারা সম্পূর্ণ নির্জ্জনস্থানে বসিয়া খাইতেন ; কাহারও বিরুদ্ধে তাহাদের ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিল না, বরং তাহারা সকলের বন্ধুর মতন ছিলেন।

পরস্পর বিবাহবন্ধন স্থাপন করা আরও শক্ত কথা। বিবাহের কথা মনে না করিয়া ভাই বোনে যদি বিশেষ প্রীতির সহিত বাস করিতে পারে, তবে আমার মেয়ে কোন মুসলমানকে ভাই ভাবিতে পারিবে না কেন, এবং সেই মুসলমান তাহাকে বোন ভাবিতে পারিবে না কেন তা আমি বুঝি না। বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত সুদৃঢ়। আহার ও বিবাহস্পৃহাকে আমরা যত বেশী সংযত করিতে পারিব, ধর্ম্মহিসাবে আমরা তত উন্নত হইব। আমার কন্যাকে বিবাহ করার অধিকার যে কোন যুবকের আছে, ইহা স্বীকার করিয়া অথবা যাহার তাহার সহিত আহার করিয়া যদি আমাকে জগতের সহিত প্রীতি-স্থাপন করিতে হয়, তবে চাই না আমি এমন প্রীতি। আমি বিশ্বজগতের সহিত বন্ধুভাবে বাস করিতেছি। আমি কখনও কোন মুসলমান অথবা খৃষ্টানের সহিত ঝগড়া করি নাই ; কিন্তু অনেক বৎসরের মধ্যে মুসলমান অথবা খৃষ্টানের বাড়ীতে ফল ভিন্ন কিছুই খাই নাই।

ছেলের সহিত একই থালা হইতে রান্না করা জিনিষ আমি খাই না, অথবা সে যে গেলাসে মুখ দিয়া জলপান করিয়াছে, ধোয়া না হইলে আমি উহাতে জলপান করি না। কিন্তু এই সব বিষয়ে সংযম অথবা বর্জ্জননীতি রক্ষা করি বলিয়া মুসলমান ও খৃষ্টান বন্ধুগণ অথবা পুত্রের সহিত আমার ভালবাসা কমে নাই।

কিন্তু পংক্তিভোজন ও অসবর্ণ-বিবাহ কখনও মনকষাকষি ঝগড়া

বিবাদ প্রভৃতি ঠেকাইতে পারে নাই। কুরুপাণ্ডবের মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ ও পংক্তিভোজন চলতি ছিল, তথাপি তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিত; এজন্য কখনও তারা অনুতপ্ত হয় নাই। জর্মান এবং ইংরেজদের মধ্যের মনোমালিন্য এখনও দূর হয় নাই।

৩

# অবনত শ্রেণী

ইয়ংইণ্ডিয়া—২৭ অক্টোবর, ১৯২০

বিবেকানন্দ স্বামী পঞ্চমদিগকে নিপীড়িত শ্রেণী বলিতেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে বিবেকানন্দের বিশেষণ বিশেষ উপযোগী। আমরা তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিয়াছি, ফলে নিজেরাই অবনত হইয়া পড়িয়াছি। গোখেলের ভাষায় বলিব, আমরা যে 'সাম্রাজ্যের পারিয়া হইয়াছি' ইহার কারণ ন্যায়বান ভগবান প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমাদিগকে এই শাস্তি দিয়াছেন। একব্যক্তি এক করুণ পত্রে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি তাহাদের জন্য কি করিতেছি? সে প্রশ্ন এই, "ইংরেজদিগকে কলঙ্কমুক্ত হইতে অনুরোধ করার পূর্ব্বে, আমরা হিন্দুরা কি কলঙ্কমুক্ত হইব না?" উপযুক্ত সময়ে এই উচিত প্রশ্নটি করা হইয়াছে। নিজকে দাসত্ব হইতে মুক্ত না করিয়া কোন দাস যদি নিপীড়িত শ্রেণীকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে পারিত, তবে আজই আমি এ কাজ করিতাম।

কিন্তু ইহা অসম্ভব। ন্যায়কাজ করার স্বাধীনতাও দাসের নাই। বিদেশী মালের আমদানী নিষেধ করা আমার পক্ষে ঠিক, কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করার ক্ষমতা আমার নাই। ভারতবর্ষ যে তুর্কীদের ন্যায়যুদ্ধের পক্ষে ছিল, তুরস্কে যাইয়া তুর্কীদিগকে এ কথা বলা মৌলানা মোহম্মদ আলীর পক্ষে উচিত হইত। কিন্তু এ স্বাধীনতাও তাঁর ছিল না। যদি আমাদের প্রকৃত জাতীয় ব্যবস্থাপক সভা থাকিত, তবে হিন্দু-ধৃষ্টতার জবাব স্বরূপ কেবলমাত্র নিপীড়িত সমাজের ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে ভাল কূপ তৈরী করাইতাম, এবং তাহাদের জন্য এত বেশী সংখ্যায় ভাল বিদ্যালয় খুলিতাম যে বিদ্যালয়ের অভাবে আপন শিশু-সন্তানকে লেখাপড়া শিখান তাহাদের কাহারও পক্ষে অসম্ভব হইত না। কিন্তু এই সুদিনের জন্য আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

সেই সময় পর্য্যন্ত অবনত শ্রেণীর লোকে নিজেদের উন্নতির চেষ্টা কি কেবল নিজেরাই করিবে? ইহাতে হইবে না। অন্ত্যজ ভাইদের মঙ্গলের জন্য সাধ্যানুসারে দীনভাবে আমি কিছু করিয়াছি ও করিতেছি।

পদদলিত সমাজের সামনে তিনটি রাস্তা আছে। অধৈর্য্য হইয়া তাঁহারা দাসের মালিক গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারেন। এ সাহায্য তাঁহারা পাইবেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহারা সামান্য বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া মহা বিপদে পড়িবেন। এখন তাহারা গোলামের গোলাম। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য চাহিলে তাহারা আপন জনকে নিপীড়িত করিতে নিযুক্ত হইবে। তখন তাহাদের বিরুদ্ধে কেহ কোন অপরাধ করিবে না, তাহারাই অপরের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিবে। মুসলমানেরা এই উপায় অবলম্বন করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে ইহা করিতে যাইয়া তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে। শিখেরা অজ্ঞানত এই পথে চলিয়াছিল; তাহারাও হতাশ

হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোন সম্প্রদায় গভর্ণমেণ্টের প্রতি শিখদের অপেক্ষা অধিক অসন্তুষ্ট নহে। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইলে ইহার মীমাংসা হইবে না।

দ্বিতীয় পথ হইল হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সদলবলে এসলাম অথবা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা। পার্থিব উন্নতির জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ যদি সমর্থন করা যাইত, তবে অসঙ্কোচে আমি এ পরামর্শ দিতাম। কিন্তু ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ। বাহিরের অসুবিধার জন্য কাহারও নিজধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে। পঞ্চমদের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়, তাহা যদি হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ হইত, তবে পঞ্চমদের পক্ষে ও যাহারা আমার ন্যায় ধর্ম্মের নামে কোন ভড়ং করিতে চান না অথবা ধর্ম্মের পবিত্র নামে প্রত্যেক অন্যায়কে সমর্থন করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাহাদের পক্ষে এই ধর্ম্ম ত্যাগ করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইত। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে। ইহা বাজে অংশ; এবং যত শীঘ্র ইহা দূর হয় তত ভাল। বহু হিন্দু-সমাজ-সংস্কারক হিন্দুধর্ম্মকে এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার জন্য আন্তরিকতার সহিত খাটিতেছেন। অতএব ধর্ম্মান্তর গ্রহণও প্রতিকারের উপায় নহে।

বাকী রহিল শেষ উপায় আত্মনির্ভরতা এবং যাহারা পঞ্চম নহে সেইরূপ হিন্দুর সহায়তা—এ সাহায্যের মূলে অনুগ্রহের ভাব থাকিলে চলিবে না, এখানে থাকিবে কর্ত্তব্যের টান। এস্থলে অসহযোগনীতি প্রয়োগের কথা আসে। পত্রপ্রেরক শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারি ও শ্রীযুত হনুমন্তরাওএর নিকট ঠিকই শুনিয়াছেন যে এই সর্ব্বজনস্বীকৃত ব্যাধি দূর করিবার জন্য আমি সুনিয়ন্ত্রিত অসহযোগনীতি অবলম্বন করার পক্ষপাতী। কিন্তু অসহযোগের অর্থ বাহিরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া ভিতরের শক্তিতে কাজ করা। নিষিদ্ধ স্থানে যাইতে জিদ করা.

অসহযোগ নহে। শান্তভাবে একাজ করিতে পারিলে ইহাকেই 'শান্তি-পূর্ণ আইন অমান্য' বলে। অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া শিখিয়াছি যে শান্তভাবে আইন অমান্য করিতে হইলে যথেষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা ও আত্ম-সংযম চাই। সকলে অসহযোগ-ব্রত-অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু অতি অল্পলোকেই শান্তভাবে আইন অমান্য করিতে পারেন। সে জন্য যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত পঞ্চমগণ প্রতিবাদস্বরূপ নিশ্চয়ই অন্য হিন্দুর সংশ্রব ও সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে। অবশ্য সংঘবদ্ধ হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক ইহা করা চাই। কিন্তু যিনি সহযোগীতা বর্জ্জনের সাহায্যে পঞ্চমদিগকে জয়যুক্ত করিবেন, এরূপ নেতা আমি তাহাদের মধ্যে দেখিতেছি না।

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের দাসত্ব পরিহার করিবার জন্য এখন দেশে যে আন্দোলন চলিতেছে, সেই মহান জাতীয়-আন্দোলনে আন্তরিকতার সহিত যোগ দিলে হয়ত পঞ্চমদের আরও ভাল হইবে। পঞ্চম বন্ধুগণ সহজে বুঝিতে পারেন এই দুষ্ট (evil) গভর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগের অর্থ ভারতের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা। হিন্দুদিগকে অবশ্য বুঝিতে হইবে যদি গভর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রামে অসহযোগনীতির সাহায্যে তাঁহারা জয়ী হইতে চান, তবে তাঁহারা মুসলমানদের সহিত যেরূপ মিলিত হইয়াছেন, পঞ্চমদের সহিত সেইরূপ মিলিবেন। অহিংস-অসহযোগ আত্মশুদ্ধির আন্দোলন। এ কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চমগণ এই আন্দোলনে যোগ দিক আর না দিক, অপর হিন্দুরা তাহাদিগকে অবহেলা করিলে, হিন্দুর উন্নতিতে বাধা পড়িবে। এজন্য পঞ্চমদের সমস্যা আমার নিকট আমার নিজের প্রাণের ন্যায় প্রিয় হইলেও রাষ্ট্রীয় সহযোগীতা বর্জ্জনে সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াই আমি সন্তুষ্ট আছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস অস্পৃশ্যতা-সমস্যা রাষ্ট্রীয়-সমস্যার অন্তর্গত।

এই সমস্যার সহিত অ-ব্রাহ্মণ সমস্যার নিকট সম্বন্ধ। এ বিষয়ে আমি যতটুকু আলোচনা করিতে পারিয়াছি, তাহা অপেক্ষা বেশী গভীরভাবে আলোচনা করিতে পারিলে ভাল হইত। মান্দ্রাজে প্রদত্ত আমার এক বক্তৃতা হইতে মূলের সহিত সম্বন্ধশূন্য অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তথাকথিত ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণের বিরোধ আরও প্রবল করিয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। সে সভায় আমি যাহা বলিয়াছিলাম তার একটি কথাও আমি প্রত্যাহার করিতে চাই না। যাহাদিগকে লোকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া আমি বলিয়াছিলাম, "আমার মতে আমাদের প্রতি গভর্মেণ্ট যে ব্যবহার করে তাহা যেমন শয়তানীপূর্ণ, অ-ব্রাহ্মণদের প্রতি আপনারা যে ব্যবহার করেন তাহাও তেমনি শয়তানীপূর্ণ।" আমি বলিয়াছিলাম কোন হৈ চৈ অথবা চুক্তি না করিয়া অ-ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। মহারাষ্ট্র অথবা মান্দ্রাজের শক্তিশালী অ-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অথবা তাহাদের মধ্যের খারাপ লোকে তথাকথিত ব্রাহ্মণদিগকে ভয় দেখাইবে বলিয়া আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই। 'তথাকথিত' শব্দটি আমি বিশেষ বিবেচনার সহিত ব্যবহার করিলাম; কারণ যে সব ব্রাহ্মণ কুসংস্কার-পূর্ণ গোড়ামীর দাসত্ব হইতে মুক্ত তাঁহাদের সহিত অ-ব্রাহ্মণদের যে কেবল কোন বিরোধ নাই তাহা নহে, যেখানেই তাঁহারা অ-ব্রাহ্মণদিগকে দুর্বল দেখেন সেখানেই তাঁহারা সব রকমে তাহাদিগকে উন্নত করিতে চেষ্টা করেন। সামান্য অবস্থার দেশবাসীকেও অবহেলা করিতে যে সাহসী হয়, সে ব্যক্তি দেশের উন্নতি করিতে পারে না। অতএব যে সব অ-ব্রাহ্মণ সরকারের প্রতি মিথ্যা ভালবাসা দেখাইতেছে তাহারা আপনাদিগকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন জাতিকে বিক্রয় করিতেছে। অবশ্য যাহাদের গভর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস আছে, তাহারা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করুক। কিন্তু ভারতমাতার কোনো

সুসন্তান যেন আপন নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিতে চেষ্টা না করেন।

---

## ৪

# অস্পৃশ্যজাতি ও অসহযোগ

ইয়ংইণ্ডিয়া—১৯ ডিসেম্বর, ১৯২০

"জাতীয় আন্দোলনে আন্তরিকতার সহিত যোগ দিলে পঞ্চমদের ভাল হইবে" মহাত্মার এই কথার উপর টিপ্পনী করিয়া আর, ডি, প্রধান নামক একজন বিখ্যাত লেখক ও উকিল মহাত্মাকে লিখেন, "অবনত শ্রেণীর কয়েকজন নেতা বলেন, 'কংগ্রেস রাজনীতিজ্ঞ ও স্বরাজপন্থীদের অধিকাংশ লোক সামাজিক জীবনে পরিবর্ত্তন-বিরোধী; তাঁহারা সকলকে অসহযোগনীতি গ্রহণ করিতে বলেন, কিন্তু অস্পৃশ্যতাপ্রস্তাবকে মোটেই আমল দেন না। অবনত শ্রেণীর লোকে দেশের উন্নতিবিরোধী নহে এবং হইতে পারে না, জাতীয় দল গোঁড়ামীর পক্ষপাতী বলিয়া, তাহারা গভর্ণমেণ্টের হাতে খেলার পুতুল হইতে ইচ্ছুক নহে। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আন্দোলন যদি রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত একযোগে চলে, তবে অবনত শ্রেণীর লোকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিবে।" প্রধান মহাশয় লিখেন তাঁহারও এই মত।

এই চিঠির উত্তরে মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীযুত প্রধান ভুলিয়া যাইতেছেন যে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসহযোগের অর্থ শাসিতদের মধ্যে সহযোগিতা ; এবং হিন্দুরা যদি অস্পৃশ্যতা পাপকে দুরীভূত না করে, তবে এক তো দূরের কথা একশ বৎসরেও কখনও স্বরাজ হইবে না। অবনত শ্রেণীর লোককে কেন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছি? তাহাদের শক্তির পরিচয় যাহাতে তাহারা পায় এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ইহাতে যোগ দিতে বলিতেছি। হিন্দু-মুসলমানের একতা ভিন্ন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা যেরূপ অসম্ভব, অস্পৃশ্যতা পাপ দূর না হইলেও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা তেমনি অসম্ভব।

---

৫

# অস্পৃশ্যতা ও কংগ্রেস

কোন পত্রের উত্তরে ১৯২১ সালের ৩রা নবেম্বর ইয়ংইণ্ডিয়ায় মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছিলেন :—

অস্পৃশ্যতাকে কংগ্রেসের কাজের মধ্যে গৌণ স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। এই কলঙ্ক দূর না হইলে স্বরাজ অর্থহীন শব্দমাত্র। সামাজিক বর্জ্জন এমন কি সকলের অভিশাপকে বরণ করিয়া কর্ম্মীদিগকে কাজ করিতে হইবে। আমার মনে হয় স্বরাজলাভ ও খেলাফত উদ্ধারের জন্য অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন বিশেষ প্রয়োজনীয়। অপবিত্র হিন্দুধর্ম্ম এসলাম ধর্ম্মের গ্লানি দূর করার পবিত্র কাজে কোন সাহায্য করিতে পারে না।

৬

# অবনত শ্রেণী ও শিক্ষা

ইয়ংইণ্ডিয়া—২৪শে নভেম্বর, ১৯২১

নিপীড়িতশ্রেণীর সমস্যা হিন্দুসমাজের ঘরোয়া-ব্যাপার, এবং সেইজন্য ইহা অনেক বেশী সঙ্গীন ; কারণ ইহা অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে দুর্ব্বল করিতে পারে। ভিতরের বাধা যদি ক্রমাগত বাড়িয়াই চলে, তবে কোন কাজ বেশী দিন চালান যায় না। তবু দল-ভাঙ্গার ভয়ে মত-বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। অত্যাবশ্যকীয় অংশকে কাটিয়া ছাটিয়া কোন কাজকে সিদ্ধির পথে লওয়া যায় না। অবনত শ্রেণীর সমস্যা-সমাধান স্বরাজলাভের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলন ব্যতীত স্বরাজলাভ যেমন কল্পনামাত্র, অবনত শ্রেণীর উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিবিধান পুরোপুরি না হইলেও স্বরাজলাভ তেমনি অসম্ভব। আমাদের নিজেদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা সৃষ্টি করিয়া আমরা সাম্রাজ্যের মধ্যে অস্পৃশ্য হইয়া পড়িয়াছি। দাস অপেক্ষা দাসের মালিক সব সময় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিন্দুস্থানের এক পঞ্চমাংশ লোককে যতদিন গোলাম করিয়া রাখিব, ততদিন আমরা স্বরাজ-লাভের যোগ্য হইব না। আমরা কি 'পারিয়াকে' বুকে হাঁটাই নাই ? আমরা কি তাহাকে স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিতে বাধ্য কবি নাই ? যদি পারিয়াদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা ধর্ম্মের কাজ হয়, তবে আমাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা শ্বেতাঙ্গদের ধর্ম্মসঙ্গত কাজ। শ্বেতাঙ্গদের নিকট হীনবিবেচিত হইয়া আমরা সন্তুষ্ট আছি, শ্বেতাঙ্গদের এই উক্তি যদি যুক্তিহীন হয়, তবে অস্পৃশ্যরা আমাদের নিকট অনাদৃত

হইয়া সন্তুষ্ট আছে একথা তাহা অপেক্ষা বেশী যুক্তিহীন। গোলামীকে আদর করিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে আমাদের গোলামী চরমে পৌঁছিয়াছে।

অসহযোগ আন্দোলন আত্মশুদ্ধির আন্দোলন। এই পুতিগন্ধময় প্রথা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমরা পবিত্র স্বরাজ দাবী করিতে পারি না।

৭

# ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণ

ইয়ংইণ্ডিয়া—২৭শে নভেম্বর, ১৯২১

যখন আমি মহারাষ্ট্রের অ-ব্রাহ্মণ সমস্যা সম্বন্ধে 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' লিখিয়াছিলাম, তখন বুঝি নাই সম্পূর্ণ না হইলেও মুখ্যতঃ ইহা রাজনৈতিক ব্যাপার এবং ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অ-ব্রাহ্মণের জাতি হিসাবে কোন অভিযোগ নাই। কয়েকজন শিক্ষিত অ-ব্রাহ্মণ জাতীয়-দলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছেন এবং জাতীয়-দলের বেশীর ভাগ লোক ব্রাহ্মণ। লিঙ্গায়েত, মারাঠা, জৈন এবং অস্পৃশ্যরাই অ-ব্রাহ্মণ। অন্যান্য অ-ব্রাহ্মণগণ অস্পৃশ্যদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া, অস্পৃশ্যরা অভিযোগ করিতেছে। শিক্ষিত অ-ব্রাহ্মণদের অবস্থা আবার অপর সকলের মত নহে। এই সমস্যা কিরূপ তাহা নীচে দেওয়া গেল :—

( ১ ) ব্রাহ্মণদের যে রাজনৈতিক অধিকার আছে, শিক্ষিত অ-ব্রাহ্মণদের তাহা নাই।

অ-ব্রাহ্মণের সংখ্যা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেশী হইলেও, বেশীর ভাগ সরকারী কর্ম্মচারী এবং প্রতিনিধিমূলক সভাসমিতির সভ্য ব্রাহ্মণ।

( ২ ) কতকগুলি ব্রাহ্মণ লিঙ্গায়েতদিগকে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেন না। ব্রাহ্মণগণ বলেন এ স্থান তাহাদের নিজেদের। অ-ব্রাহ্মণগণ বলেন ব্রাহ্মণদের এই দাবী মিথ্যা।

( ৩ ) ব্রাহ্মণগণ সকলের সহিত শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করেন। ব্রিটিশজাতি ভারতবাসীর সহিত যে ব্যবহার করেন, ব্রাহ্মণগণ অ-ব্রাহ্মণদের সহিত ঠিক সেই ব্যবহার করেন।

আমার মতে অ-ব্রাহ্মণদের অভিযোগ অত্যন্ত দুর্ব্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং জাতীয়দল যদি কংগ্রেসের অসহযোগনীতি সম্পূর্ণরূপে কাজে পরিণত করেন, তবে মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয়-জীবন হইতে ইহা নিশ্চয়ই চলিয়া যাইবে।

ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বাধা নিষেধ এ বিবাদের কারণ নহে—গুণবলে ব্রাহ্মণ যে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন সেই প্রাধান্যই বিবাদের কারণ। স্বরাজের বিরাট স্বরূপ কল্পনা করিয়া জাতীয় দলের ব্রাহ্মণগণ যদি সমস্ত সরকারী চাকুরী, কাউন্সিল ও মিউনিসিপালিটি বর্জ্জন করেন, তবে এই অভিযোগের কারণ দূর হয়। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে গভর্ণমেণ্ট তার কায়েমী নীতি অনুসারে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অ-ব্রাহ্মণদিগকে লাগাইবেন—এবং উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া ও অ-ব্রাহ্মণদিগকে রাজনৈতিক প্রলোভন দেখাইয়া আপনাদের অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী করিতে চেষ্টা করিবেন। অ-ব্রাহ্মণগণ হয়ত বুঝিতেও পারিবেন না যে সরকার তাহাদিগকে পুতুলের মত চালাইতেছেন।

ইহাও স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, অ-ব্রাহ্মণদের অসুবিধা দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ চেষ্টা করিবেন এবং প্রত্যেক প্রকার সরকারের অনুগ্রহকে যথাযথভাবে ত্যাগ করিয়া এই বাধাকে শক্তিহীন করিবেন। এই সমস্যা বেশী জটিল হইয়াছে তার কারণ অ-ব্রাহ্মণ নেতারা ভোট-দাতাদিগকে নিজেদের পক্ষে আনিবার জন্য বলিতেছেন, দুর্ব্বল বলিয়া তাহাদিগকে অবশ্য গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইতে হইতে। ব্রাহ্মণ নেতাগণ ঐ ভোটদাতাদিগকেই ভোট ব্যবহার হইবে বিরত থাকিতে বলিতেছেন। ইহাতে বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু সুখের বিষয় নরমদল ও জাতীয়দলের বিরোধের সময় যতটা বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—এ সময় ততটা পাওয়া যাইতেছে না। সে যাহা হউক, ইহার মধ্যে সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা আপনাদিগকে জনসাধারণের প্রতিনিধি ও সুখদুঃখের ভাগী বলেন, সেই অ-ব্রাহ্মণ নেতারা গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিয়া অথবা গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে গিয়া, প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের উপর গভর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব দৃঢ় করিবেন। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহারা পাঞ্জাব ও খেলাফতের অত্যাচারের প্রতিবিধান করা আরও শক্ত করিয়া তুলিবেন। অ-ব্রাহ্মণদের নীতি যে আত্মঘাতী তাহা দেখান হইল।

ব্রাহ্মণ অথবা জাতীয়দলের বিরুদ্ধে তাহাদের যে অনুযোগই থাকুক না কেন, যে গভর্ণমেণ্টের নীতি জনসাধারণের অর্থশোষণ এবং সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে নির্বীর্য্য করা সেই গভর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা করিয়া ইহার প্রতিকার হইবে না। পাঞ্জাব ও খেলাফতের অত্যাচারের আংশিক প্রতিবিধান করিতে অস্বীকার করিয়া গভর্ণমেণ্ট 'যেন তেন প্রকারেণ' বৃটিশ-প্রতিপত্তি বজায় রাখা নীতির পরিচয়

দিতেছেন। এক লক্ষ ইংরেজ মাত্র পশুবলের সাহায্যে ত্রিশকোটী মানুষকে অধীন করিয়া রাখিতে পারে না।

কিন্তু ইহারা বিশেষ চতুরতার সহিত ভারতবাসীকে উত্তরোত্তর অসহায় করিয়া নিজেদের শক্তি সুদৃঢ় করিতেছে। সে জন্য আমি অ-ব্রাহ্মণ-নেতাদিগকে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে নিষেধ করি। তাহারা যে সহযোগিতা করিতে চাহিতেছেন তাহাতে তাহাদের অনিষ্ট হইবে। দুই চারিটী সরকারী-চাকুরী পাইলে, অথবা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইলে, তাহারা জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতে পারিবেন না। আর্থিক হিসাবে দেখিতে গেলে, পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে দেশে কিছু কাজ হয় নাই। ভারতের জনসাধারণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ ও ব্যারামের আক্রমণ যেরূপ ঠেকাইতে পারিত, এখন সেরূপ পারে না। বর্ত্তমান কালে ভারতবাসী মানুষোচিত গুণ হইতে যেরূপ বঞ্চিত, এরূপ অবস্থা তাহার আর কোন দিন হয় নাই।

কল্পিত রাজনৈতিক উন্নতির জন্য অ-ব্রাহ্মণ নেতারা যে ভাবে ছুটিয়া গভর্ণমেণ্টের হাতের মুঠার মধ্যে পড়িবার উপক্রম করিয়াছেন সেই আসন্ন সঙ্কট হইতে তাহাদিগকে মহান হৃদয় ব্রাহ্মণগণ রক্ষা করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধিমান, শক্তিশালী ও বংশপরম্পরা প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা একটু নামিয়া আসিলেই জয় করিতে পারেন। সর্ব্বান্তঃকরণে অসহযোগনীতি গ্রহণ করিলে আপনা হইতে এ সমস্যার মীমাংসা হইবে। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। যাহারা নিজদিগকে দুর্ব্বল ও অত্যাচারিত মনে করে, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণগণ হাত ধরিয়া সঙ্গে না লইলে মনের অমিল থাকিয়া যাইবে। কর্ণাটকের জাতীয়-দলের পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিয়াছিল যে তাহারা অব্রাহ্মণদের প্রতি দোষাবহ ও দম্ভপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, জাতীয়-দলের

ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে যে তাহারা অ-ব্রাহ্মণদিগকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন ও তাহাদের সহিত অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করেন। অজ্ঞান অ-ব্রাহ্মণগণ অধিক জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের নিকট সদ্ব্যবহার ও সুবিবেচনা আশা করেন। অ-ব্রাহ্মণ সাধারণ এখনও ব্রাহ্মণ-বিরোধী হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মের গৌরব রক্ষার ভার এখন মারাঠা ব্রাহ্মণদের উপর ন্যস্ত আছে। তাঁহাদের উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, আমি জানি হিন্দু-ধর্ম্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহারা এই সমস্যার মীমাংসা করিবেন।

৮

# জাতিভেদ

ইয়ং ইণ্ডিয়া—৮ই ডিসেম্বর, ১৯২০

দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণের সময় জাতিভেদ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম সেই সম্বন্ধে অনেক উষ্মাপূর্ণ চিঠি আমি পাইয়াছি।

পত্রলেখকগণ যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহারা বলিতেছেন জাতিভেদের জন্য ভারত পরাধীন হইয়াছে এবং ইহা থাকিলে ভারতের সর্ব্বনাশ হইবে। আমার মতে জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী নহে। লোভ এবং নীতিধর্ম্মের প্রতি অবহেলাই আমাদিগকে পরাধীন করিয়াছে। আমি বিশ্বাস করি জাতিভেদই আমাদিগকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছে।

অন্যান্য প্রথার ন্যায় ইহারও গলদ আছে। আমি মাত্র চারি শ্রেণীকে মৌলিক, স্বাভাবিক, ও প্রয়োজনীয় মনে করি। অসংখ্য উপজাতি থাকা সময় সময় সুবিধাজনক হইলেও, অনেক সময়ই বাধা সৃষ্টি করে। যত শীঘ্র এই গুলির মিশ্রণ হয়, ততই ভাল। উপজাতি সমূহের ধ্বংস ও পুনর্গঠন নীরবে চলিয়া আসিতেছে ও চিরকাল চলিবে। সামাজিক প্রয়োজন ও জনমত এ সমস্যা দূর করিতে পারিবে। কিন্তু আমি এই মূল চারিটি বিভাগ নষ্ট করার বিরোধী। বৈষম্যের উপর জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; ছোট বড়র কোন কথা ইহাতে নাই। মান্দ্রাজ, মহারাষ্ট্র অথবা অন্য কোথায়ও যদি এরূপ কোন প্রশ্ন উঠিয়া থাকে, তবে এই ভাবটিকে নষ্ট করিতেই হইবে। এই প্রথার অপব্যবহার হইতেছে বলিয়া ইহার অবসান করিতে হইবে এরূপ যুক্তি আমার কাছে ভাল ঠেকে না। সহজেই ইহার সংস্কার সাধিত হইবে। যে গণতন্ত্রস্পৃহা ভারতে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা জাতিভেদের ভিতরকার প্রাধান্য ও বৈষম্যের ভাবকে নিশ্চয়ই দুরীভূত করিবে।

বাহিরের আকার বদলাইলেই গণতন্ত্রের আদর্শকে খাড়া করা হইল না। ইহাতে অন্তর পরিবর্ত্তন দরকার। জাতিভেদ যদি গণতন্ত্র আদর্শের বাধাস্বরূপ হয়, তবে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী ও ঈহুদী ভারতে এই পাঁচ-ধর্ম্মের অস্তিত্ব সেইরূপ বাধাস্বরূপ। ভ্রাতৃভাব জাগ্রত হইলে, গণতন্ত্র আদর্শ ফুটিয়া উঠিবে। কোন মুসলমান অথবা খৃষ্টানকে সহোদর ভাইএর মত ভাই মনে করা আমি শক্ত মনে করি না। যে হিন্দুধর্ম্ম জাতিভেদ প্রথার সমর্থন করে, সেই হিন্দুধর্ম্ম কেবল মানুষের নহে, কিন্তু সকল প্রাণীর ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করে।

একব্যক্তি পত্রলিখিয়া পরামর্শ দিয়াছেন যে, জাতিভেদ প্রথা লোপ

করিয়া ইউরোপের শ্রেণী বিভাগ এদেশে প্রবর্ত্তন করা হউক। আমার মনে হয় তিনি বংশানুক্রমিক জাতিভেদ রহিত করার কথা বলিতেছেন। আমার বিশ্বাস জাতিভেদ প্রথা বংশানুক্রমিক থাকাই ভাল। ইহা বদলাইবার কোন চেষ্টা করিলে, পূর্ণ বিশৃঙ্খলা আসিবে। ব্রাহ্মণকে সব সময় ব্রাহ্মণ মনে করায় অনেক লাভ আছে দেখিতেছি। যদি ব্রাহ্মণের গুণ তার না থাকে, তবে প্রকৃত ব্রাহ্মণের সম্মান সে পাইবে না। এজন্য আদালত বসাইয়া লোককে শাস্তি ও পুরস্কারদান এবং উন্নত ও অবনত করিতে গেলে নানাপ্রকার অসুবিধা দেখা দিবে। প্রত্যেক হিন্দুকে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতে হইবে। এ বিশ্বাস থাকিলে তিনি বুঝিবেন, কোন ব্রাহ্মণ এ জন্মে অন্যায় কাজ করিলে, পরজন্মে তাহাকে নীচকুলে জন্ম লইতে হইবে, এবং এজন্মে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের জীবন যাপন করে, সে পরজন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিবে।

আমার মতে জলচল পংক্তিভোজন ও বিবাহবন্ধন গণতন্ত্রস্পৃহা বর্দ্ধিত করার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় নহে। দেশ যখন গণতন্ত্রের পথে অনেক অগ্রসর হইবে তখন যে সকলের মধ্যে পান-ভোজন ও বিবাহ অবাধে চলিবে আমি সেরূপ মনে করি না। আমাদিগকে চিরকাল বিবিধের মাঝে মিলন খুঁজিতে হইবে। যদি কোন লোক সকলের সহিত পান ভোজন না করে, তবে যে তাহার পাপ হইল আমি ইহা বিশ্বাস করি না। হিন্দুর মধ্যে খুড়তুতো জেঠতুতো ভাইবোনে বিবাহ হয় না। এই নিষেধ থাকায় তাহাদের মধ্যের ভালবাসা কমে না, বরং ইহা প্রীতিরবন্ধনকে দৃঢ় করে। বৈষ্ণব পরিবারে এমন সব মা আছেন যাহারা সকলের সহিত রান্নাঘরে বসিয়া কিছু খান না, অথবা অন্যের ব্যবহৃত পাত্রে জলপান করেন না; কিন্তু তাঁহারা অনুদার,

উদ্ধতপ্রকৃতি এবং কম স্নেহপ্রবণ নহেন। এগুলি সংযমের বাঁধ এবং দোষাবহ নহে। বেশী বাড়াবাড়ি করিলে, এই সব নিয়মই অনিষ্টকর হইয়া ওঠে। যদি এজন্য কেহ নিজকে অন্যের অপেক্ষা বড় ভাবেন, তবে ইহাতে ক্ষতি করিবে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে নূতন প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য, জলচল, পংক্তিভোজন এবং অন্তর্বিবাহ সম্বন্ধে যে প্রচলিত নিয়ম আছে, অতি সাবধানে তাহার কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

এই জন্য যদিও আমি হিন্দুর চার বর্ণ রাখার পক্ষপাতী, তথাপি অস্পৃশ্যতাকে মহাপাপ মনে করি। ইহা সংযমের চিহ্ন নহে কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান। এই অস্পৃশ্যতা কোন উপকার করে নাই, কিন্তু ইহা অনেককে দাবাইয়া রাখিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাতে মানুষকে এত ছোট করিয়াছে। এই সব হিন্দু সব রকমে আমাদের মতন; এবং ভিন্ন উপায়ে তাহারা দেশের হিতকর কাজ করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মকে উন্নত ও সম্মানজনক করিতে হইলে, ইহার ভিতরকার গলদ যত শীঘ্র দূর করা যায় তত ভাল। অস্পৃশ্যতা বজায় রাখার পক্ষে কোন যুক্তি আমি দেখিতেছি না। কোন সন্দেহজনক শাস্ত্রীয় প্রমাণ, এই পাপ প্রথাকে সমর্থন করিলেও আমি তাহা অগ্রাহ্য করিতে ইতস্ততঃ করিব না। যুক্তি ও বিবেকবিরুদ্ধ শাস্ত্রের কথাকে আমি মানিতে রাজী নহি। বিচার ও যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র দুর্ব্বলকে বলবান করে কিন্তু যুক্তিহীন বিবেকবিরুদ্ধ শাস্ত্র দুর্ব্বলকে অধঃপাতিত করে।

---

# ৯

# অস্পৃশ্যতা পাপ

ইয়ংইণ্ডিয়া—১১ই জানুয়ারী, ১৯২১

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি এবং ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেসকমিটি বিনা প্রতিবাদে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধীয় দফাটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বরাজলাভ করিতে হইলে হিন্দুধর্ম্মের এই কলঙ্ক দূর করা প্রয়োজন এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া জাতীয় মহাসমিতি ভাল কাজ করিয়াছেন। আপনার লোকের নিকট সাহায্য পাইয়াই শয়তান সাফল্যমণ্ডিত হয়। আমাদের উপর প্রভুত্ব করার জন্য সে সব সময় আমাদের দুর্ব্বলতার আশ্রয় লয়। আমাদের দুর্ব্বলতা ও পাপের সুবিধা লইয়া গভর্ণমেণ্টও আমাদের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখে। গভর্ণমেণ্টের কৌশলজালে না পড়িতে চাহিলে, আমাদিগকে দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইবে। এই জন্যই আমি অসহযোগকে শুদ্ধি-আন্দোলন বলিয়াছি। কোনো যায়গার এঁদোপুকুর ও ডোবা ভরাট করা হইলে যেমন মশা সেখানে থাকিতে পারে না, তেমনি এই আত্মশুদ্ধির কাজ সম্পূর্ণ হইলে, উপযুক্ত বেষ্টনীর অভাবে গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস হইবে।

অস্পৃশ্যতা পাপের জন্য কি ন্যায়বান ভগবানের কোপ আমাদের উপর পতিত হয় নাই? আমরা যে পাপ করিয়াছি, তার ফল কি ভোগ করিতেছি না? আমাদের আপন জনের উপর আমরা কি ডায়ার, ও'ডায়ারের ন্যায় অত্যাচার করি নাই? আমরা 'পারিয়া'-দিগকে স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছি, তার পরিবর্ত্তে আমরা ব্রিটিশ উপনিবেশে স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিতেছি। আমরা সাধারণের

ব্যবহারের কূপ তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে দি না, আমাদের উচ্ছিষ্ট অবজ্ঞার সহিত তাহাদিগকে দেই। তার ছায়াও আমাদিগকে কলুষিত করে। বাস্তবিক যে সব অভিযোগ আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে আনিয়া থাকি সেরূপ কোন অভিযোগ নাই যাহা পারিয়ারা আমাদের বিরুদ্ধে আনিতে পারিবে না।

কিরূপে হিন্দুধর্ম্মের এই কলঙ্ক দূর করিতে হইবে? 'অন্যের নিকট যে ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অন্যের সহিত সেই ব্যবহার কর।' আমি অনেক সময় ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়াছি, যদি তাহারা ভারতের বন্ধু ও সেবক হইতে ইচ্ছা করেন তবে তাহারা যেন উচ্চস্থান হইতে নামিয়া আসেন, মুরুব্বিয়ানা ছাড়েন, প্রেমপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা দেখান যে তাহারা আমাদের বন্ধু, এবং স্বজাতি ইংরেজকে যে অর্থে সমান ভাবেন, সেই অর্থে আমাদিগকে সমান ভাবেন। পাঞ্জাব ও খেলাফতের ঘটনার পর আমি আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে অনুতাপ ও অন্তর পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়াছি। ইংরেজের ভারত-শাসন নীতিকে আমরা যেরূপ শয়তানীপূর্ণ ভাবি, তেমনি ঘৃণ্য ব্যবহার দ্বারা আমরা যাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিয়াছি, তাহাদের উপর অনুষ্ঠিত অন্যায়ের জন্য আমাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে, এবং তাহাদের প্রতি যে ব্যবহার করিয়া থাকি, তার প্রকৃতি বদলাইতে হইবে। আমরা যেন তাহাদের জন্য কতকগুলি খারাপ বিদ্যালয় না খুলি। তাহাদের চেয়ে আমরা বড় এমন ভাব তাহাদের সহিত আমাদের ব্যবহারে যেন প্রকাশ না পায়। অস্পৃশ্যদের সহিত আমরা যেন সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করি—বাস্তবিক তাহারা তো ভাই। যে পৈত্রিক-সম্পত্তি আমরা তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছি, তাহাদিগকে উহা ফেরত দিতে হইবে। ইংরেজী জানা অল্পসংখ্যক সমাজ-সংস্কারক এ কাজ করিলে কিছু হইবে না,

জনসাধারণকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় ইহা করিতে হইবে। যে সমাজ-সংস্কার এতদিন হওয়া উচিত ছিল, তার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করা চলিবে না। যে বৎসর আমাদের উপর ভগবানের করুণা বিশেষভাবে বর্ষিত হইতেছে, যে বৎসর স্বরাজলাভের জন্য শিক্ষানবিশী ও তপস্যা করিতেছি, সেই বৎসরেই ইহা করিতে হইবে। স্বরাজের পর এ সংস্কার হইলে চলিবে না; পূর্ব্বেই ইহা হওয়া চাই।

অস্পৃশ্যতা ধর্ম্মানুমোদিত নহে, ইহা শয়তানের কারসাজি। শয়তান সব সময় শাস্ত্রের বচন আওড়াইয়া নিজের মত সমর্থন করিয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্র বিচারবুদ্ধি ও সত্যকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিচারবুদ্ধিকে মার্জ্জিত ও সত্যকে উজ্জ্বল করিয়া দেখান। বেদ অশ্বমেধ যজ্ঞকে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়াছে এবং ইহার অনুষ্ঠান করিতে সকলকে উপদেশ দিয়াছে বলিয়া কি আমি আমার নিখুঁত ঘোড়াকে আগুনে দিয়া ভস্ম করিব? বেদ ঐশ্বরিক—ইহা মানুষের দ্বারা লেখা নহে। ভাষা সময় সময় সত্যকে ঢাকিয়া রাখে, ভাবার্থই জ্ঞানালোক প্রদান করে। যে সব গুণ লোককে খুব মহৎ ও সাহসী করে সেই পবিত্রতা, সত্য, অহিংসা, সংযম সরলতা ক্ষমা দেবত্ব প্রভৃতিতে বেদ ভরপুর। মূকসদৃশ চামার ও মেথরদের সঙ্গে কুকুরের অপেক্ষা খারাপ ব্যবহার করা ও তাহাদের গায়ে থুতু ফেলাটা মহত্ত্ব ও বীরত্বব্যঞ্জক নহে। নিপীড়িত শ্রেণীর লোকে বাধ্য হইয়া যে কাজ করিতেছে স্বেচ্ছায় সেই কাজ করিবার ইচ্ছা ও শক্তি যদি ভগবান আমাদিগকে দিতেন তবে ভাল হইত। ইজিয়াসের * গোহালঘরের স্তূপীকৃত গোবরের ন্যায় আমা-

* ইজিয়াস ( Augeas ) ছিলেন গ্রীসের অন্তর্গত এলিসের ( Elis ) রাজা। তাঁর গোহালে ৩০০০ বলদ ছিল। ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত এই গোহাল সাফ করা হয় নাই। হারকিউলিস দুটি নদীর বাঁক ফিরাইয়া ইহার উপর দিয়া চালাইয়া একদিনের মধ্যে এই গোহাল সাফ করেন।

দের সমাজে বহুকাল হইতে যে আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা আমাদিগকে দূরীভূত করিতে হইবে।

১০

## স্বরাজ ও অস্পৃশ্যতা

ইয়ংইণ্ডিয়া—২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১

স্বরাজ লাভের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া মহাত্মাজী লিখিতেছেন :—

\হিন্দুমুসলমানের মিলন সংঘটিত ও অস্পৃশ্যতারূপ কালসর্প নিহত না হইলে আমরা কিছুই করিতে পারিব না। অস্পৃশ্যতা সর্ব্বনাশকারী বিষের ন্যায়; ইহা হিন্দুসমাজের জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতেছে। ছোট বড়র বিচারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ভগবানের সৃষ্ট কোন লোকের অন্যকে আপনার অপেক্ষা হীন মনে করা ঠিক নহে। মানুষ প্রত্যেককে ভাই ভাবিবে, ইহাই প্রত্যেক ধর্ম্মের সার সত্য। )

---

১১

# শ্রীযুক্ত গান্ধী ও নিপীড়িত শ্রেণী

## ইয়ংইণ্ডিয়া—২৭শে এপ্রিল, ১৯২১

শ্রীযুক্ত গান্ধী ১৩ই ও ১৪ই তারিখে আহমাদাবাদে নিপীড়িত শ্রেণীর এক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সহর হইতে অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন; কিন্তু অস্পৃশ্যদের উপস্থিতি আশানুরূপ হইয়াছিল না, কারণ এক-গুজব রটিয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সভায় যোগ দিবে, সরকার তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবেন।

অল্প লোক দেখিয়া মহাত্মা দুঃখ করিয়া বলেন, সমাজসংস্কারের এক শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া সভাসমিতির উপর তাঁহার যে বিশ্বাস ছিল, সে বিশ্বাস তাঁহার নষ্ট হইয়াছে। তিনি বলেন, "সংস্কার-বিরোধীরা যে ভুল পথে চলিতেছেন সে কথা তাহাদিগকে কিরূপে বুঝাইব? নিপীড়িত শ্রেণীর স্পর্শে যাহারা দেহকে অপবিত্র মনে করে, স্নান করিয়া যাহারা শুদ্ধ হয় এবং স্নান না করিলে যাহারা পাপ করিয়াছি মনে করে, তাহাদের মত আমি কিরূপে বদলাইব? আমি তাহাদের নিকট আমার অন্তরের দৃঢ় ধারণাগুলি উপস্থাপিত করিব মাত্র।

অস্পৃশ্যতাকে আমি হিন্দুধর্ম্মের সব চেয়ে বড় কলঙ্ক মনে করি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরোধের সময় ইহা আমি ঠেকিয়া শিখি নাই। আমি এক সময় সংশয়বাদী ছিলাম বলিয়া ইহা বলিতেছি না। যাহারা বলেন খৃষ্টধর্ম্ম-পুস্তক পড়িয়া আমি এই মত প্রকাশ করিতেছি, তাহারাও ভুল করিতেছেন। বাইবেল অথবা বাইবেল-পন্থীদের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই আমার এই মত ছিল।

এই চিন্তা প্রথম আমার মনে যখন আসে, তখন আমার বয়স বার বৎসর হয় নাই। 'উকা' নামে একজন মেথর আমাদের পায়খানা সাফ করিত। আমি মার নিকট প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতাম উকাকে ছুঁইলে দোষ কি, এবং কেনই বা তাহাকে ছুঁইতে নিষেধ করেন। যদি দৈবাৎ তাহাকে ছুঁইয়া ফেলিতাম, আমাকে স্নান করিতে বলা হইত; এবং যদিও আমি স্নান করিতাম তথাপি হাসিতে হাসিতে প্রতিবাদ করিয়া বলিতাম অস্পৃশ্যতা ধর্ম্মানুমোদিত নহে। আমি অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ ও বশংবদ সন্তান ছিলাম। মাতাপিতার প্রতি পূর্ণ সম্মান দেখাইয়া যতটা সম্ভব ততটা জোরের সহিত এই বিষয় লইয়া তাহাদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতাম। আমি মাকে বলিতাম 'উকা'কে ছুঁইলে পাপ হয় এরূপ মনে করা তাঁর অত্যন্ত অন্যায়।

স্কুলে আমাকে অনেক সময় অস্পৃশ্যদিগকে ছুঁইতে হইত। মা-বাপের নিকট আমি ইহা গোপন করিতাম না। মা বলিতেন এই অপবিত্র স্পর্শদোষ হইতে সব চেয়ে সহজে মুক্ত হইবার উপায় রাস্তা-চলা কোন মুসলমানকে ছোঁয়া। মায়ের প্রতি ভক্তির জন্য আমি অনেক সময় এই আদেশ পালিতাম। ধর্ম্মানুমোদিত ভাবিয়া কখনও ইহা করিতাম না। কিছুকাল পরে আমরা পোড়বন্দর যাই। সেখানে আমি সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করি। আমি তখনও কোন ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হই নাই। আমার এক ভাই ও আমার শিক্ষার ভার ছিল এক ব্রাহ্মণের উপর। তিনি আমাদিগকে 'রামরক্ষা' ও 'বিষ্ণুপুরাণ' পড়াইতেন। 'জলে বিষ্ণু' 'স্থলে বিষ্ণু' কথা দুটি আমি এখনও ভুলি নাই। মায়ের মত স্নেহশীলা এক বৃদ্ধা নিকটে থাকিতেন। তখন আমি ভয়তরাসে ছিলাম—আলো নিবিয়া গেলে ভুতপ্রেত আসিয়াছে ভাবিতাম। সেই 'বুড়ীমা' এক অন্ধকার রাত্রিতে বলিলেন, 'ভয় পাইলেই রামরক্ষার

শ্লোক আওড়াইবে। ইহাতে ভূত পালাইবে।' আমি ইহাতে বেশ ফল পাইতাম। আমি তখন বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে, 'রামরক্ষা'র এমন কোন শ্লোক আছে যাহাতে অস্পৃশ্যদিগকে ছুঁইলে পাপ হয় এরূপ লেখা আছে। আমি তখন ইহার অর্থ বুঝিতাম না, অথবা অল্প অল্প বুঝিতাম। কিন্তু আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যে রামরক্ষায় ভূতের ভয় দূর করিতে পারে, সেই রামরক্ষায় অস্পৃশ্যদিগকে স্পর্শ করা ভয়কে সমর্থন করিতে পারে না।

আমাদের বাড়ীতে নিয়মিতভাবে রামায়ণ পড়া হইত। লধা মহারাজ নামে এক ব্রাহ্মণ ইহা পড়িতেন। তাঁহার কুষ্ঠ হয়। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল নিয়মিত রামায়ণ পাঠ করিলে তিনি রোগমুক্ত হইবেন; বাস্তবিক তাঁহার কুষ্ঠ এইরূপে সারিয়াছিল। আমি ভাবিতাম, "বর্ত্তমানে যাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলা হয়, সেইরূপ এক ব্যক্তির নৌকায় শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গাপার হইয়াছিলেন একথা যে রামায়ণে আছে, সেই রামায়ণ কতকগুলি লোককে কিরূপে 'কলুষিত' ও 'অস্পৃশ্য' বলিবে! ভগবানকে আমরা 'পতিতপাবন' 'অধমতারণ' বলিয়া থাকি। ইহা হইতে বোঝা যায় কোন হিন্দুকে পতিত অথবা অস্পৃশ্য মনে করা পাপ—ইহা শয়তানী। আমি সব সময় বলিয়া আসিতেছি ইহা মহাপাপ। আমি বলিতেছি না যে বার বৎসর বয়সের সময় আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু একথা আমি বলিব যে, আমি তখন অস্পৃশ্যতাকে পাপ মনে করিতাম। বৈষ্ণব ও গোড়া হিন্দুদের জন্য আমি এ কাহিনী বলিলাম।

আমি সর্ব্বদা নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। আমি যে ধর্ম্মশাস্ত্রের কিছু জানি না তাহা নহে। আমি সংস্কৃতে পণ্ডিত নহি। বেদ ও উপনিষদের অনুবাদ আমি পড়িয়াছি। কাজেই আমার শাস্ত্রপাঠ পণ্ডিতদের মতন হয় নাই। আমার শাস্ত্রজ্ঞানও গভীর নহে।

কিন্তু হিন্দুর যেভাবে পড়া উচিত আমি সেইভাবে সে সব পড়িয়াছি এবং আমার বিশ্বাস শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমি বুঝিয়াছি। একুশ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বে আমি অন্যান্য ধর্ম্মের গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম।

এমন এক সময় ছিল, যখন আমি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিব কিনা ভাবিতেছিলাম। মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে বুঝিলাম হিন্দুধর্ম্মের মধ্য দিয়া আমার মুক্তি আসিতে পারে। জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইল।

তখনও আমি বিশ্বাস করিতাম যে, অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের অংশ নহে। যদি ইহা অংশই হইত, তবে এরূপ হিন্দুধর্ম্ম আমার জন্য নহে।

সত্য বটে হিন্দুশাস্ত্র অস্পৃশ্যতাকে পাপ মনে করে না। কিন্তু আমি শাস্ত্রের অর্থ লইয়া কথা কাটাকাটি করিতে চাই না। ভাগবৎ ও মনুসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমার কথা সমর্থন করা শক্ত হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম আমি বোধ হয় জানি। অস্পৃশ্যতা সমর্থন করিয়া হিন্দুরা পাপ করিয়াছে। ইহা আমাদিগকে হীন করিয়াছে ও ব্রিটিশসাম্রাজ্যে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি মুসলমানদের ভিতর এই পাপ সংক্রামক-ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, কানাডায় হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদিগকে কম অস্পৃশ্য মনে করা হয় না। 'অস্পৃশ্যতা পাপ' হইতে এসব অমঙ্গলের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমি আবার বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত হিন্দুরা অন্ধের ন্যায় অস্পৃশ্যতাকে তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুরা তাহাদের ভাই সদৃশ কোন শ্রেণীর লোককে ছোঁয়া পাপের মনে করিবে, ততদিন

পর্য্যন্ত স্বরাজলাভ করা অসম্ভব। যুধিষ্ঠির কুকুরটিকে সঙ্গে না লইয়া স্বর্গে যাইতে রাজী হইয়াছিলেন না। সেই যুধিষ্ঠিরের বংশধর আমরা অস্পৃশ্যদিগকে বাদ দিয়া কিরূপে স্বরাজলাভ করিব? যে সব দোষের জন্য আমরা সরকারকে শয়তান প্রকৃতির বলিয়া থাকি, সেইরূপ কোন্ অন্যায় আমরা অস্পৃশ্য ভাইদের উপর না করিয়াছি?

তাহাদিগকে আমরা নির্যাতিত করিয়াছি, বুকে হাঁটিতে বাধ্য করিয়াছি, নাকে খৎ দেওয়াইয়াছি, রাগে রক্তচক্ষু হইয়া রেলগাড়ী হইতে ধাক্কা দিয়া বাহিরে ফেলিয়াছি—ব্রিটিশ শাসন এর চেয়ে বেশী কি করিয়াছে? যে অভিযোগ আমরা ডায়ার ও ও'ডায়ারের বিরুদ্ধে আনিয়া থাকি, সেরূপ কোন্ অভিযোগ অপর লোকে অথবা আমাদের নিজেদের লোকে আমাদের বিরুদ্ধে আনিতে পারিবে না? এই কলুষ হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা দুর্ব্বল ও অসহায়কে রক্ষা করিতে না পারিব, অথবা যতদিন পর্য্যন্ত কোন স্বরাজপন্থীর অন্য লোকের মনে কষ্ট দেওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বরাজের কথা বলা নিষ্ফল। যে পর্য্যন্ত কোন হিন্দু অথবা মুসলমান উদ্ধতভাবে ভাবিতে পারিবে যে সে অবাধে কোন মুসলমান অথবা হিন্দুকে দলন করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত স্বরাজলাভের কোন অর্থ নাই। এরূপ অবস্থায় স্বরাজ লাভ করিয়া পরমুহূর্ত্তে আবার হারাইব। আমাদের দুর্ব্বল ভাইদের উপর আমরা যে সব পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেই সব পাপ হইতে মুক্ত না হইলে আমরা পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহি।

কিন্তু এখনও নিজের উপর আমার বিশ্বাস আছে। ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ কালে আমি উপলব্ধি করিয়াছি যে, যে প্রেম সম্বন্ধে তুলসীদাস এমন সুন্দর গান রচনা করিয়াছেন, যে প্রেম জৈন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি, ভাগবতের সার মর্ম্ম ও যাহা গীতার প্রত্যেক শ্লোকের

সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই প্রেম সেই উদারতা ধীরে ধীরে স্থায়ীভাবে জনসাধারণের অন্তরে বদ্ধমূল হইতেছে।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এখনও বিবাদ বাধিতেছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এমন লোক অনেক আছে, যাহারা একে অপরের অনিষ্ট করিতে ইতস্ততঃ করে না। কিন্তু মোটের উপর একথা বলা চলে যে, ইহাদের মধ্যে দয়া ও ভালবাসা বাড়িয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান পূর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মভীরু হইয়াছে। আইন আদালত ও স্কুল-কলেজের মোহ আমরা কাটাইয়াছি। অন্য কোন সম্মোহিনী শক্তির অধীন থাকিয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইতেছে না। আমি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি, যাহাদিগকে আমরা অশিক্ষিত ও মুর্খ মনে করি, তাহারাই শিক্ষিত বিবেচিত হইবার যোগ্য। আমাদের অপেক্ষা তাহাদের মানসিক বৃত্তি অধিক অনুশীলিত, তাহাদের জীবন অধিক ধর্ম্মানুগত। জনসাধারণের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার দিকে নজর দিলে বোঝা যায়, তাহারা স্বরাজ অর্থে রামরাজ্য অর্থাৎ পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন হওয়া বুঝিয়াছে।

অস্পৃশ্য ভাইসব, এ কথা বলিলে হয়ত তোমরা একটু সান্ত্বনা পাইবে যে, তোমাদের কথা উঠিলে পূর্ব্বে দেশে যেরূপ চাঞ্চল্য দেখা দিত, এখন সেরূপ দেখা দেয় না। এজন্য তোমরা হিন্দুদিগকে যে সন্দেহের চোখে দেখিবে না তাহা নহে। তোমাদের এত ক্ষতি যাহারা করিয়াছে, তাহারা কেন অবিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হইবে না? স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, অস্পৃশ্যেরা অবনত নহে, তাহারা হিন্দুর দ্বারা নিপীড়িত; এবং অস্পৃশ্যদিগকে দাবাইতে গিয়া হিন্দুরা নিজদিগকে দাবাইয়া রাখিয়াছে।

সম্ভবতঃ ৬ই এপ্রিলে আমি নেলোরে ছিলাম। সেখানে আমি

অস্পৃশ্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং আজিকার ন্যায় প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমি মোক্ষলাভ করিতে চাই। আমি আবার জন্ম-গ্রহণ করিতে চাই না। কিন্তু যদি আমাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে আমি যেন অস্পৃশ্যরূপে জন্মগ্রহণ করি। এইরূপে আমি তাহাদের দুঃখকষ্ট অনাদর অবজ্ঞার ভাগী হইতে পারিব, এবং নিজকে ও তাহাদিগকে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারিব। এজন্য আমি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যদি আমাকে আবার জন্মিতে হয়, তবে আমি যেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্ররূপে না জন্মিয়া অতিশূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করি।

সহস্র সহস্র নিরপরাধ লোকের হত্যা সংশ্লিষ্ট বলিয়া ৬ই এপ্রেল অপেক্ষা আজ ১৩ই এপ্রেল বিশেষ স্মরণীয় দিন। আমি আজও প্রার্থনা করিয়াছি যদি কোন প্রকার আশা অপূর্ণ থাকিতে, অস্পৃশ্যদের সেবা অসম্পূর্ণ থাকিতে, আমার সাধের হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য পূর্ণ না হইতে আমার মরণ হয়, তবে যেন হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য আমি অস্পৃশ্যদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করি।

আমি মেথরের কাজ ভালবাসি। আমার আশ্রমের মেথরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিবার জন্য আশ্রমের ১৮ বৎসরের এক ব্রাহ্মণ বালক মেথরের কাজ করিতেছে। বালকটি কোন সংস্কারক নহে। সে গোঁড়া হিন্দুর ঘরে জন্ম ও শিক্ষালাভ করিয়াছে। সে শ্রদ্ধার সহিত নিয়মিতভাবে গীতাপাঠ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া থাকে। তাহার সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ আমার অপেক্ষা নির্দোষ। তার প্রার্থনার সময়ের মিষ্টস্বর শ্রোতার মনকে প্রেমে গলাইয়া দেয়। তার মনে হয় মেথরের কাজ ভাল ভাবে করিতে না পারিলে, তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং আশ্রমের মেথর দিয়া ভাল ভাবে কাজ করাইতে হইলে তাহাদের সম্মুখে ভাল আদর্শ রাখা চাই।

তোমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে তোমরা হিন্দুসমাজকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতেছ। এজন্য তোমাদের জীবনকে পবিত্র করিবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা অভ্যাস করিবে, যেন তোমাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কেহ কিছু দেখাইতে না পারে। যদি সাবান ব্যবহার করা না কুলায়, তবে ক্ষার অথবা সোডার সাহায্যে কাপড় পরিষ্কার করিবে। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ জুয়া খেলে ও মদ খায়—এ অভ্যাস তোমাদিগকে অবশ্য ত্যাগ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণদিগকে দেখাইয়া তোমরা বলিতে পার তাহারাও তো এসব পাপে লিপ্ত। কিন্তু তাহাদিগকে কেহ কলুষিত মনে করে না, তোমাদিগকে করে। আপনাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য হিন্দুদের অনুগ্রহ ভিখারী হইত না। স্বার্থের খাতিরে হিন্দুকে ইহা করিতে হইবে। পবিত্র জীবন যাপন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দ্বারা তোমরা তাহাদিগকে লজ্জা দিবে। আমি বিশ্বাস করি আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে আমরা আমাদিগকে শুদ্ধ করিতে পারিব। ইহা না হইলে মনে করিব, আমার কথা মূলতঃ সত্য হইলেও, সময় গণনায় আমার ভুল হইয়াছিল—অন্য কোন প্রকার ভুল আমি করি নাই।

তোমরা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া থাক, তোমরা ভাগবত পড়িয়া থাক। হিন্দুরা যদি তোমাদের উপর অত্যাচার করে, তবে জানিও, দোষ হিন্দুধর্ম্মের নহে, দোষ যাহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাদের। তোমরা যদি মুক্ত হইতে চাও, তবে শুদ্ধ হও। মদ খাওয়ার ন্যায় খারাপ অভ্যাস ত্যাগ কর।

যদি তোমাদের অবস্থার উন্নতি করিতে চাও, যদি স্বরাজ চাও, তবে আত্মবিশ্বাসী হও। বোম্বাই সহরে শুনিয়াছিলাম তোমাদের কেহ কেহ অসহযোগের বিরোধী; তাহাদের বিশ্বাস মাত্র ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের

সহায়তায় তাহাদের উদ্ধার হইবে। আমি তোমাগিকে বলিতেছি, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তৃতীয় পক্ষের সাহায্য লইলে তোমাদের অসুবিধা দূর হইবে না। তোমাদের মুক্তি তোমাদের নিজেদের হাতে।

আমি দেশের সব যায়গায় অস্পৃশ্যদের সংশ্রবে আসিয়াছি এবং লক্ষ্য করিয়াছি এক মহান শক্তি তাহাদের ভিতর সুপ্ত অবস্থায় আছে। ইহার খোঁজ তাহারা অথবা অপর হিন্দুরা রাখে না। তাহাদের বুদ্ধি সরল। আমি তোমাদিগকে সূতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে বলি। এই দুটি পেশা অবলম্বন করিলে দারিদ্র্য তোমাদের বাড়ীর কাছে ঘেঁসিতে পারিবে না। ভাঙ্গীদের প্রতি তোমাদের যে ধারণা আছে সে সম্বন্ধে গোধ্‌রায় যাহা বলিয়াছিলাম তাহারই পুনরাবৃত্তি করিব। আমি বুঝি না তোমরা কেন 'ঢেড়' ও 'ভাঙ্গীয়' মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিতে চাও। ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আইন ব্যবসায়ী ও সরকারী চাকুরেদের কাজ যেমন সম্মানজনক তাহাদের কাজও সেইরূপ সম্মানজনক।

যতই পরিষ্কার আছে বলা হউক না, কাহারও উচ্ছিষ্ট খাদ্য আর লইবা না। মাত্র ভাল নিখুঁত খাদ্য-শস্য যত্নের সহিত প্রদত্ত হইলে লইবা—পঁচা খারাপ শস্যও লইবা না। আমি যাহা করিতে বলিলাম, তাহা করিতে পারিলে চার পাঁচ মাসে নহে চার পাঁচ দিনেই মুক্তিলাভ করিতে পার।

প্রকৃতিদেবী হিন্দুদিগকে পাপীরূপে সৃষ্টি করেন নাই; তাহারা অজ্ঞানতায় ডুবিয়া আছে। এ বৎসরই অস্পৃশ্যতা লোপ হওয়া দরকার। আমার জীবনের ঐকান্তিক সাধনার দুটি বিষয় হইল অস্পৃশ্যদের মুক্তি ও গোরক্ষা। যখন এই দুটি ইচ্ছা পূরণ হইবে, তখন স্বরাজ আসিবে। ইহাতেই আমার মোক্ষ আসিবে। মুক্ত হইবার শক্তি তোমাদিগকে যেন ভগবান দেন!

১২

# অস্পৃশ্যতা লোপ

ইয়ংইণ্ডিয়া—এপ্রিল ২৭, ১৯২১

অস্পৃশ্যদের প্রতি অন্যান্য হিন্দুর সহানুভূতি ও সমাদর প্রদর্শন গুজরাত ভ্রমণের সময় আমাকে সব চেয়ে বেশী আনন্দ দিয়াছে। বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া প্রত্যেক স্থানে শ্রোতারা এ বিষয়ে আমার মন্তব্য শুনিয়াছিল। কালোলে অস্পৃশ্যদের এক সভায় আমার বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। আমি মহাজনদিগকে বলিয়াছিলাম সকলের জন্য যে সভামণ্ডপ তৈরী হইয়াছে অস্পৃশ্যদিগকে যেন সেখানে সভা করিতে দেওয়া হয়। সামান্য দ্বিধার পর তাঁহারা ইহাতে রাজী হন। অস্পৃশ্যদের বাসস্থান হইতে তাহাদিগকে আনিবার জন্য আমাকে যাইতে হইয়াছিল। সভামণ্ডপ তাহাদের বাড়ী হইতে এতদূরে ছিল যে সেখানে আসা তাহাদের পক্ষে মুস্কিল হইত। সে জন্য তাহাদের বাড়ীর কাছে হাসপাতালের নিকট আমি বক্তৃতা দিলাম। কিন্তু আমি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম যে, যে সব গোঁড়া হিন্দু আমার সহিত সেখানে গিয়াছিলেন, তাহারা পারিয়া পাড়ার যত স্ত্রী পুরুষ আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া মেলা-মেশা করিতেছিলেন। নওশরির নিকট শিশোদ্রা নামক এক বড় গ্রামে একদিন সভা হইতেছিল। কতকগুলি 'ঢেড়' দূরে দাঁড়াইয়া আমার বক্তৃতা শুনিতেছিল। গ্রামের গণ্য-মান্য লোকদের জন্য খানিকটা যায়গা নির্দ্দিষ্ট ছিল। 'ঢেড়'দিগকে লোকে ঐ যায়গায় বসাইয়া দিল। তখন আমার আনন্দ চরমে পৌঁছিয়াছিল। যখন তাহাদিগকে ওখানে আনা হয় তখন কোন স্ত্রী পুরুষ

একটু বিচলিত হয় নাই অথবা প্রতিবাদ করে নাই। গ্রামের প্রায় সকলেই সভায় উপস্থিত ছিল। আশপাশের গ্রামের লোকও সভায় যোগ দিয়াছিল। এত বড় একটা সভার মাঝখানে শত শত অস্পৃশ্য নর-নারীকে যে লোকে স্বেচ্ছায় বসাইয়াছিল, তাহা দেখিয়া নিশ্চিত ধারণা হয় এ আন্দোলন নিছক ধর্ম্মমূলক। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল যখন বলিলেন, "যাহারা অস্পৃশ্যতা লোপের পক্ষে তাহারা হাত উঠান" তখন অনেকেই হাত তুলিয়াছিলেন। ইহাতে আমার ধারণা আরও দৃঢ় হইয়াছিল।

ঠিক সমানসংখ্যক লোকের সম্মুখে বারডোলিতে ইহা আবার পরখ করা হয়। ফল একই রকম সন্তোষজনক হইয়াছিল। অস্পৃশ্যতা দূর হইয়া স্বরাজ-লাভ যে সহজ ও নিরাপদ হইয়া আসিতেছে তাহা সুনিশ্চয়।

১৩

# পঞ্চম

ইয়ংইণ্ডিয়া—২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২১

অস্পৃশ্যদের প্রতি মান্দ্রাজ প্রদেশে যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়, আর কোথায়ও এরূপ হয় না। তার ছায়াও ব্রাহ্মণকে অপবিত্র করে। ব্রাহ্মণের রাস্তা দিয়া সে হাটিতে পারে না। অ-ব্রাহ্মণরাও তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করে না। ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণের চাপে পিষ্ট

হইয়া পঞ্চম বা অস্পৃশ্যরা ধ্বংস হইতেছে। কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশ বিশাল মন্দির ও ধর্ম্মানুরাগের জন্য বিখ্যাত। বড় বড় তিলক, দীর্ঘ শিখা ও খালি গা দেখিলে লোকদিগকে ঋষি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বোধ হয় এই সব বাহ্যিক অনুষ্ঠান বজায় রাখিতেই তাহাদের ধর্ম্ম নিঃশেষ হয়। শঙ্কর ও রামানুজ যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেখানকার লোকে যে কেন সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী লোকের উপর অত্যাচার করে তাহা বোঝা শক্ত। যদিও দাক্ষিণাত্যের লোকে আপনার জনের উপর এই শয়তানী ব্যবহার করে, তথাপি তাহাদের উপর আমি যথেষ্ট বিশ্বাস রাখি। তাহাদের বড় বড় সভায় আমি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছি, এই পাপ আমাদের মধ্য হইতে দূর না হইলে কোন প্রকার স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি আমাদের দেশের এক পঞ্চমাংশ লোকের সহিত আমরা এইরূপ কুষ্ঠরোগীর ন্যায় ব্যবহার করিতেছি বলিয়া আমরা জগতের সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবহার পাইতেছি। অন্তর পরিবর্ত্তন করার জন্যই অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কেবলমাত্র ইংরেজের অন্তর পরিবর্ত্তিত হইলে চলিবে না, আমাদিগকেও ইহা করিতে হইবে। বাস্তবিক আমি আশা করি এই পরিবর্ত্তন প্রথমে আমাদের মধ্যে আসিবে—পরে ইহা ইংরেজের মধ্যে দেখা দিবে। যে জাতি যুগসঞ্চিত পাপ এক বৎসরের মধ্যে দূর করিতে পারে, যে জাতি পোষাক পরিবর্ত্তনের ন্যায় সহজে পান-দোষ ত্যাগ করিতে পারে, যে জাতি আদি শিল্পের আশ্রয় লইয়া অবসর সময় সূতা কাটিয়া এক বৎসরের মধ্যে ৬০ কোটি টাকার কাপড় তৈরী করিতে পারে, সে জাতির ধাঁচ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যাইবে। সে জাতি নূতনভাবে গড়িয়া উঠিবে। এই পরিবর্ত্তনের প্রভাব জগতের

সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। ইহা দেখিলে বিদ্রুপকারীকেও ভগবানের অস্তিত্ব ও করুণায় বিশ্বাসী হইতে হইবে। সে জন্য আমি বলিয়া থাকি যদি এইভাবে ভারতের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তবে জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা ভারতের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অধিকারকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে। ভারত-আকাশের মেঘ ঘনীভূত হইতে থাকিলেও, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে, যে মুহূর্ত্তে ভারত অস্পৃশ্যদের প্রতি ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইবে, এবং বিদেশী-বস্ত্র বর্জ্জন করিবে সেই মুহূর্ত্তেই, যে সব ইংরেজ-কর্ম্মচারীকে অত্যন্ত কঠোর মনে হয়, তাহারাই ভারতবাসীকে সাহসী ও স্বাধীন জাতি বলিয়া পূজা করিবে। আমি বিশ্বাস করি হিন্দুরা ইচ্ছা করিলে তথাকথিত পঞ্চমদিগকে মতাধিকার ( ভোট ) ও নিজেরা যে অধিকার চাহিতেছে সেই অধিকার দিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে ভারতবাসী প্রয়োজনীয় খাদ্যের ন্যায় প্রয়োজনীয় বস্ত্রও তৈরী করিতে পারে। এজন্য আমার এ বিশ্বাসও আছে যে এই বৎসরেই স্বরাজ লাভ হইতে পারে। এই পরিবর্ত্তন ভাবিয়া চিন্তিয়া পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত পথে আনা সম্ভব হইবে না। কিন্তু ভগবানের করুণা থাকিলে ইহা হইতে পারে। কে বলিতে পারে যে ভগবান আমাদের প্রত্যেকের মনকে আশ্চর্য্য রকমে বদলাইয়া দিতেছেন না? যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্ম্মী যেন অস্পৃশ্য ভাইদিগকে সাহায্য করেন, এবং অহিন্দু-হিন্দুদিগকে বুঝান যে বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা শঙ্কর ও রামানুজের হিন্দুধর্ম্ম, যতই পতিত হউক না কেন কোন লোককে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে না। প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্ম্মী গোঁড়াদের সহিত আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইবেন, যে এই অন্যায় বাধা অত্যন্ত অহিংসাবিরোধী।

---

১৪

# দাম্ভিকতা ও কুসংস্কার

ইয়ংইণ্ডিয়া—১৭ই নবেম্বর, ১৯২১

তাঞ্জোর জিলা হইতে এক ব্যক্তি লিখিতেছেন, ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি ও তাঁহার ভাই, অলস-জীবন যাপন না করিয়া, স্বহস্তে লাঙ্গল চালাইয়া কৃষিকাজ আরম্ভ করেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া গ্রামের লোকে তাহাদিগকে 'একঘরে' করে। তাঁহারা এ জন্য সংকল্পচ্যুত হন নাই। কুম্ভকোনমের শঙ্করাচার্য্য ঐ অঞ্চলে যখন যান, ঐ দুই ভাই তখন অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হন; কিন্তু জীবিকা-উপার্জ্জনের জন্য শারীরিক পরিশ্রম করিয়া পাপের কাজ করিয়াছেন এই অজুহাতে তাহাদের অর্ঘ্য লওয়া হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের ব্যবহারে তাঁহারা হতাশ বা হতবুদ্ধি হন নাই। এই সৎসাহসের জন্য আমি দুই ভাইকে ধন্যবাদ দিতেছি। অত্যাচারী সমাজ কর্তৃক 'একঘরে' হইলেই পুণ্য সঞ্চয় হয়। এরূপ সামাজিক শাস্তি পাইবার জন্য সকলের আনন্দের সহিত প্রস্তুত থাকা উচিত। ব্রাহ্মণ স্বহস্তে হল চালনা করিবে না বলিলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে বিদ্রূপ ও ভগবদ্গীতার কদর্থ করা হয়। কোন বর্ণের লোকের যে-বিশেষ গুণ থাকা চাই, তাহা যে অন্য কাহারও থাকিবে না তাহা নহে। সাহস কি কেবল ক্ষত্রিয়ের এবং সংযম কি কেবল ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও শূদ্র কি গোরক্ষা করিবে না? গোরক্ষা করার জন্য মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত না থাকিলে কি কাহাকেও হিন্দু বলা যায়? অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় মান্দ্রাজ হইতে আমার নিকট লেখা এক চিঠিতে আছে, গোরক্ষা করা বৈশ্য

ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মূর্খতা যখন সদর্পে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তখন সমস্ত বিপদ ঘাড়ে করিয়া সংস্কারককে পথ চলিতে হইবে। তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে তাঁহার পথ যে সত্য, কালে লোকে তাহা বুঝিবে। যদি দৃঢ়তা ও প্রেমের সহিত চলা যায়, তবে শেষে সব বাধা চলিয়া যাইবে। সংস্কারক যেন অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ না হইয়া ক্রমাগত কাজ করিতে থাকেন।

১৫

# অস্পৃশ্যতা

ইয়ংইণ্ডিয়া—২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২২

'অন্ধ্রদেশে জাগরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে মহাত্মা খাজনা দেওয়া বন্ধ সম্বন্ধে লিখিতেছেন :—

যাহাদের আত্মশুদ্ধি হইয়াছে, যাহারা বিদেশী বস্ত্র ছাড়িয়া খদ্দর ব্যবহার করিতেছে, এবং যে সব হিন্দু অস্পৃশ্যতা-কলঙ্ক হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়াছে ও অস্পৃশ্যদিগকে আপন ভাইএর ন্যায় সব সুবিধা ভোগ করিতে দিতে রাজী কেবলমাত্র তাহারাই এ কাজের উপযুক্ত। অস্পৃশ্যদিগকে বিদ্বেষের সহিত স্পর্শ করিলে চলিবে না, তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দিতে ও সেবা করিতে হইবে। আমরা যেমন বলি, আমাদের উপর নানাপ্রকার অন্যায়

অত্যাচার করার জন্য গভর্ণমেণ্টের অনুতপ্ত হওয়া উচিত, ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের এই স্পর্শ যেন আমাদের খাঁটী অনুতাপের চিহ্ন-স্বরূপ হয়। যে কাজ করিতেই হইবে তাহা দায়সারা গোছে করিলে ভগবানের পছন্দ হইবে না। এ জন্য অন্তরের পূর্ণ পরিবর্ত্তন চাই। আমাদের স্কুলে তাহারা পড়িবে, সাধারণের ব্যবহার্য্য স্থান তাহারাও ব্যবহার করিতে পারিবে। ভাইএর অসুখের সময় আমরা যেভাবে সেবা করি, তাহাদের অসুখের সময় সেইরূপ সেবা করিব। আমরা তাহাদের মুরুব্বি হইতে যাইব না; ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কূট ও বিকৃত অর্থ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিব না। যে সব শ্লোকের মূল খুজিয়া পাওয়া যায় না যে-গুলি প্রক্ষিপ্ত ঠেকে ও যে-গুলি মানুষের অধিকারের বিরুদ্ধে খাটান চলে, সেই সব শ্লোক আমরা যেন শাস্ত্র হইতে বাদ দিতে পারি। যে প্রথা যুক্তি ন্যায় ও বিবেকবিরুদ্ধ আমরা যেন সে প্রথাকে আনন্দের সহিত দূর করিতে পারি। কৃপণ যেমন অসদুপায়ে অর্জ্জিত ধন দায়ে না ঠেকিলে খরচ করে না, আমরাও তেমনি খারাপ সামাজিক প্রথার প্রতি অজ্ঞানের মত আসক্ত হইব না এবং বাধ্য হইয়া ত্যাগ করা পর্য্যন্ত উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব না।

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। কেহ কেহ আমাকে লিখিয়াছেন আমি যেন কংগ্রেস কর্ত্তৃক অস্পৃশ্যতা সম্পর্কীয় কোন প্রস্তাব গ্রহণে সম্মতি না দেই। তাহারা বলেন অন্ধ্রদেশ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নহে। আমি নেতাদিগকে খুব হুসিয়ার হইতে বলি। সত্যপথ হইতে একচুল বাহিরে গেলে আমাদের যে ক্ষতি হইবে, তাহা পূরণ করা অসম্ভব। ভগবান চান সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধত্যাগ। এসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দু ধর্ম্মেরও

পরীক্ষার সময় আসিয়াছে। উপনিষদের ধর্ম্ম গুণ ভিন্ন অন্য কিছুর মূল্য স্বীকার করে না, এবং যুক্তিসঙ্গত না ঠেকিলে ও অন্তর সাড়া না দিলে কোন কিছুকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে না। যদি এই অস্পৃশ্যতা দূর করিতে না পারি, তবে বৃথাই আমরা উপনিষদের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া চলি।

১৬

# অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন

ইয়ং ইণ্ডিয়া—৯ই মার্চ্চ, ১৯২২

'শান্তভাবে আইন অমান্যের' কথা আলোচনা করিতে গিয়া গুণ্টুর জিলা-রাষ্ট্রীয়-সমিতি কোন এক অঞ্চল সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

'গ্রামে যে সূতা তৈরী হয়, তাহা দিয়া গ্রামের পঞ্চমগণ কাপড় তৈরী করে। এমন কি গোঁড়া ব্রাহ্মণগণও পঞ্চমভাইদের দ্বারা কাপড় বুনাইয়া লইতেছেন। * *'

সমিতি অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, 'এত অল্প সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলের কতকগুলি গ্রামে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলন এরূপ অসাধারণ-ভাবে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

দেশের লোকের মনে এই উপায়ে বিপ্লব আনা মানুষের পক্ষে যে সম্ভব তা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। আমরা দেখিয়াছি

তথা-কথিত অস্পৃশ্যদিগকে লইয়া পঞ্চায়েত গঠন করা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ পঞ্চমদিগের হাত ধরিয়া নিজেদের মধ্যে বসাইয়াছেন। স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণেতর লোকের বাড়ীতে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যান্য জাতির লোকে, যে সব কাজ দ্বারা সমাজ-সেবা করিয়া থাকে, তাহারাও সেই সব কাজ করিয়াছে। একজন ধনী ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, তিনি ও আশপাশের গ্রামের কয়েকজন বন্ধু পঞ্চমদের উন্নতির জন্য তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি দান করিবেন। তাহাদের শেষ কথা এই, 'কতকগুলি গ্রাম হইতে অস্পৃশ্যতা লোপ হইয়াছে এবং কয়েকখানা গ্রাম হইতে শীঘ্র দূর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ কাজ সব যায়গায় সমান ও আশানুরূপ হয় নাই।'

অস্পৃশ্যতা দূর, খদ্দর প্রস্তুত, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন স্থাপন এবং লোকের মনকে অহিংসার পক্ষপাতী করা কাজগুলি সাময়িক উদ্দেশ্য সাধন করিবে না; এই চারিটি স্তম্ভের উপর স্বরাজ-সৌধ গড়িতে হইবে। ইহার একটি সরাইলে সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এই সব কাজে আমরা যত অগ্রসর হইব, আমরা স্বরাজের তত নিকটবর্ত্তী হইব এবং এইরূপে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আইন অমান্য করিবার শক্তিও আমাদের বাড়িবে। শান্তভাবে আইন অমান্য করার ভিতরও উত্তেজনার স্থান নাই। ডানিয়েল * যখন 'মিডিস'ও পারশ্যবাসীর আইন অমান্য

* রাজা দরায়ুসের সময় এই হুকুম জারি হয় যে ব্যক্তি একমাসের মধ্যে দরায়ুস ভিন্ন অন্য কোন লোক অথবা ভগবানের নিকট কোন প্রার্থনা করে তাহাকে সিংহের বিবরে নিক্ষেপ করা হইবে। ডানিয়েল এই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

করিয়া ভগবানের উপাসনা করিয়াছিলেন, জন বানিয়ান * যখন প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, লাটিমার † যখন আগুনের ভিতর হাত দিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ যখন জ্বলন্ত লৌহস্তম্ভ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তখন এইসব শাস্ত্র-আইন অমান্যকারীর কেহই উত্তেজনার বশে কিছু করেন নাই; বরং তাহারা ধীরস্থির ভাবে এই কাজ করিয়াছিলেন।

১৭

# ওয়াইকম সত্যাগ্রহী

ইয়ং ইণ্ডিয়া—১লা মে, ১৯২৪

ওয়াইকম সত্যাগ্রহের প্রতি জন-সাধারণের চিত্ত এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং অল্প একটু স্থানে আবদ্ধ থাকিলেও ইহার ভিতর এত সমস্যা নিহিত আছে যে, ইহা লইয়া মধ্যে মধ্যে আলোচনা করায় আমি কোন দোষ দেখি না।

আমি অনেক দরকারী ও সুচিন্তিত চিঠি পাইয়াছি। লেখকগণ আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন আমি যেন কোন প্রকারে ইহার সাহায্য

---

* বানিয়ান—ইনি ইংলণ্ডের লোক। প্রচলিত রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গিয়া ইহার জেল হয়।

† লাটিমার ইনিও ইংলণ্ডের লোক। ইনিও প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ছিলেন। ইহাকে আগুণে পোড়াইয়া মারা হয়।

না করি। একজন লিখিয়াছেন, আমি যেন সমস্ত শক্তি-নিয়োগ করিয়া এই আন্দোলন বন্ধ করিয়া দি। চিঠিগুলি প্রকাশ করিতে না পারিয়া আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি সব কথার উত্তর দিব।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর সহজে খোলাসাভাবে দিতেছি। খৃষ্টান জর্জ্জ-জোসেফ্ আন্দোলনের নেতা ও ব্যবস্থাপকের পদ লইয়াছেন বলিয়া অনেকে আপত্তি করিতেছেন। যখনই শুনিয়াছিলাম শ্রীযুক্ত জোসেফকে নেতৃত্বগ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে এবং তিনি ইহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তথনই ৬ই এপ্রিল তারিখে আমি তাঁর নিকট লিখি :—

"ওয়াইকমের কাজ হিন্দুদিগকে করিতে দিন। হিন্দুদিগকেই পবিত্র হইতে হইবে। আপনি সহানুভূতি ও লেখনীর সাহায্যে সাহায্য করিতে পারেন; কিন্তু আন্দোলন চালানর ব্যবস্থা করিয়া সাহায্য করিতে পারেন না; সত্যাগ্রহ করিয়া তো নহেই। নাগপুরের কংগ্রেস প্রস্তাবে দেখিবেন হিন্দুদিগকে অস্পৃশ্যতা পাপ হইতে মুক্ত হইতে বলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এণ্ডরুজের নিকট শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি যে এই ব্যাধি সীরিয়ান খৃষ্টানদের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ চিঠি পৌছিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মেনন গ্রেপ্তার হন' এবং জর্জ্জজোসেফ তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য প্রত্যেক হিন্দুকে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাঁহাকে সেরূপ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। হিন্দু মালবীয়-জীর ত্যাগ দেখিলে হিন্দু-জনসাধারণ যে শিক্ষা লাভ করিবে জোসেফের ত্যাগে তাহা হইবে না। অস্পৃশ্যতা পাপের জন্য হিন্দুরা দায়ী; এজন্য হিন্দুরাই দুঃখভোগ করিবে ও আপনাদিগকে পবিত্র করিবে—নির্যাতিত ভাই-ভগিনীর নিকট তাহাদের যে ঋণ আছে, তাহা তাহারাই শোধ করিবে। পাপ যখন হিন্দুদের, তখন এই কলঙ্ক দূর করিতে পারিলে

তাহারাই কৃতার্থ হইবে। কোন খাঁটী হিন্দু প্রেমের সহিত ইহা করিলে, লক্ষ লক্ষ হিন্দুর অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইবে; কিন্তু হাজার হাজার অহিন্দু অস্পৃশ্যদের জন্য দুঃখভোগ করিলে হিন্দুর মন পরিবর্ত্তিত হইবে না। যতই সদিচ্ছা ও উদারভাব প্রণোদিত হইয়া বাহিরের লোকে সাহায্য করুক না কেন, ইহাতে তাহাদের অন্ধচোখ খুলিবে না; কারণ এইরূপে নিজেদের অপরাধের কথা তাহারা বুঝিবে না। অপর পক্ষে, বাহিরের লোকের হস্তক্ষেপে তাহারা হয়তঃ এই পাপকে আদরের সহিত আঁকড়াইয়া ধরিবে। স্থায়ী ও খাঁটী হইতে হইলে, সব রকম সংস্কারের মূলে অন্তরের প্রেরণা থাকা চাই।

ওয়াইকম সত্যাগ্রহীরা কেন বাহিরের হিন্দুর সাহায্য লইতে পারিবে না? অহিন্দুর আর্থিক সাহায্য অহিন্দুর শারীরিক সাহায্যের ন্যায় অনাবশ্যক। অহিন্দুর টাকা লইয়া আমি হিন্দু-মন্দির গড়িতে পারি না। উপাসনা স্থান যদি আমি চাই, তবে এ জন্য আমাকে পয়সা খরচ করিতে হইবে। ইট সুরকি দিয়া মন্দির প্রস্তুত করা অপেক্ষা, এই অস্পৃশ্যতা দূর করা বড় কাজ। এজন্য হিন্দুকে রক্ত দিতে হইবে, টাকা ব্যয় করিতে হইবে। এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য তাহাকে স্ত্রীপুত্র কন্যা এবং সমস্ত পার্থিব জিনিষ ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যদি বাহিরের হিন্দুদের নিকট হইতে সাহায্য লইতে হয়, তবে বোঝা যাইবে স্থানীয় হিন্দুরা সংস্কারের জন্য প্রস্তুত নহে। সত্যাগ্রহীদের প্রতি স্থানীয় হিন্দুদের সহানুভূতি থাকিলে, তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ তাহারা ঐ খানেই পাইবেন। এই সহানুভূতি না থাকিলে, যে অল্প কয়েকজনে সত্যাগ্রহ করিবেন, তাহাদিগকে না খাইয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যদি তাহারা এইরূপ প্রস্তুত না থাকেন, তবে স্পষ্ট বোঝা যাইবে, যাহাদের মত তাহারা পরিবর্ত্তন করিতে চান,

তাহাদের ভিতর তাহারা সহানুভূতি জাগ্রত করিতে পারিবেন না। হৃদয় পরিবর্ত্তনই সত্যাগ্রহ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সত্যাগ্রহীরা জোর করিয়া হিন্দুদের মত বদলাইতে চান না; তাহারা তাহাদের অন্তরে করুণা ও সহানুভূতি সঞ্চার করিতে চান। বাহিরের আর্থিক সাহায্য সত্যাগ্রহরূপ প্রেমের শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিবে। এই হিসাবে শিখদের অন্ন-সত্র ওয়াইকমের হিন্দুদের ত্রাসের কারণ।

যে সব গোঁড়া হিন্দু এখনও মনে করে, ভগবানের উপাসনা করা ও সমধর্ম্মী কতকগুলি লোককে স্পর্শ করা পরস্পর বিরুদ্ধ এবং যাহারা স্নান ও শারীরিক পবিত্রতা রক্ষা করাকেই ধর্ম্মজীবন যাপন করা বলে, তাহারা যে ওয়াইকম আন্দোলনের প্রসার দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহারা ভাবিতেছে তাহাদের ধর্ম্ম এখন বিপন্ন। সত্যাগ্রহীরা যে জোর করিয়া কোন সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে চান না, এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠাবান ও গোঁড়া হিন্দুদিগকে নিশ্চিন্ত করা উচিত। ওয়াইকম সত্যাগ্রহীদিগকে বিনয় দ্বারা জয়লাভ করিতে হইবে। গোঁড়াদের হাতে অপমান এবং আরও বেশী কিছু জুটিলেও, তাহাদিগকে ভালবাসিতে হইবে—তবে তাহাদের করুণার উদ্রেক হইবে।

কিন্তু এক তার পাইলাম, "কর্ত্তৃপক্ষ রাস্তায় বেড়া দিতেছেন। আমরা কি বেড়া ভাঙ্গিতে অথবা ডিঙ্গাইতে পারি না? আমরা কি না খাইয়া থাকিব? দেখিয়াছি অনশনে বেশ কাজ হয়।"

আমরা সত্যাগ্রহী, বেড়া ভাঙ্গা অথবা ডিঙ্গানর কথা আমাদের না ভাবা উচিত। অবশ্য ইহা করিলে জেল হইবে। কিন্তু বেড়াভাঙ্গা-রূপ কাজটা শান্তভাবে আইন অমান্য করার অন্তর্ভুক্ত নহে। এ কাজ অশান্তিপূর্ণ ও অন্যায়।

আমি নিশ্চয় জানি, রাস্তার ব্যবহারই সত্যাগ্রহীদের চরম উদ্দেশ্য

নহে। "অ-ব্রাহ্মণগণ যে রাস্তা, বিদ্যালয়, কূপ ও মন্দির ব্যবহার করিতে পারেন নিপীড়িত জাতিদিগকে সে গুলি ব্যবহার করিতে দেওয়া যে এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই আন্দোলন জাতিভেদের বিষময় ফল দূর করিয়া ইহাকে শুদ্ধ করিয়া তুলিবে। আমি বর্ণাশ্রমে বিশ্বাস করি; অবশ্য বর্ণাশ্রমের অর্থ আমি নিজের মতেই করি। সে যাহা হউক অসবর্ণ-বিবাহ ও পংক্তিভোজন এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা এই দুটিকে অস্পৃশ্যতার সামিল করিতেছেন তাহারা আন্দোলনের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিপীড়িতদের ক্ষতি করিতেছেন।

১৮

## অস্পৃশ্য সম্মিলন

হিন্দী-নবজীবন—১১ই মে, ১৯২৪

গোধ্রা পরিষদের পর আমি গুজরাতে অন্ত্যজ পরিষদে যোগ দিয়াছিলাম। এ সাল উহার মূল্য অধিক ছিল। ইহার এক কারণ মামাসাহেব ফড়্‌কে ইহার সভাপতি ছিলেন, দ্বিতীয় কারণ জেল হইতে বাহির হইয়া আমি উহাতে যোগদান করিয়াছিলাম। আমি বার্‌ডোলি ও গুজরাতের লোককে শীঘ্র অস্পৃশ্যতা দূর করিতে বলিয়াছিলাম। এখনও ইহা দূর হয় নাই। এজন্য দৈব ছাড়া কার দোষ দিব? হিন্দু-জাতির রগে রগে অস্পৃশ্যতা পাপ প্রবেশ করিয়াছে। এজন্য পাপকে

তারা পুণ্যজ্ঞান করে। যাহাকে সমস্ত জগৎ পাপ মনে করে, যার জন্য হিন্দু পৃথিবীর সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত, তাহা আমাদের নিকট পাপ ঠেকে না। পেটলাদের (গুজরাত) নিকট এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে একজন লিখিয়াছেন—

"১লা মে এক অন্ত্যজকে প্রহার করা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি পেটলাদ ষ্টেশনে এক রেলগাড়ীতে বসিয়াছিল। ঐ গাড়ীতে কয়েকজন বানিয়া ছিল। গাড়ীর ভিতর ঢেড়কে বসা দেখিয়া, একজন উঠিয়া গিয়া তাহাকে এক চড় মারে। বেচারা প্রাণের ভয়ে পালায়। তখন সকলে তাহার পিছনে ছোটে, এবং তাহাকে ধরিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে থাকে। অন্ত্যজোদ্ধার যদি কংগ্রেসের কাজের অন্তর্গত না হইত, জানিনা তবে তার দশা কি হইত। তিন চারজন হিন্দু ও তিন চার জন মুসলমান মধ্যে পড়িয়া বেচারীকে ছাড়াইতে গেল। তাহাদের চেষ্টায় হতভাগ্য রক্ষা পাইল। অবস্থা দেখিয়া আমার চোখে ছল ছল করিয়া জল আসিল। আপনি যদি তখন উপস্থিত থাকিতেন, আপনার যে কত কষ্ট হইত তা বলিতে পারি না।"

এইরূপ দুর্ঘটনা আজও ঘটিতেছে—তাহাও পেটলাদ ষ্টেশনে! ইহা আর কোথায়ও যে ঘটিতেছে না তাহা নহে—দেশের সর্ব্বত্র ইহা ঘটিতেছে। এই শোচনায় অবস্থা দূর করার জন্য মহাসভার প্রত্যেক সভ্যের অন্ত্যজ-রক্ষক হওয়া চাই। যখন রেলগাড়ীতে কোন অন্ত্যজ উঠিবে, তখন তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। অন্ত্যজদিগকে কেহ প্রহার করিলে নিজের ঘাড় পাতিয়া দিতে হইবে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহাতেও রোগের মূল নষ্ট হইবে না। মূল নষ্ট করিতে হইলে অস্পৃশ্যতা দূর করার কাজ ব্যাপকভাবে করিতে হইবে। মহা-সভার সভ্যেরা যখন খাঁটী হইবেন, তখন এই কাজ প্রসারলাভ করিবে।

এখনও সভ্যদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা-ব্যাধি আছে। তাহাদের অনেকে এখনও অন্ত্যজদিগকে পাঠশালায় স্থান দেন না। তাহাদের বিশ্বাস অল্প। অন্ত্যজ পরিষদ আশা করে এই সব লোক যেন মহাসভার সংশ্রব ত্যাগ করেন।

# অস্পৃশ্যতা ও স্বরাজ

হিন্দী নবজীবন—২২শে জুন, ১৯২৪

কোন ব্যক্তি মহাত্মার নিকট এক চিঠি দেন। উত্তরে মহাত্মা লিখিতেছেন

শব্দ লইয়া আমার ঝগড়া নাই। যে প্রথার জন্য হিন্দুজাতির এক বিরাট অংশ পশু অপেক্ষা অধম হইয়াছে, সে প্রথার প্রতি আমি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করি। বেচারা অন্ত্যজকে ( অস্পৃশ্য শব্দ ব্যবহার করিলাম না ) যদি নিজের পথে চলিতে দেওয়া যাইত, তবে এই সমস্যা অনেকখানি মীমাংসা হইত। কিন্তু দুঃখের কথা তার না আছে বিচার-শক্তি না আছে কোন পথ। মালিকের মর্জ্জি ছাড়া পশুর কি কোন বিচার-শক্তি অথবা স্বাধীন ভাবে চলার পথ থাকিতে পারে? অন্ত্যজের কি এমন কোন স্থান আছে, যাহাকে সে নিজের বলিতে পারে? পঞ্চমদের কি এমন যায়গা আছে যাহা

তাহারা আপনার ভাবিতে পারে? যে সড়ক সে সাফ করে, যার জন্য আপনার রক্তকে জল করিয়া সে কর দেয়, সেই সড়ক দিয়া সে চলিতে পারে না। সে অন্যের মতন করিয়া কাপড় পর্য্যন্ত পরিতে পারে না। পত্র লেখক সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন। পঞ্চম ভাইদের জন্য কিছু করিতে হইলে, ধীরে ধীরে করিতে হইবে, একথা বলা অন্যায়। একে তো আমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিয়াছি; তার উপর তাহাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ করার ধৃষ্টতাও কি আমাদের থাকিবে?

আমার নিকট স্বরাজের অর্থ দেশের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লোকের স্বাধীনতা। যখন আমরা সকলে এক সঙ্গে দুঃখভোগ করিতেছি, তখন অস্পৃশ্যদের অবস্থা ভাল করিবার চেষ্টা না করিলে, স্বরাজের নেশায় যখন মত্ত থাকিব, তখন তাহাদের কথা কে শুনিবে? স্বরাজ লাভের জন্য হিন্দু-মুসলমানের মিলন যেমন দরকার, অস্পৃশ্যতা দূর করাও তেমনি দরকার। সামান্য আত্মসম্মান-জ্ঞান যদি আমাদের থাকিত, তবে স্বরাজের কথা বলিবার পূর্ব্বে আমরা পঞ্চমদিগকে আপনার করিয়া লইতাম। ভারতের ঘাড় হইতে ইংরেজের সম্মোহন মন্ত্র সরিলেই আমি আনন্দিত হইব না। আমি সব রকম কুহক দূর করিতে চাই। ভূতকে সরাইয়া, পিশাচকে আমি গদীতে বসাইতে চাই না। এজন্য স্বরাজ-আন্দোলনকে আমি আত্মশুদ্ধির আন্দোলন বলি।

---

২০

# বর্ণাশ্রম না বর্ণসঙ্কর ?

ইয়ংইণ্ডিয়া—১৭ই জুলাই, ১৯২৪

জনৈক মহিলাবন্ধু কথাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "আপনি ভিনোবা ও বাল্কোভাকে আধ্যাত্মিক তন্তুবায়ে পরিণত করিয়াছেন। তাহারা যদি খাঁটী ব্রাহ্মণরূপে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ করিয়া জাতির সেবা করিতেন, তবে কাপড় বুনিয়া তাহারা দেশের যে কাজ করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী কাজ করিতে পারিতেন।"

আমি চাই না যে ব্রাহ্মণ লোকশিক্ষার কাজ ছাড়িয়া দিক। আমি তাহাদিগকে ইঙ্গিতে বলিয়াছিলাম, চরকাযজ্ঞ করিলে তাহারা ভাল লোক-শিক্ষক হইবেন। সূতাকাটা, তাঁতবোনা ও ঝাড়ুদারের কাজ করার জন্য ভিনোবা ও বাল্কোবার ব্রাহ্মণত্ব বাড়িয়াছে। তাঁহাদের জ্ঞান পাকা হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রাহ্মণ। ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট নরনারীর দুঃখকষ্ট অনুভব করিয়া সূতা কাটিয়া তাহাদের সামিল হইয়াছেন বলিয়া তাহারা ভগবানের অধিক নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। পুস্তকপাঠে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। ইহা উপলব্ধি করিবার জিনিষ। পুস্তকে বড়জোর সাহায্য করে; অনেক সময় ইহা হয় অন্তরায়। কোন ধার্ম্মিক ব্যাধের নিকট এক শিক্ষিত ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইয়াছিল।

বর্ণাশ্রম জিনিষটি কি ? ইহা চিরস্থায়ী ছাঁচে ঢালা নহে। আমরা জানি আর না জানি ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। ব্রাহ্মণ শুধু শিক্ষক নহেন। শিক্ষা তাঁহার প্রধান কাজ। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ

শারীরিক পরিশ্রম করিতে রাজী নহে, সে নীরেট মূর্খ। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ বনে থাকিতেন, কাঠ কাটিতেন, গোমহিষাদি পালন এমন কি যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতেন। কিন্তু সত্যানুসন্ধানকেই তাহারা জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করিতেন। যে রাজপুত যুদ্ধ ভিন্ন আর কিছু জানিত না তাহাকে কাজের লোক বলা হইত না। যে বৈশ্যের ব্রহ্মজ্ঞান নাই, সে সমাজের শত্রু—সে লোকের জীবনীশক্তি নষ্ট করিতেছে। এরূপ রাক্ষস-প্রকৃতির বৈশ্য বর্ত্তমানকালে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য উভয় দেশে আছে। গীতায় আছে, "যাহারা আপনাকে লইয়া ব্যস্ত তাহারা মূর্ত্ত পাপ।" চরকা প্রত্যেকের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগ্রত করে। ইহা প্রত্যেককে তাহার কর্ত্তব্য আরও ভাল করিয়া করিতে শিক্ষা দেয়। জাহাজ যখন স্থির সমুদ্রে চলিতে থাকে, তখন সুন্দরভাবে শ্রমবিভাগ করিয়া সকলে কাজ করে। কিন্তু প্রবল ঝড়ে ইহা ডুবিবার সম্ভাবনা হইলে, প্রত্যেককে সকলের জীবন-রক্ষার জন্য কাজ করিতে হয়।

আমরা যেন মনে রাখি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতও বণিকরূপী গোক্ষুর সাপের কবলে পড়িয়াছে। এক দোকানদার সৈনিক জাতি ভারত শাসন করিতে চাহে। এই বিষধর সর্পের বন্ধন হইতে দেশকে মুক্ত করিতে হইলে, সমস্ত ব্রহ্মণ্যশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। ভারতের শিক্ষিতগণ জ্ঞান ও সৈন্যগণ শক্তির সাহায্যে ভারতের শিল্পের অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিবেন। সেজন্য পূর্ণভাবে ধর্ম্ম-রক্ষার্থে তাহারা যেন সূতা কাটেন।

যাহারা সৎপথে থাকিয়া জীবিকা-অর্জ্জন করিতে চান, তাহাদিগকে অসঙ্কোচে আমি কাপড় বুনিতে বলি। যে সব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অর্থোপার্জ্জনের জন্য পাগল হইয়া পৈত্রিক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদিগকে তাঁতির এই সৎ ও ( তাহাদের পক্ষে ) স্বার্থশূন্য পেশা

অবলম্বন করিতে এবং আপন আপন ধর্ম্মানুসারে চলিবার উদ্দেশ্যে এ কাজে যে সামান্য আয় হয় তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পরামর্শ দি। যতদিন পর্য্যন্ত বিশৃঙ্খলা, স্বার্থান্ধ লোভ, এবং ইহার ফলে দেশে দারিদ্র্য থাকিবে, ততদিন পর্যান্ত পানাহার নিদ্রার ন্যায় ভারতের সকল জাতির ও সকল ধর্ম্মের লোকের সূতাকাটা দরকার। আমি বর্ণসঙ্কর চাই না, আমি চাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আরও শুদ্ধ হয়।

২১

# পথের বাধা

ইয়ংইণ্ডিয়া—২১শে আগষ্ট, ১৯২৪

দক্ষিণ ভারতের কোনো কর্ম্মী পঞ্চমদের সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"* * * কেবলমাত্র দক্ষিণভারতে অস্পৃশ্যতা সমস্যা অত্যন্ত জটিল। আমাদের সব শক্তি নিয়োগ করিলেও, এই কাজ করিতে অনেক বৎসর লাগিবে। আমরা ইহাকে কংগ্রেসের গৌণ কাজ রূপে ধরিয়া লইয়াছি। ইহাতে হইবে না।"

অবশ্য ইহাতে চলিবে না। অস্পৃশ্যতা এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। অস্পৃশ্যদের যদি কথা বলিবার শক্তি থাকিত, তবে ধর্ম্মের নামে যে দুর্ব্যবহার তাহাদের সহিত করি, তাহা লইয়া তাহারা এরূপ চিৎকার জুড়িয়া দিত যে, আমরা ঘুমাইতে পারিতাম না।

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আমরা অল্প কাজ করিয়াছি। আমরা যে আরাম, সময় এবং অর্থ ইহার জন্য ব্যয় করিয়াছি, কাজের গুরুত্বের তুলনায় তাহা নগণ্য। এজন্য হিন্দুদিগকে স্রোতের ন্যায় রক্ত দান করিতে হইবে। সংস্কারক আমরা স্বীকার করিব যে অতি অল্প লোক সংস্কারের পক্ষে আছে। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি যে, কংগ্রেস ইহার পক্ষে দাঁড়ানর ফলে এই আন্দোলন প্রবল শক্তিলাভ করিয়াছে। আমরা এখনও ইহা লইয়া গভীরভাবে আলোচনা করি নাই। আমরা হুজুগ চাহিয়াছিলাম। অস্পৃশ্যতা দূর করার কাজে হুজুগ নাই। ইহার জন্য নীরব আপন-ভোলা কাজ চাই। প্রেম ও ধৈর্য্যের সহিত আমাদিগকে কুসংস্কারের প্রাচীর ভাঙ্গিতে হইবে। জবরদস্তিতে একাজ হইবে না। যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রাচীন-পন্থীদের উপর রাগ করিব, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা মুস্কিলে পড়িব এবং আমাদের ও পঞ্চমদের কাজ পণ্ড করিয়া বসিব। রক্ষণশীলদের সহিত আমাদিগকে এ বিষয় লইয়া বিচার করিতে হইবে, তাহাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ, অপমান এমন কি পদাঘাত পর্য্যন্ত আমাদিগকে সহ্য করিতে হইবে—-প্রতিশোধের কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে। এ সব করিতে পারিলে, অবস্থা এরূপ দাঁড়াইবে যে, তাহাদের নিকট সত্য আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিবে।

নিজের মনকে চিনিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের যেন নানা মত না থাকে। আমরা যেন মনে রাখি পংক্তিভোজন অথবা অসবর্ণ বিবাহের সহিত অস্পৃশ্যতার কোন সম্বন্ধ নাই। বর্ণাশ্রমকে ভুল করিয়া জাতিভেদ বলা হয়। এ আন্দোলন বর্ণাশ্রমকে লোপ করিতে বলে না। এ আন্দোলন স্পষ্টভাবে অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ও অশাস্ত্রীয় পঞ্চম-জাতি লোপ করিতে বলে। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর সংস্কারক আছেন যাহারা বর্ণাশ্রমকে সম্পূর্ণরূপে লোপ করিতে চান; তাহাদের কাজের দোষগুণ

বিচার করিবার স্থান ইহা নহে। কোন সম্প্রদায়বিশেষের লোককে ছুঁইলে পাপ হয় এবং এজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, মাত্র এই পাপকুসংস্কার দূর করিবার জন্যই এ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। আন্দোলন যতই বিস্তৃতি ও শক্তি লাভ করিবে ততই ইহার সীমা সম্বন্ধে-জ্ঞান থাকা ও হিসাব করিয়া চলা উচিত। যখন আমরা গোঁড়াদের কাজের ত্রুটী দেখাইব, তখন যেন তাহাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলি, আমরা যা বলিতেছি, তার বেশী কিছু করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। তাহাদিগকে আন্দোলনের পূর্ণ উদ্দেশ্য বুঝাইতে হইবে। সপ্তাহে সপ্তাহে আমি যে সব চিঠি পাইতেছি, তাহা হইতে বুঝিয়াছি কর্ম্মীরা সব সময় এই সীমার প্রতি নজর রাখিয়া চলিতেছেন না। ফলে গোঁড়ারা ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাতে সংস্কারকের কাজ অনেক শক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অন্য পক্ষে ধৈর্য্যের সহিত পঞ্চম ভাইদের সহিত কাজ করিতে হইবে। তাহারা সব সময় আমাদের কাজের মূল্য বুঝিবে না; আমাদিগকে অনেক সময় অবিশ্বাস করিবে। আমি জানি অস্পৃশ্য শ্রেণীর মধ্যে এমন মা বাপ আছেন, যাহারা স্পৃশ্যদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য খাইলে অবনতি ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এরূপ শিক্ষা সন্তান-সন্ততিকে দেওয়া খারাপ মনে করে। কেহ কেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকেই দোষের মনে করে। গোঁড়ারা যে আগ্রহের সহিত অস্পৃশ্যতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে, তাহারাও তাহাদের কু-অভ্যাসগুলিকে সেইভাবে আঁকড়াইয়া রাখে।

অস্পৃশ্যরা যে ব্যবহার পায়, তাহা তাহারা পাইবার যোগ্য সাধারণ সংস্কারক একথা না ভাবিলেও কাজের বিশালতা দেখিয়া তিনি হতাশ হইতে পারেন।

হয়ত এখন স্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছি, কেন আমি বলি এই পাপ দূর

করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার করিতে গেলে জলের ন্যায় রক্তদান করা প্রয়োজন হইতে পারে।

২২

# অস্পৃশ্যতা

ইয়ংইণ্ডিয়া—২৬শে ডিসেম্বর, ১৯২৪

( বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ হইতে )

অস্পৃশ্যতা স্বরাজলাভের আর এক অন্তরায়। হিন্দু-মুসলমানের মিলন স্বরাজলাভের জন্য যেরূপ প্রয়োজন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনও তেমনি প্রয়োজন। ইহা হিন্দুদের কথা। নিপীড়িত শ্রেণীর স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করিলে, হিন্দুরা স্বরাজ দাবী করিতে অথবা পাইতে পারেন না। ঐতিহাসিকেরা বলেন, ইংরেজেরা আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, হিন্দুস্থানের আদিম অধিবাসীদের সহিত আর্য্য আক্রমণকারীরা তার চেয়ে খারাপ ব্যবহার না করিলেও অন্ততঃপক্ষে ঠিক একই রকম দুর্ব্ব্যবহার করিতেন। ইহা সত্য হইলে বলিব, আমরা কতকগুলি লোককে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি বলিয়া, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গোলামের জীবন যাপন করিতেছি। এ কলঙ্ক যত শীঘ্র দূর করিতে পারি, হিন্দুদের তত মঙ্গল। কিন্তু ধর্ম্মাচার্য্যগণ বলিবেন, অস্পৃশ্যতা তো ভগবানের বিধান। আমি হিন্দুধর্ম্মের কিছু খোঁজ রাখি। আমি নিশ্চয় জানি

ধর্ম্মাচার্য্যগণ ভুল করিতেছেন। কতকগুলি লোককে ভগবান অস্পৃশ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন একথা বলিলে ভগবানের নিন্দা করা হইবে। যে সব হিন্দু, মহাসভার সদস্য, তাহাদের দেখা উচিত যেন শীঘ্রই ইহা দূর হয়। ওয়াইকম সত্যাগ্রহীরা রাস্তা দেখাইয়াছে। তাহারা শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে তাহাদের কাজ চালাইতেছে। তাহাদের ধৈর্য্য সাহস ও বিশ্বাস আছে। কোন আন্দোলনের পরিচালকদের এই সব গুণ থাকিলে, ইহার শক্তি অপ্রতিহত হয়।

আজকাল নিপীড়িত শ্রেণীর সাহায্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা চলিতেছে। আমি হিন্দু ভাইদিগকে ইহা করিতে নিষেধ করি। অস্পৃশ্যতা দূর করা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ—হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ও নিজেদের মঙ্গলের জন্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ইহা করিবে। অস্পৃশ্যদিগকে শুদ্ধ হইতে হইবে না, তথাকথিত উচ্চ জাতিদিগকে শুদ্ধ হইতে হইবে। এমন কোন পাপ নাই যাহা কেবলমাত্র অস্পৃশ্যরাই করে—ময়লা ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে কেবল তাহারা বাস করে না। অভিমানের জন্য আমরা নিজদিগকে শ্রেষ্ঠ ভাবি এবং আপন-দোষ দেখিতে পাই না ; কিন্তু যাহাদিগকে আমরা দাবাইয়া রাখিয়াছি সেই দলিত-পীড়িত ভাইদের সামান্য ত্রুটীকে পাহাড়ের সমান দেখি। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ( nations ) ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মেরও ন্যায়-দণ্ডে বিচার চলিতেছে। ভগবানের অনুগ্রহ-লাভ কোন জাতিবিশেষের একচেটিয়া হইতে পারে না। যাহারা ভগবানের উপর নির্ভর করে, তাহাদের উপর ইহা সমভাবে বর্ষিত হয়। যে ধর্ম্ম যে জাতি অন্যায় অসত্য ও জুলুমের উপর প্রতিষ্ঠিত সে ধর্ম্ম সে জাতির অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে। ভগবান জ্যোতির্ম্ময়, তমোময় নহেন। তিনি প্রেমময়, বিদ্বেষময় নহেন। তিনি সত্য, অসত্য নহেন। কেবলমাত্র ভগবানই মহান। তাঁর সৃষ্টজীব আমরা তাঁর পায়ের ধূলার সমান।

আমরা যেন নম্র হই এবং ভগবানসৃষ্ট অতি ক্ষুদ্র জীবেরও স্থান পৃথিবীতে আছে ইহা স্বীকার করি। ছেঁড়া-ন্যাকড়া-পরা সুদামকে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সম্মান করিতেন, সেরূপ সম্মান আর কাহাকেও করিতেন না। গোস্বামী তুলসীদাসজীর কথা আছে 'দয়া ধরমকা মূল হ্যায় দেহ মূল অভিমান'। প্রেমই ধর্ম্ম ও ত্যাগের উৎস এবং এই অস্থায়ী-দেহ স্বার্থ ও অধর্ম্মের মূল। স্বরাজ পাই না পাই, হিন্দুদিগকে শুদ্ধ হইতে হইবে; তবে বৈদিক ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হইবে এবং হিন্দুজাতি নবজীবন লাভ করিবে।

১৩

## অস্পৃশ্যতা

হিন্দী-নবজীবন—২২শে জানুয়ারী, ১৯২৫

কংগ্রেস সপ্তাহে বেলগাঁয়ে 'অস্পৃশ্যতা নিবারণ পরিষদে' প্রদত্ত বক্তৃতা—

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। আমি বার বার বলিয়াছি এ জন্মে আমার মোক্ষলাভ না হইলে, পরজন্মে যেন ভাঙ্গীর ঘরে জন্মি। আমি জন্ম এবং কর্ম্মানুযায়ী বর্ণাশ্রমে বিশ্বাস করি। কিন্তু ভাঙ্গীকে আমি কোন অর্থে ছোট মনে করি না। আমি অনেক ভাঙ্গীকে জানি যাহারা সম্মানের যোগ্য। আবার এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছে, যাহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখা বড় শক্ত। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম লইয়া

ব্রাহ্মণ ও ভাঙ্গীর সেবা করা অপেক্ষা, ভাঙ্গীর ঘরে জন্ম লইলে ভাল হইবে, কারণ এরূপে আমি তাহাদের অধিক সেবা করিতে পারিব, এবং তাহাদের কথা অপর জাতির লোকদিগকে বুঝাইতে পারিব।

আমি নানা প্রকারে ভাঙ্গীদের সেবা করিতে চাই। আমি চাইনা তাহারা ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করুক। কাহারও মধ্যে ঘৃণা দেখিলে, আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়। আমি চাই ভাঙ্গীর উন্নতি হউক। কিন্তু পাশ্চাত্য উপায়ে তাহাদিগকে অধিকার আদায় করিতে বলা আমি ধর্ম্ম বলিয়া মানি না। এরূপে কিছু আদায় করা আমার নীতিবিরুদ্ধ। মারপিট করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা পৃথিবীতে স্থায়ী হয় না। আমি দেখিতেছি এমন সময় আসিতেছে যখন পাশবশক্তির প্রয়োগে কোন কাজ সিদ্ধ হইবে না। এজন্য, আমি সরকারকে যে কথা বলিয়া থাকি অস্পৃশ্য-দিগকে সেই কথা বলিতেছি—পশুবলের আশ্রয় লইলে তাহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধ হইবে না।

আমি হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি দেখিতে চাই। আমি চাই হিন্দুরা অস্পৃশ্য-দিগকে আপনার করিয়া লয়। এ জন্য যখন কোন অস্পৃশ্যকে হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া অপর কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখি, তখন আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই। কিন্তু আমরা করিব কি? আমরা হিন্দুরা পতিত হইয়াছি। আমাদের অন্তর হইতে ত্যাগভাব চলিয়া গিয়াছে। প্রেম-ভাব যাইতেছে, সাচ্চা ধর্ম্মভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে সমান ভাবিতে হইবে। সমানের অর্থ কি? ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, ব্রাহ্মণ এবং ভাঙ্গীর ধর্ম্ম এক প্রকার হইবে। কিন্তু দুজনের মধ্যে এতটুকু মিল থাকা চাই, যাহাতে দুয়ের সহিত একই প্রকার ন্যায় ব্যবহার করা হয়। আমাদিগকে ভাঙ্গীর অভাব পূরণ করিতে হইবে। তার দুঃখই তো এই যে আমরা তার সাধারণ মামুলী অভাব

পূরণ করি না। ভাঙ্গীরও শোয়ার যায়গা চাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জল হাওয়া চাই, খাওয়াও চাই। এই সব বিষয়ে সে ব্রাহ্মণের সমান। কোন ভাঙ্গীকে সাপে কাটিলে আমি নিশ্চই তার সেবা করিব। প্রয়োজন হইলে ভাঙ্গীকে সেবা করিতে হইবে। আমার উচ্ছিষ্ট যদি আমি তাকে খাইতে দি, তবে আমি পতিত হইব। এই জন্য আমি বলি অস্পৃশ্যতা হিন্দুর মহাপাপ।

আমার কথা আরও খোলাসা করিয়া বলি। এক প্রকার অস্পৃশ্যতার স্থান হিন্দুধর্ম্মে আছে। কোন ব্যক্তি ময়লা ছুঁইয়া যতক্ষণ না স্নান করিবে, ততক্ষণ সে অস্পৃশ্য। আমার মা যখন মলমূত্র সাফ করিতেন, তখন স্নান না করিয়া কোন জিনিষ ছুঁইতেন না। আমি বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুযায়ী, এজন্য এই অস্পৃশ্যতাকে ক্ষণিক অস্পৃশ্যতা বলিয়া মানি। কিন্তু জন্মগত কারণে অস্পৃশ্যতাকে আমি মানি না। আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য শিশুকালে মা আমাদের মলমূত্র সাফ করিতেন; মার সেই মূর্ত্তি মনে পড়িলে, তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধারভাব যেরূপ বাড়ে, সেইরূপ সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভাঙ্গীরা যে কাজ করিতেছে, তাহা স্মরণ হইলে তাহাদিগকে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়।

আমি কখনও বলি নাই অন্ত্যজের সহিত পংক্তিভোজন অথবা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। আমি ভাঙ্গীর সহিত খাই। আমি বানপ্রস্থধর্ম্ম পালন করিতেছি—আমি বলিতে পারি না আমি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালন করিতেছি কিনা। কারণ কলিযুগে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালন করা অত্যন্ত কঠিন। আমি ধীরে ধীরে সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর হইতেছি। সে জন্য এই সব বাধা নিষেধ না মানা আমার পক্ষে কেবলমাত্র যে প্রয়োজনীয় তাহা নহে, কিন্তু এসব মানিতে গেলে আমার ক্ষতি পর্য্যন্ত হইতে পারে। আমি বেদ পড়ি নাই, আমি মোক্ষের উপযোগী হইয়াছি

কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। কারণ রাগদ্বেষ পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে এখনও পারি নাই। পণ্ডিত মালবীয়জীর ন্যায় বেদ উচ্চারণ করিতে আমি পারি না। এই কারণে যে মোক্ষ মিলিবে না তাহা নহে। কিন্তু যতক্ষণ আমার অন্তরে রাগদ্বেষ আছে, ততক্ষণ আমার মোক্ষ মিলিবে না। আমি সন্ন্যাসী নহি। তথাপি যাহারা আমার অবস্থার হিন্দু, তাহারা সকলের অন্নগ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু যে দোষ দূর করা আবশ্যক তাহা হইল অস্পৃশ্যতা। ইহার ভিতর অন্নগ্রহণের কোন স্থান নাই।

অস্পৃশ্যতা নিবারণকে যে আমি মহাসভার কাজের অন্তর্গত করিয়াছি, তাহা কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নহে; এ কারণ তো তুচ্ছ। স্থায়ী কারণ এই, যে হিন্দুধর্ম্মকে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি, তাহাতে যেন অস্পৃশ্যতা কলঙ্ক না থাকে। স্থূল স্বরাজ্যের জন্য আমি অন্ত্যজদিগকে ফুসলাইতে চাই না। এই লালসার ভিতর উহাদিগকে নিতে চাই না। আমি বিশ্বাস করি হিন্দুরা অস্পৃশ্যতাকে স্বীকার করিয়া ভারি পাপ করিয়াছে। ইহার প্রায়শ্চিত্ত তাহাদিগকে করিতে হইবে। আমি অস্পৃশ্যাদিগের শুদ্ধির কিছু দেখি না। আমি অপর হিন্দুদিগকে শুদ্ধ হইতে বলি।

যদি আমি নিজে অশুদ্ধ হই, তবে অপরকে কি করিয়া শুদ্ধ করিব? যখন আমি অস্পৃশ্যতা প্রবর্ত্তন করিয়া পাপ করিয়াছি, তখন আমাকেই শুদ্ধ হইতে হইবে। আমি যে অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতেছি তাহা আত্মশুদ্ধি মাত্র—অস্পৃশ্যদের শুদ্ধি নহে। আমি হিন্দুর এই শয়তানী নির্ম্মূল করার কথা বলিতেছি, অস্পৃশ্যদিগকে লোভ দেখাইয়া কাজ হাসিল করার ইচ্ছা আমার নাই।

পরন্তু হিন্দুজাতির পানাহারের কথা স্বতন্ত্র। আমার আত্মীয় স্বজনের

মধ্যে অনেকে মর্য্যাদা-ধর্ম্ম পালন করেন। তাহারা অন্য কাহারও সহিত ভোজন করেন না। ইহারা অন্যের ব্যবহারের থালাবাটী এমন কি উনুন পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন না। আমি বিশ্বাস করি না ইহার জন্য হিন্দুর অজ্ঞতা ও ক্ষয় বৃদ্ধি হইতেছে। আমি নিজে এসব বাহ্যিক আচার মানি না। যদি আমাকে কেহ হিন্দুদিগকে ইহা অনুসরণ করিবার পরামর্শ দিতে বলে, তবে আমি তাহা করিতে অস্বীকার করিব। 'সত্যাগ্রহ আশ্রমে' দাদাভাই নামে এক অস্পৃশ্য নির্ব্বিচারে সকলের সহিত বসিয়া খায়। কিন্তু আশ্রমের বাহিরের কাহাকেও আমি এই পথে চলিতে বলি না। আমি মালবীয়জীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, তাঁর পা ধোয়াইতেও আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তিনি আমার সহিত খান না। ইহা সত্ত্বে তিনি আমাকে ঘৃণা করেন না!

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এই মর্য্যাদার স্থান অটল নহে; স্থানবিশেষে ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। পংক্তিভোজন ও অন্তর্ব্বিবাহ যতদিন সংযমদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সুফল প্রসব করে। কিন্তু একথা সব যায়গায় সত্য নহে যে, কাহারও সহিত খাইলে মানুষের পতন হয়। প্রাচীন যুগে ঋষিগণ ধ্যানযোগে অনেক মহান তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেন। ইহার ফলে তাঁহারা অনেক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন—জগতের কোন ধর্ম্মে তাহার তুলনা নাই। তার একটি সত্য এই কতকগুলি খাদ্য আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায়। আমি চাই না আমার পুত্র যেখানে সেখানে যা ইচ্ছা তাই খায়। কারণ আহারের প্রভাব আত্মার উপর পড়ে। কিন্তু সংযম অথবা সুবিধার জন্য যদি সে কোন জিনিষ খায়, তবে আমি বলিব না যে, সে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে। আমি চাই না পানাহারের মর্য্যাদা-ধর্ম্ম নষ্ট হউক। সম্ভবতঃ এই মর্য্যাদা ত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। ইহা হইলেও আমাদের বিনাশ হইবে না। এখন

মন যতদূর চায়, ততদূর পর্য্যন্ত যাইতে চাই। আমার বিশ্বাস এই যুগে সহভোজ ও অন্তর্ব্বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইবে না। এজন্য অনেক বন্ধু আমাকে কপটাচারী ও দাম্ভিক বলেন; কিন্তু ইহার ভিতর কোন কপটতা নাই।

নিজের খাদ্যসম্বন্ধে আমার কড়াকড় নিময় আছে। এজন্য মুসলমানের বাড়ীতে খাইতে আমার কোন আপত্তি নাই। স্বামী সত্যদেব ও আমি একদিন আলিগড় যাইতেছিলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন,—'আপনি কি করিবেন? খাজা সাহেবের ওখানে কি খাইবেন?' আমি বলিলাম, 'আমি খাইব। আপনার ইচ্ছা না হয় খাবেন না। মর্য্যাদা-ধর্ম্ম পালন না করায় আপনার যে দোষ হইবে, আমার যে মত সেই মত থাকিতে মুসলমান-প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ না করিলে সেইরূপ অপরাধ হইবে।' স্বামী সত্যদেবের জন্য ব্রাহ্মণ আনা হইল। তাঁহার পাকের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল। যখন আমরা আব্দুল বারি সাহেবের অতিথি হইয়াছিলাম, তখন তিনি এক পাচক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তার উপর কড়া হুকুম ছিল আমাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিষ যেন বাজার হইতে আনা হয়। 'কেন তিনি এত ফ্যাসাদ করিতে গেলেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, জনসাধারণ যাহাতে মনে না করে আমাকে অথবা আমার সঙ্গীদিগকে গুপ্ত চেষ্টার দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার যোগাড় হইতেছে, সে জন্য তিনি এ ব্যবস্থা করিলেন। মৌলানা সাহেবকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। তিনি শিশুর ন্যায় সরল ও নির্দ্দোষ। সময় সময় তিনি ভুল করেন সত্য কিন্তু তিনি ধর্ম্মভীরু। তাঁহার বিরুদ্ধে ভয়ানক অভিযোগ শুনিয়াছি, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে আমার প্রথম যে ধারণা ছিল তার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

অনেকে আমাকে বলেন, আপনি কিরূপে সনাতনী হিন্দু? আপনি

তো কাশী-বিশ্বনাথ দর্শন করিতে যান না, তার উপর মেথরের ছেলেকে কোলে বসান। এই প্রশ্নকারীর উপর আমার দয়া হয়।

অন্ত্যজ ভাইসব, আপনাদের সহিত বেশী কথা বলিতে আসিয়াছিলাম না। কিন্তু অনেক কথা বলিলাম, কারণ আপনাদিগকে আমি ভালবাসি। আপনাদের উপর যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, সে জন্য আপনাদের ক্ষমা চাহিতেছি। নিজেদের উন্নতির উপায়ও আপনাদের জানা চাই। যখন আমি পুনায় গিয়াছিলাম তখন এক অন্ত্যজ ভাই উঠিয়া বলিয়াছিল—'হিন্দু-জাতি যদি আমাদের সহিত ন্যায় ব্যবহার না করে, তবে আমরা মারামারি কাটাকাটি করিয়া কাজ আদায় করিব।' ইহা শুনিয়া আমার দুঃখ হইয়াছিল। ইহাতে কি হিন্দুজাতি অথবা আপনাদের উদ্ধার হইবে? ইহাতে কি অস্পৃশ্যতা দূর হইবে? একটি মাত্র উপায় আছে দেখিতেছি—ধর্ম্মান্ধ হিন্দুদিগকে বুঝান এবং তাহাদের অত্যাচার সহ্য করা। সব শ্রেণীর বালকেরা যে বিদ্যালয়ে পড়ে সেই বিদ্যালয়ে আপনারা বালকদিগকে পড়াইতে পারিবেন, চারি বর্ণের লোক যে যে স্থানে যায় আপনারা সেই সেই স্থানে যাইতে পারিবেন, তাহারা যে যে পদ পান আপনারা তাহা পাইবেন—অস্পৃশ্যতা-দূর অর্থে আমি ইহা বুঝি।

অবস্থা যখন এইরূপ তখন বোঝা যাইতেছে, আমাদের উদ্দেশ্য-সাধনের একমাত্র উপায় অহিংসা ও সত্য। আমি এক অস্পৃশ্যকে পালিতা কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছি। আমার স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে আমার মতে আনিতে পারি নাই। কেবল মাত্র প্রেমের দ্বারা ইহা করিতে পারি। গায়ের জোরে কি অস্পৃশ্যতা দূর হইবে? ধীর যুক্তি ও সদ্ব্যবহার দ্বারা আমরা গোঁড়াদের মত বদলাইতে পারি। যতদিন তাহাদের মত না বদলায়, ততদিন ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে।

হিন্দু-ধর্ম্ম-নির্দ্দেশিত কল্যাণের পথে আমি আপনাদের সাহায্য করিতে পারি; পাশ্চাত্য প্রণালীতে পারি না। আপনাদের কাজ পবিত্র। সয়তানের পথে কেহ কি কোন পবিত্র কাজ করিতে পারে? সে জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি পশুবলে নিজেদের অবস্থা উন্নত করার কল্পনা ছাড়িয়া দিন। গীতায় আছে সরল মনে ভগবানের ধ্যান করিতে পারিলে, মোক্ষলাভ হয়। ভগবানের প্রতীক্ষায় থাকাই ধ্যান। যদি ধ্যানের সাহায্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ মোক্ষলাভ হয়, তবে এই উপায়ে অতি শীঘ্র অস্পৃশ্যতা দূর হইবে। ভগবানের উপাসনা করিলে আমরা ক্রমশঃ অধিক পবিত্র হইব। আসুন আমরা প্রার্থনার সাহায্যে পবিত্র হই। ইহাতে কেবল মাত্র অস্পৃশ্যতা দূর হইবে না; এইরূপে দ্রুত স্বরাজলাভও হইবে। শ্রীভগবান যেন আমাদিগকে শক্তি দান করেন।

## ২৪

# উচিত প্রশ্ন

ইয়ংইণ্ডিয়া—৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫

মান্দ্রাজের এক ব্যক্তি অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন। অনেকের কাজে লাগিতে পারে ভাবিয়া প্রশ্নোত্তরগুলি নীচে দিলাম।

১। অস্পৃশ্যতা নিবারণ করিতে হইলে কি কি করা দরকার?

(ক) যে সব মন্দির, বিদ্যালয় ও রাস্তা অ-ব্রাহ্মণগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং যাহা জাতিবিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট নহে, অস্পৃশ্যদিগকে সেই সব ব্যবহার করিতে দিতে হইবে।

(খ) উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা, অস্পৃশ্যজাতির সন্তানসন্ততির জন্য বিদ্যালয় খুলিবে; প্রয়োজন হইলে কূপ ইন্দারা খনন করিবে এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের সেবা করিবে। তাহাদের পানদোষ নিবারণ ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ঔষধপত্র দান করিবে।

২। অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত হইলে, অস্পৃশ্যেরা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে?

অন্য চারিবর্ণের যে স্থান আছে, তাহাদেরও সেই স্থান থাকিবে। তাহারা শূদ্ররূপে গণ্য হইবে।

৩। অস্পৃশ্যতা দূর হইলে, উচ্চশ্রেণীর গোঁড়া হিন্দুর সহিত অস্পৃশ্য-দের কি সম্বন্ধ থাকিবে?

অ-ব্রাহ্মণ হিন্দুর সহিত যে সম্বন্ধ আছে তাহাদের সহিত সেই সম্বন্ধ থাকিবে।

৪। আপনি কি জাতি-সংমিশ্রণের পক্ষে?

সব জাতি-ভেদ উঠাইয়া দিয়া, আমি চারি বর্ণ রাখার পক্ষে।

৫। বর্ত্তমান মন্দিরে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া, নিজেদের পূজার জন্য অস্পৃশ্যরা কেন নূতন মন্দির তৈরী করিবে না?

এ কাজ করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তাহাদের ভিতর সে শক্তি রাখে নাই। এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে যে, তাহারা আমাদের মন্দিরে হস্তক্ষেপ করে। যে মন্দিরে সকল হিন্দুর প্রবেশাধিকার আছে, উহাতে অস্পৃশ্যদিগকে প্রবেশ করিতে দিয়া, তথা-

কথিত উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু আমাদিগকে তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

৬। আপনি কি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী? আপনি কি বলেন, শাসনসম্পর্কীয় সব রকম সভা-সমিতিতে অস্পৃশ্য প্রতিনিধি থাকা দরকার?

আমি ইহার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু শক্তিশালী জাতিরা তাহাদিগকে বাহিরে রাখার চেষ্টা করিলে অন্যায় হইবে। এরূপ করিলে স্বরাজ প্রাপ্তিতে বাধা পড়িবে। সম্প্রদায় বিশেষকে নির্ব্বাচিত হইতে না দেওয়ার মতলবে যে আমি সাম্প্রদায়িক-নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী নহি তাহা নহে। আমার ইচ্ছা, যে সব সম্প্রদায়ের লোকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন তাহারা যেন দেখেন, যে সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মোটেই নির্ব্বাচিত হন নাই, অথবা উপযুক্ত সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হন নাই, তাহারা যেন উপযুক্ত সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হন।

৭। আপনি কি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উপকারিতায় বিশ্বাস করেন?

হাঁ করি। কিন্তু আজকাল বর্ণের বিপর্য্যয়, আশ্রমের চিহ্নলোপ এবং ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এই সবগুলির সংস্কার প্রয়োজন। ধর্ম্মজগতের আধুনিকতম-আবিষ্কৃত সত্যের সহিত তাহাদিগকে মিলাইয়া লইতে হইবে।

৮। আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে ভারত কর্ম্মভূমি, এবং পূর্ব্বজন্মে-কৃত ভাল-মন্দ কর্ম্মানুসারে, লোকে ধনসম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি, সামাজিক-প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাবের অধিকারী হয়?

পত্রলেখক যে অর্থে বলিতেছেন, সে অর্থে আমি ভারতকে কর্ম্মভূমি বলি না। কারণ প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। ভারতের সহিত অন্য দেশের পার্থক্য এই যে অন্যদেশ ভোগভূমি কিন্তু ভারত কর্ম্ম (কর্ত্তব্য) ভূমি।

৯। অস্পৃশ্যতা দূর করিতে যাওয়ায় পূর্ব্বে, অস্পৃশ্যদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কার-সাধন দরকার কি না ?

অস্পৃশ্যতা দূর না করিলে তাহাদের মধ্যে কোন সংস্কার অথবা শিক্ষা-বিস্তার হইতে পারে না।

১০। ভালমানুষ স্বভাবতঃ মাতালের নিকট, এবং নিরামিষাশী আমিষাহারীর কাছে ঘেঁসিতে চায় না—ইহাতে কি কোন দোষ হয় ?

এরূপ যে করিতেই হইবে তার কোন অর্থ নাই। যে ব্যক্তি সব রকম নেশা হইতে মুক্ত, মদ খাওয়া হইতে বিরত করার জন্য মাতাল ভাইএর সহিত তাহাকে মিশিতে হইবে। এইরূপে নিরামিষাশী লোকে আমিষাহারীকে আমিষ গ্রহণ হইতে বিরত করার জন্য, তাহার সহিত মিশিবে।

১১। যে লোক পান-দোষ হইতে মুক্ত ও নিরামিষাশী বলিয়া পবিত্র, সেই লোক পানাসক্ত জীবহত্যাকারী ও মাংসভক্ষণকারীর মত অপবিত্র লোকের সঙ্গে মিশিলে কি সহজে অপবিত্র হইয়া যাইবে না ?

অন্যায় করিতেছে তাহা না বুঝিয়া যে ব্যক্তি মদ মাংস খায়, সে অপবিত্র নাও হইতে পারে। কিন্তু কলুষিত-চরিত্র কাহারও সহিত মিশিতে হইলে যে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা তাহা আমি বুঝি। আমরা অবশ্য যে কোন ব্যক্তিকে অস্পৃশ্যদের সহিত মিশিতে বাধ্য করিব না।

১২। উপরোক্ত কারণেই কি এক শ্রেণীর গোঁড়া ব্রাহ্মণ অপর জাতির ( অস্পৃশ্যসমেত ) লোকের সহিত মিশেন না, এবং নিজেরা স্বতন্ত্র একশ্রেণী গঠন করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একত্রে বাস করেন ?

লোহার সিন্দুকে আটকাইয়া রাখিয়া যদি আধ্যাত্মিকতা বজায়

রাখিতে হয়, তবে ইহার মূল্য সামান্য। অধিকন্তু চিরকাল নির্জ্জন-বাস করিয়া ধর্ম্ম-রক্ষার দিন চলিয়া গিয়াছে।

১৩। অস্পৃশ্যতা দূর করা সমর্থন করিয়া, আপনি কি ভারতের ধর্ম্মসমূহ ও (বর্ণাশ্রমধর্ম্ম) জাতিভেদ প্রথায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন না? ঐ সমস্ত ধর্ম্ম অথবা প্রথার ভালমন্দ দিক যাহাই থাকুক না কেন, সে বিচার এখানে করিতে যাইতেছি না।

কোন সংস্কারকে সমর্থন করিয়া আমি কিরূপে কোন্ কাজে হস্তক্ষেপ করিলাম? যাহারা অস্পৃশ্যতাকে ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহাদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করিলে, হস্তক্ষেপ করা হইত।

১৪। প্রথমে মত বদলাইতে চেষ্টা না করিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত দিলে কি গোঁড়া ব্রাহ্মণদিগকে আপনার হিংসা করা হইবে না?

মত পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে গোঁড়াদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আমি হস্তক্ষেপ করি না, অতএব গোঁড়া ব্রাহ্মণদিগকে হিংসা করার অপরাধে আমি অপরাধী হইতে পারি না।

১৫। ব্রাহ্মণগণ যখন অস্পৃশ্য ভিন্ন অন্যান্য জাতির লোককে ছুঁইতে চান না, তাহাদের সহিত আহার করিতে অথবা বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইতে চান না, তখন কি তাঁহারা অস্পৃশ্যতা-দোষে দোষী নহেন?

অন্যান্য জাতিকে ছুঁইতে অস্বীকার করিলে ব্রাহ্মণদের এ পাপ হইবে।

১৬। মানুষের অধিকার যে অস্পৃশ্যদের আছে, তাহা লোককে দেখানর জন্য যদি তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের মত প্রথমে খাওয়ান হয়, তবে কি তাহাদের পেট বেশী ভরিবে?

মানুষ কেবলমাত্র আহার গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে না। খাওয়া অপেক্ষা আত্মসম্মানকে অনেকে মূল্যবান মনে করে।

১৭। অস্পৃশ্যগণ এরূপ সুশিক্ষিত নহে যে, অহিংস অসহযোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে; ব্রাহ্মণগণ রাজনীতি অপেক্ষা ধর্ম্মকে বড় বলিয়া মানেন; এ অবস্থায় সত্যাগ্রহ করিলে ইহা কি জবরদস্তিতে পরিণত হইবে না?

যদি ওয়াইকম্‌কে উদ্দেশ করিয়া ইহা বলা হইয়া থাকে, তবে বলিব অস্পৃশ্যেরা আশ্চর্য্য আত্ম-সংযম দেখাইয়াছে। প্রশ্নের শেষাংশে ব্রাহ্মণদের জবরদস্তির সম্ভাবনার কথা আছে। ব্রাহ্মণগণ জবরদস্তি আরম্ভ করিলে, আমি দুঃখিত হইব। এরূপ করিলে ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা দেখান হইবে না বরং অজ্ঞতা ও ঘৃণা দেখান হইবে।

১৮। আপনি কি বলেন জাতি ধর্ম্ম পেশা নির্ব্বিশেষে সকলের সমান হওয়া উচিত।

ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি যেমন জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের সমান, আইনের চক্ষে মানুষের প্রাথমিক অধিকার সকল তেমনি সমান হওয়া উচিত।

১৯। এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সত্য রাজনীতিক্ষেত্রে প্রয়োগকালে কি সাধারণ গৃহস্থের কোন কাজে লাগিবে? কারণ দেখা যাইতেছে, যে সব মহৎ লোকে কর্ম্মযোগের শেষ ধাপে পৌঁছিয়াছেন, মাত্র তাহারাই এই সত্য উপলব্ধি করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন। সাধারণ গৃহস্থ ইহা পারিবে না? তাহারা ঋষিদের কথা মানিয়া চলিবে এবং এইরূপে চলিতে চলিতে শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করিবে। এই নিয়মানুবর্ত্তিতাই তাহাদিগকে জন্মমৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত করিবে।

জন্মহেতু কাহাকেও অস্পৃশ্য ভাবা উচিত নহে এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করিবার জন্য যথেষ্ট উচ্চদরের দার্শনিক সত্য দরকার

হয় না। এই সত্যটি এত সরল যে গোঁড়া হিন্দু ভিন্ন সকলে ইহাকে মানিয়া লইয়াছে। আমরা যে অস্পৃশ্যতা মানিয়া চলি, তাহা যে ঋষিরা শিক্ষা দিয়াছিলেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

২৫

# মানুষের উপর মানুষের নিষ্ঠুরতা

( সি, এফ, এণ্ডরুজ )

ইয়ংইণ্ডিয়া—৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫

মালাবারের ভীষণ বন্যার পর শ্রীযুক্ত এণ্ডরুজ সাহেব বন্যাপীড়িত মোপলা-পল্লীর বর্ণনার পর লিখিতেছেন—

কিন্তু শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে নূতন এক বিষয়ে আমার মন আকৃষ্ট হইল। আমি শুনিলাম, বড় রাস্তার যেখানে আমরা বসিয়াছিলাম ঠিক সেইখানে এক মাইল পর্য্যন্ত রাস্তায় নায়ারগণ পুলায়া ও চিরুমাদিগকে হাঁটিতে দেয় না। এই সব হতভাগা অস্পৃশ্য বাধ্য হইয়া রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে—বর্ষাকালে এই মাঠে প্রায়ই গভীর জল থাকে। বৎসরে ছয়মাস পর্য্যন্ত মাঠের একধার হইতে আর এক ধারে যাওয়া ইহাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। প্রধান রাস্তার উপর গভর্ণমেণ্ট একটি বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণ

করিয়াছেন। অস্পৃশ্যসমাজের একটি ছোট ছেলে ঐ বিদ্যালয়ে গিয়াছিল। এজন্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তাহাকে প্রহার করিয়াছিল—তাহারা অস্পৃশ্যকে লেখাপড়া শিখিতে দিবে না। আমি নিজে সেই বালকটিকে দেখিয়াছি। সে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চুল ছাটার কায়দা না দেখিলে আমি বুঝিতেই পারিতাম না সে জাতিতে কি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে আবার স্কুলে যাইতে চায় কিনা। মাথা নাড়িয়া সে বলিল, 'না, আমার ভয় করে।' তখন তাহাকে বলিলাম, 'তোমার সঙ্গে যদি কেউ যায়, তবে কি যাবে? বালক বলিল, 'হাঁ, নিশ্চয়ই যাবো। আমি তখনই কেলাপ্পন নায়ারকে ইহার বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে চিঠি দিয়া জানাইলাম তাহার এলাকায় কিরূপে আইন-ভঙ্গ হইতেছে। ইহার পর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে আমি এক ভদ্রতাপূর্ণ চিঠি পাইয়াছি। ক্যানানোর জেলার কংগ্রেস-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কোম্‌ব্রাবেলের নিকট হইতে আর এক চিঠি এখনই পাইলাম। তিনি লিখিতেছেন:—

"শ্রীযুক্ত কেলাপ্পন নায়ার কালিকটে তার কাজে গিয়াছেন, এবং কালিয়াসেরীর কাজ এখন আমি করিতেছি।

"আপনার যাওয়ার দিন হইতে প্রত্যহ দুই তিন জন কংগ্রেস কর্ম্মী পুলায়া ছাত্রদিগকে নিষিদ্ধ পথে লইয়া স্কুলে পৌঁছিয়া দিতেছে। প্রথম দিন, পুলায়া ছাত্রেরা স্কুলে আসিলে, অন্যান্য ছাত্রগণ একযোগে স্কুল ত্যাগ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রতি একটু সদয় হইতে বলিলে, অপর বালকগণ ক্ষান্ত হয়। তখন হইতে সব ভাল ভাবে চলিতেছে। এখন দুজন পুলায়া ছাত্র ওখানে পড়িতেছে। তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছি।

"একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। পুলায়াদের বিরুদ্ধে যাহারা

ছিল, থিয়া ছাত্রেরাই তাদের অগ্রণী। এই থিয়ারাও অনেকস্থলে পুলায়াদের মত অসুবিধা-ভোগ করিয়া থাকে—তবে ইহার পরিমাণ একটু কম।

"পুনশ্চ, যখনই কোন বালককে নূতন ভর্ত্তি করিতে হয় তখন তার পিতা অথবা অভিভাবকে সঙ্গে যাইতে হয়। ফলে প্রত্যেক দিন একজন না একজন বয়ঃপ্রাপ্ত পুলায়া ঐ রাস্তা দিয়া হাটে।

"গ্রামের লোকের মত গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র; গোঁড়ারা যে কি করিবে তাহা এখন বলা শক্ত। আমাদিগকে হঠাৎ এই ভাবে কাজ করিতে দেখিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়াছে। কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কাজ করিতে তাহাদের কিছু সময় লাগিবে। রাস্তার পাশে লোকজনকে বলাবলি করিতে শুনিয়াছি তাহারা আমাদিগকে এমন ভাবে মার দিবে যেন আমরা মৃতপ্রায় হই। জানি না তাহারা ইহা কাজে পরিণত করিবে কিনা। অবশ্য আগামী সপ্তাহের মধ্যে সব বোঝা যাইবে।

"একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট—সঙ্গে কেহ না থাকিলে ছোট ছোট পুলায়া বালক ঐ রাস্তায় হাটিতে সাহস করে না। তাদের ভয় ভাঙ্গিতে কয়েক সপ্তাহ লাগিতে পারে। সেজন্য গ্রামে দুই তিনজন কর্ম্মী রাখার বন্দোবস্ত করিতেছি।"

চিঠি এখানে শেষ হইল। আমি এ পর্য্যন্ত আর কোন নূতন সংবাদ পাই নাই। যখন আমি মান্দ্রাজে গিয়াছিলাম, তখন মালাবারের পুরাতন সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত কেশব মেননের নিকট সব ব্যাপার খুলিয়া বলিয়াছিলাম। তিনি আমার কাজ সমর্থন করিলেন। আমি নিশ্চয় জানি কালিয়াসেরীর সত্যাগ্রহ শীঘ্রই সাফল্যমণ্ডিত হইবে, কারণ

এখানকার সমস্যা ওয়াইকমের ন্যায় কঠিন নহে। কালিয়াসেরীর কাজের সফলতা দেখিলে, অন্যান্য স্থানের কর্ম্মীরা নূতন উৎসাহে অস্পৃশ্যতানিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। পালঘাটেও একটি সাধারণ রাস্তা এইরূপে বন্ধ আছে। বর্ত্তমানে অবশ্য সেখানে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় নাই।

সমগ্র দক্ষিণ ভারতের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে। এই জাগরণের সহিত এরূপ আলোকরশ্মি আসিবে যে রাত্রির অন্ধকার দূর হইয়া উজ্জ্বল সূর্য্যালোক দেখা দিবে।

---

২৬

# সত্যাগ্রহীর পরীক্ষা

ইয়ংইণ্ডিয়া—১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫

নীচে জনৈক ওয়াইকম-সত্যাগ্রহীর একখানা চিঠি দেওয়া গেল।

"ত্রিবাঙ্কুরের ব্যবস্থাপক সভা ওয়াইকম মন্দিরের পথে প্রবেশ করার অধিকারকে ২২-২১ ভোটে অগ্রাহ্য করিয়াছে। এ জন্য লোকে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে। লজ্জার কথা নিপীড়িত শ্রেণীর একজন সভ্য এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন। নানারকম অসুবিধার মধ্যে আমাদিগকে কাজ করিতে হইতেছে। শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের উপর লোকের একটুও আস্থা নাই। কেহ কেহ অধৈর্য্য

হইয়া বলিতেছেন, সোজাসোজি মার-পিট আরম্ভ করা যাউক। এমন কি তাহারা জোর-জবরদস্তির সহিত মন্দিরে প্রবেশ করার কথা সমর্থন করিতেছেন। * * * আপনার নেতৃত্ব ও অহিংসাব্রতকে মাথায় লইয়া আমরা এই সংঘর্ষ চালাইতেছি। সব বিষয়ে আপনার পরামর্শ ও সাহায্য চাই।"

সত্যাগ্রহীদের কখনও দমিয়া যাওয়া উচিত নহে। তাহারা হতাশও হইবে না। তামিল শিক্ষার সময়কার একটি প্রবাদবাক্য আমার মনে সদা জাগরূক থাকে। তার অর্থ এই, অসহায়ের একমাত্র সহায় ভগবান। এই সত্যের প্রতি বিশ্বাসই সত্যাগ্রহের মূল। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় অন্যান্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও ইহার উদাহরণ আছে। ত্রিবাঙ্কুর দরবার তাহাদের আশা পূর্ণ করে নাই। তাহারা আমার উপর যে আশা করিতেছে, আমি তাহা নাও করিয়া উঠিতে পারি। কিন্তু ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখিলে তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে না। আমার উপর নির্ভর করিলে লাভ নাই। আমি অনেক দূরে আছি। আমি তাহাদের চোখের জল মুছাইতে পারি, কিন্তু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার সৌভাগ্য কেবলমাত্র তাহাদের। শুদ্ধচিত্তে দুঃখ ভোগ করিলে জয়লাভ সুনিশ্চিত। ভগবান ভক্তদিগকে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু যেরূপ দুঃখের চাপ ভক্তেরা সহ্য করিতে অক্ষম, সেরূপ চাপ ভগবান তাহাদের উপর দেন না। যত কঠোর পরীক্ষায় কাহাকেও ফেলুন না কেন, উহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার শক্তি তিনি সকলকে দান করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে অথবা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দুঃখ ভোগের পর কৃতকার্য্য না হইলে যে কাজ পরিত্যাগ করা চলে, ওয়াইকম সত্যাগ্রহ সেই শ্রেণীর কাজ নহে। সত্যাগ্রহীর কাজে সময় নির্দ্দেশ ও তাঁহার ত্যাগের পরিমাণ

নির্দ্দেশ করা চলে না। এই জন্য পরাজয় বলিয়া কোন কথা সত্যাগ্রহের মধ্যে নাই। তথা-কথিত পরাজয়ই জয়ের সূচনা-মূলক হইতে পারে। আনন্দ-উৎস শিশুর জন্মের পূর্ব্বেকার প্রসববেদনার সহিত ইহার তুলনা চলিতে পারে।

ওয়াইকম সত্যাগ্রহীদের এই আন্দোলনের মূল্য স্বরাজ আন্দোলনের মূল্য অপেক্ষা কম নহে। তাহারা যুগসঞ্চিত অন্যায় ও কুসংস্কারের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। গোঁড়ামা, কুসংস্কার, সামাজিক প্রথা এবং প্রবল শক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে আছে। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের, এবং জ্ঞানের নামে অজ্ঞানের যে রাজত্ব চলিতেছে, ইহার বিরুদ্ধে যে পবিত্র মহাযুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে, ওয়াইকম সত্যাগ্রহীদের এই যুদ্ধ, সেই পবিত্র মহাযুদ্ধেরই অংশ। এই যুদ্ধকে রক্তপাতশূন্য রাখিতে হইলে, কঠোর পরীক্ষার সময় তাহাদিগকে স্থির থাকিতে হইবে।

কংগ্রেস কমিটি তাহাদিগকে সাহায্য না করিতে পারে। তাহারা কোন আর্থিক সাহায্য না পাইতে পারে। তাহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হইতে পারে। এই সব ভীষণ পরীক্ষার ভিতর দিয়া তাহাদের বিশ্বাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

তাহাদিগকে কাজ করিতে হইবে। বিরুদ্ধবাদীদের উপর তাহারা চটিবেন না। প্রত্যেক সত্যাগ্রহী যেমন সৎ নহে, গোঁড়াদের প্রত্যেকে তেমনি অসৎ নহে। ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, সরল ভাবে ইহা বিশ্বাস করিয়া গোঁড়ারা বাধা দিতেছে। দুঃখকষ্ট বরণ করার উপরই ওয়াইকম-সত্যাগ্রহের সফলতা নির্ভর করিতেছে। ক্রোধ ও দ্বেষশূন্য হইয়া দুঃখ সহ্য করিতে দেখিলে অতি কঠোর ও মূখ লোকের হৃদয়ও পরিবর্ত্তিত হয়।

টাকার চিন্তায় যেন তাহারা বিব্রত না হন। বিশ্বাসের বলে

প্রয়োজনীয় টাকা তাহাদের জুটিবে। অর্থাভাবে কোন সদানুষ্ঠান যে নষ্ট হইয়াছে এরূপ আমার জানা নাই।

২৭

# বাংলার অস্পৃশ্য

ইয়ংইণ্ডিয়া—১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫

এক বাঙ্গালী পত্রলেখক প্রশ্ন করিতেছেন :—

"১। বাংলাদেশে অস্পৃশ্যদিগকে কূপ হইতে জল তুলিতে দেওয়া হয় না। যেখানে পানীয় জল রাখা হয়, সেখানে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। কিরূপে এই পাপকে দূর করিতে হইবে? যদি তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র কূপ খনন ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে এই পাপের সহিত আপোষ করা হইবে।

"২। বাংলার নিপীড়িত শ্রেণীর ইচ্ছা, তাহাদের জল যেন উচ্চ শ্রেণীর লোকে ব্যবহার করে, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকের জল তাহারা পান করিতে চায় না। কি করিলে তাহাদের এই ভুল দূর হইবে?

"৩। বাংলার হিন্দু-সভা এবং হিন্দু-সাধারণ লোককে বলে, আপনি অস্পৃশ্যদের হাতের জল খাওয়া পছন্দ করেন না।

আমার উত্তর এই :—

১। অস্পৃশ্যদের হাতে জল খাইলেই এ পাপ দূর হইবে। তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র কূপ খনন করা হইলে, এই পাপকে চিরস্থায়ী করা হইবে না। অস্পৃশ্যতার মূল উৎপাটন করিতে অনেক দিন লাগিবে। অন্যের ভয়ে তাহাদিগকে সার্ব্বজনিক কূপ ব্যবহার করিতে দিব না, অথচ স্বতন্ত্র কূপ খনন করিয়া তাহাদের সাহায্য করিব না—ইহা ভারি অন্যায়। আমার বিশ্বাস তাহাদের জন্য ভাল কূপ তৈরী করিলে, অনেকে তাহা ব্যবহার করিবে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধে যে অন্ধ মত পোষণ করেন, তাহা দূর করিয়া তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিলে অস্পৃশ্যদের সংস্কার আরম্ভ হইবে।

২। যখন তথা-কথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা অস্পৃশ্যদিগকে স্পর্শ করিবেন, তখন অস্পৃশ্যদের ভিতরকার অস্পৃশ্যতা আপনা হইতে দূর হইবে। অস্পৃশ্যদের মধ্যে যাহারা সকলের নীচে তাহাদিগকে লইয়া আমরা কাজ আরম্ভ করিব।

৩। বাংলার হিন্দু-সভা আমার কথা কি বলিতেছে আমি জানি না। আমার কথা সুস্পষ্ট। অস্পৃশ্যদিগকে শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাদের সহিত শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। শূদ্রের হাতে জল খাই বলিয়া, অস্পৃশ্যদের হাতে জল খাইতে দ্বিধাবোধ করিব না।

---

২৮

# হিন্দু ধর্ম্মের তিন সূত্র

হিন্দী-নবজীবন—১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫

বরোদা-রাজ্যের অন্তর্গত ভাদ্রনবাসীর পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের উত্তর দিবার সময় শ্রীযুক্ত গান্ধীজী বলেন—

"আমাকে যে প্রেম ও মান-পত্র দিলেন তার উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আপনাদের নিকট একটি কথা বলিব। যদি ইহা না বলি, তবে আপনাদের প্রতি আমার অন্যায় করা হইবে। আপনারা এত লোক এত রাত্রি পর্য্যন্ত যে এখানে আছেন ইহা দেখিয়া আমার খুব আনন্দ হইতেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও হইতেছে। এই সভার ব্যবস্থাপক যে সব ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা জানিয়া শুনিয়া করিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু যাহারা সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া থাকেন তাহারা আমার মত জানেন। ইহার একটি এই, যদি কোন সভায় অন্ত্যজদের জন্য আলাদা বসার যায়গা দেখি তবে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়; তখন কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনারা মান-পত্রে লিখিয়াছেন, এবং অন্যলোকেও বলিয়া থাকে, অহিংসা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ নীতি। অহিংসাকে আমার জীবনের সহিত আমি গাঁথিয়া রাখিয়াছি। ইহা সত্য হইলে আমার এমন কিছু বলা উচিত নয়, যাহাতে আপনাদের অন্তরে চোট লাগে। আমি ইহাও চাই না, আপনারা না বুঝিয়া-সুঝিয়া কিছু করেন। রাগের ভরেও আপনাদের দ্বারা কিছু করাইতে চাই না। যদি আপনাদের দ্বারা কোন কাজ করাইতে চাই, তবে আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া করাইতে হইবে। অতএব আমার প্রার্থনা

যদি আপনারা অস্পৃশ্যতাকে হিন্দু-ধর্ম্মের কলঙ্ক বলিয়া মানেন, তবে আমার সহিত একমত হইয়া বলুন, যে বাঁশের বেড়া অন্ত্যজ ও আমাদের মধ্যে আছে তাহা যেন নির্ম্মূল হয়।”

এই কথা মুখ হইতে বাহির হওয়া মাত্র, কয়েক ব্যক্তি সভা হইতে উঠিয়া শান্তভাবে বেড়ার বাঁধন খুলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গান্ধীজী বলিলেন—

“আমি বলিতেছি না যে আপনারা এখনই বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলুন অথবা সোরগোল করিয়া সভার মধ্যে কিছু করুন। আমি আপনাদের সম্মতি জানিতে চাহিতেছি। আপনারা কি চান যে বেড়ার দরকার নাই এবং অন্ত্যজ-ভাই সব উঠিয়া আসিয়া আমাদের সহিত বসুক?” অনেকে হাত উঠাইয়া সম্মতি জানাইলেন, সেরেফ একজন বিরুদ্ধে হাত তুলিলেন। বেড়া ভাঙ্গা হইল। অন্ত্যজগণ সকলের সাথে আসিয়া বসিল।

“আপনারা আমাকে অভিনন্দন-পত্র দিয়াছেন। আপনারা ফ্রেমে আটিয়া কাগজ অথবা খাদির উপর ছাপাইয়া যে মান-পত্র আমাকে দিয়াছেন, আমার নিকট তার মূল্য কিছুই নাই; অথবা নিজেদের আচরণের দ্বারা উহার উপর যতটা মূল্য আঁকিতে পারিবেন উহার মূল্য তত। কিন্তু বেড়া ভাঙ্গিয়া আমাকে যে অভিনন্দিত করিলেন, ইহার ছাপ আমার হৃদয়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত অঙ্কিত থাকিবে। হিন্দু ভাই-বোনের নিকট আমি এইরূপ অভিনন্দন পত্র চাই। আপনারা যদি আমাকে অল্প-বিস্তর সূতা আনিয়া দেন, আমার সম্মুখে রকমারি ফলফুল রাখেন, অথবা অন্ত্যজ বালিকার হাত দিয়া কুঙ্কুম-তিলক পরাইয়া দেন (এ সভায় ইহা করান হইয়াছিল), তবে বেশী-সুখী হইতাম না। এসব জিনিষ আমার সব যায়গায় মিলিয়া থাকে। কিন্তু এখন আপনারা যে জিনিষ

দিলেন, তাহা সব যায়গায় মিলে না, একাজ করিতে প্রেমের শিকল দরকার। আর আমি এই প্রেমের শিকল ছাড়া আপনাদের নিকট কিছুই চাই না। কারণ প্রেম অহিংসার অঙ্গ। প্রেমেই অহিংসার পরিণতি।

"সনাতনী ভাইরা হয়ত মনে করেন আমি হিন্দু-ধর্ম্মের মর্ম্মে আঘাত দিতে চাই। আমি নিজেকে সনাতনী ভাবি। জানি আমার এই দাবী বহুত কম ভাই-বোনে স্বীকার করিবেন। কিন্তু আমার এ দাবী আছে এবং অনেক বার আমি ইহা বলিয়াছি যে, এখন না হইলেও আমার মৃত্যুর পর সমাজকে স্বীকার করিতে হইবে যে গান্ধী সনাতনী হিন্দু ছিল। সনাতনীর অর্থ প্রাচীন। আমার মত প্রাচীন। অতি প্রাচীন গ্রন্থে আমি এই মত পাইয়াছি এবং আমার নিজের জীবন এই ভাবে গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই কারণে আমি বিশ্বাস করি, আমার সনাতনী হওয়ার দাবী পুরোপুরি ঠিক। বানাইয়া বানাইয়া শাস্ত্রের কথা যে বলে, তাহাকে আমি সনাতনী বলি না। যার অস্থি-মজ্জায় হিন্দু-ধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, তিনি সনাতনী হিন্দু। এই হিন্দু-ধর্ম্মের বর্ণনা ভগবান শঙ্করাচার্য্য এক কথায় করিয়াছেন— 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা।' অপর এক ঋষি বলিয়াছেন—'সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ধর্ম্ম নাই।' তৃতীয় একজন কহিয়াছেন—'হিন্দু ধর্ম্মের অর্থ অহিংসা।' এই তিনটির যে কোন একটি সূত্র আপনারা গ্রহণ করুন, ইহার ভিতর হিন্দু-ধর্ম্মের রহস্য পাইবেন। এই তিনটি সূত্র কি? এই সূত্র তিনটি হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে দোহন করা দুগ্ধের নবনীত-স্বরূপ। আমি নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলিয়া থাকি। আমি কোন লোকের অন্তরে আঘাত দিতে চাই না। আমি তো সেরেফ এই চাই যে আপনারা অন্ত্যজদিগকে স্পর্শ করুন; কারণ অন্ত্যজও মানুষ। আপনারা

তাহাদের সেবা করুন, কারণ তাহারা সেবার যোগ্য। মা সন্তানের যে সেবা করে, অস্পৃশ্যরা সমাজের সেই সেবা করে। উহাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করা, উহাদিগকে তিরস্কার করার অর্থ নিজেদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করা। হিন্দুস্থান এখন দুনিয়ার সব যায়গায় অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য। ইহার কারণ, ভারত কোটী কোটী লোককে অস্পৃশ্য মনে করে। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই আমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে মুসলমান দুনিয়ায় অস্পৃশ্য হইয়াছে। কেন এরূপ উল্টা ফল হইল? ইহার একমাত্র জবাব আছে। 'যেমন কাজ করিবে, তেমনি ফল পাইবে' ইহা ভগবানের বিচার। সারা দুনিয়ার সহায়তায় ঈশ্বর আমাদিগকে এ শিক্ষা দিতেছেন। এ সমস্যা কঠিন নহে, ইহা সাদাসিধে কথা। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তুমি যে ভাবে আমাকে ভজনা করিবে, আমি সেই ভাবে তোমার ভজনা করিব। এজন্য আপনাদের নিকট যাহা চাই সেই সব কথা আপনারা বুঝিয়া লইলে আপনাদের সুবিধা হইবে। আপনাদের সহিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলিতে চাই না। আমি ইহাও চাই না যে, আপনারা তাহাদের অন্ন গ্রহণ করুন অথবা তাহাদের সহিত পুত্র কন্যার বিবাহ দিন। ইহা আপনাদের ইচ্ছাধীন কাজ। পরন্তু অন্ত্যজকে অস্পৃশ্য মনে করা ইচ্ছাধীন নহে। যাহাকে স্পর্শ করা দরকার, তাহাকে অস্পৃশ্য মনে করা, এবং যে অস্পৃশ্য তাহাকে স্পর্শ করা ইচ্ছাধীন কাজ নহে। যদি আপনারা অন্ত্যজ ভাইদের দুঃখে সহানুভূতি না দেখান, তবে কিরূপে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' কথাটি কহিবেন? উপনিষদের রচয়িতা পাষণ্ড ছিলেন না। তিনি জগতকে ব্রহ্মময় বলিয়াছেন। অতএব আমি যদি অন্ত্যজের দুঃখে দুঃখী না হই, তবে আমি নিজেকে পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিব। আমাদের ধর্ম্ম ঘোষনা

করিতেছে, ইতরজন্তুর ভিতর যে আত্মা, মানুষের ভিতরও সেই আত্মা। আর আমরা সেই ধর্ম্মের শক্তি নষ্ট করিয়াছি। আমি দয়া প্রেম ও ভ্রাতৃভাব হইতে এসব কহিতেছি এবং ভ্রাতৃভাবে অস্পৃশ্যতা নষ্ট করিতে চাহিতেছি। যদি এইরূপ করা যায়, তবে হিন্দু-ধর্ম্মের শোভা বৃদ্ধি হইবে। ইহাতে হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা করাও হইবে। ইহা যে অন্ত্যজদের মুসলমান অথবা খৃষ্টান হওয়া ঠেকাইবে তা বলিতেছি না। কোন ধর্ম্মের মূল্য অনুগামী লোকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। সংখ্যার উপর ধর্ম্মবল নির্ভর করে এই ধারণার অপেক্ষা বড় ভুল আর নাই। যদি একজন খাঁটী হিন্দু জীবিত থাকে তবে হিন্দুধর্ম্মের নাশ হইবে না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ হিন্দু যদি পাষণ্ড হয়, তবে হিন্দুধর্ম্ম সুরক্ষিত হইবে না বরং বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। মূর্খতা দূর করিয়া অনেক যুগের সঞ্চিত ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে এবং হিন্দু-ধর্ম্ম সুরক্ষিত হইবে।

"অস্পৃশ্যতার ভিতর স্পষ্ট ঘৃণাভাব আছে। কেহ যদি বলে আমি প্রেম-ভাবে অস্পৃশ্যতা মানি, তথাপি আমি ইহা বিশ্বাস করিব না। আমার মনে হয় না যে ইহার ভিতর কোন প্রেম-ভাব আছে। যদি প্রেম থাকিত, তবে আমরা তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতাম না। প্রেম-ভাব থাকিলে, মাতাপিতাকে যেরূপ পূজা করি, তাহাদিগকে সেইরূপ পূজা করিতাম। ভালই যদি বাসিতাম, তবে তাহাদের জন্য নিজেদের অপেক্ষা ভাল কূপ, ভাল বিদ্যালয় তৈরী করিতাম, তাহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতাম। এই সব প্রেমের চিহ্ন। অগণিত সূর্য্য একত্র করিয়া প্রেম সৃষ্টি হইয়াছে। এক ছোট সূর্য্য যখন গোপন থাকিতে পারে না, তখন প্রেম কিরূপে গোপন থাকিবে? কোন মায়ের কি একথা বলার দরকার হয় যে তিনি সন্তানকে ভালবাসেন।

যে বালক কথা বলিতে পারে না, মাকে যদি সে চোখের সামনে দেখে এবং তাহাদের চোখে চোখে যদি মিলে, তখন তাহারা এক অলৌকিক দৃশ্য উপভোগ করিতে থাকে।

"কেহ যেন ইহা না ভাবেন যে দক্ষিণ-আফ্রিকা ফেরত এক সংস্কারক-হিন্দু হিন্দুধর্ম্মের ভিতর আপনার সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে চায়। সংস্কারের অভিলাষ আমার নাই। আমি ত স্বার্থপর, আমি নিজের আনন্দে নিজে মগ্ন থাকি। আমি আমার আত্মার কল্যাণ চাই। এজন্য নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি। কিন্তু আমি চাই, যে আনন্দানুভব আমি করিতেছি, আপনারাও তাহা উপভোগ করুন। এজন্য আপনাদিগকে বলিতেছি অন্ত্যজদিগকে স্পর্শ করিয়া, তাহাদের সেবা করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, আপনারা তার অংশী হউন।

---

২৯

# রাজকোটের আতিথ্য

ইয়ং ইণ্ডিয়া—২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫

( কাঁদিয়া জয় করিব )

কাথিয়াবাড় ভ্রমণের সময় প্রজা-প্রতিনিধি-মণ্ডলের পক্ষ হইতে মানপত্র দেওয়া হইলে, গান্ধিজী উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে নীচের অংশগুলি উদ্ধৃত করা হইল—

আপনারা ঠিকই বলিয়াছেন যে সত্য ও অহিংসা আমার জীবনের মূল-মন্ত্র। এই দুটি জিনিষ না থাকিলে, আমার দেহ প্রাণশূন্য হইবে এবং শেষ জীবন কাটান আমার পক্ষে মুস্কিল হইবে। কিন্তু খাদি ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ রূপ যে দুটি সাধনার সাহায্যে আমি সত্য ও অহিংসা-পালন করিতে চাই, মান-পত্রে তাহার উল্লেখ না দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। হিন্দু-মোস্‌লেম একতা অপেক্ষা এক হিসাবে এ দুটি জিনিষের মূল্য বেশী। কারণ ইহার একটিকেও বাদ দিয়া হিন্দু-মুসলমান একতা স্থাপিত হইতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মকে অস্পৃশ্যতা-কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত হিন্দু-মুসলমান মিলন স্থাপিত হইতে পারে না।

এক মুসলমান বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন, যতদিন হিন্দু-ধর্ম্মের ভিতর অস্পৃশ্যতা থাকিবে, ততদিন হিন্দু-ধর্ম্ম অথবা হিন্দু-সম্বন্ধে কোন শ্রদ্ধা-পোষণ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

আমি বহুবার বলিয়াছি শাস্ত্রে 'অস্পৃশ্য' শব্দের উল্লেখ নাই। জন্মহেতু যদি কেহ ঢেড় ভাঙ্গী হয়, তবে ইহাতে কি যায় আসে? চণ্ডাল নামে কোন জাতি নাই, ঢেড়ই বা কোন্ জাতি? এ শব্দ ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে কি? ঢেড়ের অর্থ বস্ত্রবয়নকারী, ভাঙ্গীর অর্থ পায়খানা সাফকারী। আমি এখনও তাঁতী ও মেথর। আমার মাতাও এক অর্থে 'মেথর' ছিলেন, কারণ শিশুকালে তিনি আমার মল-মূত্র পরিষ্কার করিতেন। আপনাদের জননীও ময়লা সাফ করিয়াছেন। সীতাদেবী প্রাতস্মরণীয়। তিনিও বহুত ময়লা সাফ করিয়াছিলেন—তিনিও 'মেথর' সাজিয়াছিলেন। এই কাজের জন্য মাকে আমরা ত্যাগ করি নাই; তবে কেন ভাঙ্গীকে (মেথর) আমরা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব। যদি সমস্ত শাস্ত্রী (পণ্ডিত) আমার বিরুদ্ধে থাকিতেন, তথাপি আমি ঘোষণা

করিতাম হিন্দুধর্ম্মের ভিতর অস্পৃশ্যতার স্থান নাই—অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের অংশ নহে।

পণ্ডিতগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন বলিয়া আমি হর্ষ-বিষাদ দুইই পাইয়াছি। খুসী এই কারণে হইয়াছি যে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য কিছু করিলেও তাহারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। দুঃখ এই কারণে হইয়াছে রাজার সামনে পণ্ডিতগণ এ সব কথা বলিলেও হয়ত ইহার কোন মূল্য নাই। ভাবিতেছি ইহার মধ্যে কোন মিথ্যা সুর বাজিতেছে কি না। তাহাদের প্রশংসার অর্থ আমার অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধীয় কাজকে সমর্থন করা। অভিনন্দনপত্রে অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে আমি যাহা করিয়াছি তাহার কোন উল্লেখ নাই দেখিয়া এই আশীর্ব্বাদকে মিথ্যা ঠেকিতেছে। আমি চাই, পণ্ডিতগণ যদি আমাকে হিন্দু না ভাবিয়া চণ্ডাল ভাবেন, তবে সেই কথাই যেন বীরের মত ঘোষণা করেন। আমি তো পণ্ডিতদের ভুল দূর করিতে চাই। তাহাদিগকে আমি বলিতে চাই, যিনি অহিংসা ধর্ম্ম পালন করেন, তিনি কাহাকেও অস্পৃশ্য ভাবেন না।

রাজা সাহেব, আপনাকে অস্পৃশ্যদের প্রতি সদয় হইতে অনুরোধ করিতেছি। অবনত শ্রেণীর লোকদিগকে সাহায্য করুন। রামচন্দ্র শবরী ও গুহক চণ্ডালের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন আপনি অস্পৃশ্যদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করুন। আপনি সেই বংশের লোক। গরীবকে ভুলিবেন না। রাত্রে ঘুরিয়া প্রজার দুরবস্থা দেখুন। অন্ত্যজদের প্রতিনিধিরূপে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি জানুন পাঠশালায় অন্ত্যজদের স্থান আছে কি না, যদি না থাকে তবে অন্ত্যজদিগকে উহাতে প্রবেশ করিতে দিন। ইহাতে যদি বিদ্যালয় শূন্য হইয়া যায়, তবে ক্ষতি নাই। অস্পৃশ্যরা

যাহাতে মন্দির ও সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য স্থানে আসিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করুন।

৩০

# ওয়াইকমের কথা

ইয়ংইণ্ডিয়া—২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৫

একখানা চিঠির উত্তরে গান্ধিজী লিখিতেছেন:—যে রাজ্যকে লোকে উন্নত বলে, সেখানকার গভর্ণমেণ্ট উন্নতিশীল লোকমতের বিরুদ্ধে কাজ করিলে দুঃখ হয়। নীতি হিসাবে অবশ্য উন্নতিশীলরাই জিতিয়াছে। তথা-কথিত অস্পৃশ্যকর্ত্তৃক রাস্তা-ব্যবহারের বিরুদ্ধে ২২ জন প্রতিনিধির ভোট দেওয়া যেমন দুঃখের, ২১ জন প্রতিনিধির সমাজ-সংস্কারের পক্ষে ভোট দেওয়াও তেমনি সুখের। আমি ইহাতে বিস্মিত হই নাই। তাহারাই সর্ব্বপ্রথম এত দীর্ঘ-কাল ধরিয়া সত্যাগ্রহ চালাইতেছেন। তাহাদের জয় সুনিশ্চিত; কারণ তাহাদের কাজ ঠিক, উদ্দেশ্যে মহৎ, উপায় অহিংসা। তাহারা যেন মনে রাখেন দুঃখ সহ্য করিয়াই তাহারা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ওয়াইকমের কথা আগে কে জানিত? এ কথা তাহাদের যেন স্মরণ থাকে যে, যুগ-সঞ্চিত কুসংস্কারের সহিত তাহারা যুদ্ধ করিতেছেন। এই কুসংস্কারের লৌহ-প্রাচীর

ভাঙ্গার তুলনায়, অল্প কয়েকজন সংস্কারকের এক বৎসর ধরিয়া দুঃখ-ভোগ করা ব্যাপারটা কিছুই নহে। ধৈর্য্যের অভাব হইলে, পরাজয় ঘটিবে। শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে। সত্যাগ্রহ ভিন্ন অন্য কোন পথ নাই। লাঠি মারিলে, অথবা মাথা ভাঙ্গিলে কাজ হাসিল হইবে না। নিজেদের দলের কাহারো রক্তপাত হইলে গোঁড়াদের শক্তি-বৃদ্ধি হইবে তাহারা আরও কঠোর হইবে। গোঁড়ারা অন্যায়ের পক্ষে থাকিলেও, তাহাদের উপর অত্যাচার হইলে তাহারা লোকের সহানুভূতি পাইবে। জোর করিয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া রাস্তায় প্রবেশ করিলে, বেড়া আরও শক্ত হইবে। যদি বল-প্রয়োগ করিয়া জয়লাভও হয়, তবে মাত্র একটি রাস্তা লোকে অবাধে ব্যবহার করিতে পারিবে। ইহাতে গোঁড়াদের মত পরিবর্ত্তিত হইবে না।

যে সব গোঁড়া হিন্দু অস্পৃশ্যতাকে ধর্ম্ম মনে করে, তাহাদের ধারণা বদলাইতে হইবে। সেরেফ দুঃখভোগদ্বারা একাজ করা চাই। সত্যাগ্রহই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও দ্রুত ফল প্রদান করিতে সক্ষম। জবরদস্তির সাহায্যে কোন সংস্কার অল্প সময়ে সাধিত হয় নাই। ইউরোপে তমোযুগ দূর করিয়া জ্ঞান-যুগ প্রতিষ্ঠা করিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। এখনও কেহ বলিতে পারে না ইহা স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না। যাহারা সত্য-প্রচারে বাধা দিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছিলেন, তাহাদের মত-পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিরোধীদিগকে হত্যা করিবার সময় যাহারা নিহত হইয়াছিল তাহাদের দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া অনেকের মত বদলায়। দুনিয়া তাহাদের নিকট মোট এই শিক্ষা পাইয়াছে যে জবরদস্তি জিনিষটা ভাল। অতএব, আশা করি, সত্যাগ্রহীর সংখ্যা যদি কমে এবং জয়লাভ সুদূরপরাহত হয়, তাহা হইলেও ওয়াইকমের সত্যাগ্রহীরা যেন সংকল্প-

চ্যুত না হন। পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতি, বিনয়, মহান ধৈর্য্য ও বুকভরা আশা লইয়া কাজ করাই সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহের পুরস্কার সত্যাগ্রহ।

৩১

# এম-ডি-এনের প্রতি

ইয়ংইণ্ডিয়া—মার্চ্চ ১২, ১৯২৫

অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অস্পৃশ্যতার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। যুক্তি দ্বারা ইহা সমর্থন করা যায় না। ইহা মানুষকে সেবার অধিকার হইতে ও বিপন্ন অস্পৃশ্যকে সেবার দাবী হইতে বঞ্চিত করে। জাতিভেদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। ইহা যুক্তিহীন নহে। ইহার দোষগুণ দুই-ই আছে। জাতিভেদ ব্রাহ্মণকে শূদ্র ভাইএর সেবা করিতে নিষেধ করে না। ইহা সামাজিক ও নৈতিক সংযম শিক্ষা দেয়। জাতিভেদের প্রসার-বৃদ্ধি করা যায় না। আমি চারিটি জাতি চাই। এই সংখ্যা অল্প-বেশী করিতে গেলেই অনর্থ ঘটিবে। আমি জাতিভেদের সংস্কার চাই, ইহা উঠাইয়া দিবার সঙ্গত কারণ আমি খুঁজিয়া পাই নাই। জাতিভেদের মধ্যে 'ছোট-বড়র' কথা নাই। যে ব্রাহ্মণ নিজকে শ্রেষ্ঠ ভাবিবে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করিবার জন্যই তাহার জন্ম এরূপ মনে করিবে, সে ব্রাহ্মণ নহে। ব্রাহ্মণ যদি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া থাকেন, তবে সেবারগুণে তাহা করিয়াছেন।

৩২

# কুইলোনে মহাত্মাজী

( তারের খবর—মার্চ্চ ১২, ১৯২৫ )

মিউনিসিপালিটীর অভিনন্দনের উত্তরে গান্ধিজী বলিয়াছিলেন :—

অস্পৃশ্যতা-প্রথার যত প্রকার কুফল আছে, মালাবারে তার সবগুলি দেখা দিয়াছে। ওয়াইকম সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জানিতাম না 'নিকটে আসাও' অপরাধ। ভারতের যে সব স্থানে প্রায় সার্ব্বজনীন শিক্ষা-বিস্তার হইয়াছে, ত্রিবাঙ্কুর সেই সব সৌভাগ্যশালী স্থানের অন্যতম। লোকে ইঁহাকে উন্নতিশীল রাজ্য বলে। আমি জানি, যাহাদিগকে ভুল করিয়া অবনত শ্রেণী বলা হয়. এখানে তাহাদের জন্য অনেক কাজ করা হইয়াছে। অবনত না বলিয়া নিপীড়িত বলাই ঠিক। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা কতকগুলি লোককে নির্য্যাতন করিয়াছে, ফলে আপনারাই অবনত হইয়া পড়িয়াছে! নিজেকে নীচে না নামাইয়া কেহ সমজাতীয় কাহাকেও নীচে নামাইতে পারে না। যে রাস্তা সার্ব্বজনিক, কাহাকেও সে রাস্তা ব্যবহার করিতে নিষেধ করা কিরূপে সম্ভব তাহা আমার ধারণার অতীত। এই নিষেধাজ্ঞার স্বপক্ষে যত যুক্তি উপস্থিত করা যাইতে পারে, সে সবই ত্রিবাঙ্কুর প্রবেশের পর শুনিয়াছি। কিন্তু আমার মত বদলায় নাই। আমার মনে হয় গোঁড়াদল যাহা লইয়া বিরোধ করিতেছেন তার ভিতর কোন গলদ আছে।

গোঁড়াদের নিকট আমি তিনটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছি ; তাহা লইয়া এখন আলোচনা করিব না। কিন্তু আপনাদের সকলের নিকট অনুরোধ করিতেছি, আপনারা এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করুন।

যদি আমার ন্যায় আপনাদের বদ্ধ-ধারণা হইয়া থাকে, হিন্দু-ধর্ম্মের ভিতর এই গলদ প্রবেশ করিয়াছে, তবে আপনারা নিশ্চই সত্যাগ্রহের সাহায্য করিবেন।

মনে রাখিবেন পৃথিবীর সব ধর্ম্মের এক কঠোর পরীক্ষা চলিতেছে। এযুগে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন ধর্ম্ম টিঁকিতে পারিবে না। প্রত্যেক ধর্ম্মকে বিচার-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করা হইবে। আমি সনাতনী হিন্দু। আমি পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি, আজও বলিতেছি, যদি বেদ উপনিষদ প্রভৃতিতে এমন কিছু দেখি, যাহা বিচার-বুদ্ধি-বিরুদ্ধ তবে অসঙ্কোচে সে সব অগ্রাহ্য করিব। কিন্তু যে সামান্য জ্ঞান লইয়া যতটুকু সময় আমি শাস্ত্রালোচনা করিয়াছি, এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে আমার যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিয়াছি আজকাল ভারতে যে অস্পৃশ্যতা বা 'ছুৎমার্গ' চলিতেছে, কোন শাস্ত্র তার সমর্থন করে না। ভারতবর্ষ বিদ্বানের দেশ। আমি যাহা বলিলাম তাহা প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলে, গোঁড়াদের মত সমর্থন-কারী যে সব শ্লোক দেখিবেন, সেই শ্লোকগুলি আমাকে যেন দেখান। আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, সময় মত আমাদের নিদ্রা-ভঙ্গ না হইলে, হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইতে পারে।

## ওয়াইকম্ স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য

কেহ কেহ ওয়াইকম্-সম্বন্ধে আমাকে সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি সহিষ্ণুতা একটি মহৎ গুণ। গত ৪০ বৎসর ধরিয়া আমি সামান্যভাবে ইহা অভ্যাস করিতেছি। কিন্তু যে পাপ হিন্দু-ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছে, সে সম্বন্ধে আর সহিষ্ণু থাকিতে পারি না। আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই পাপের প্রতি অসহিষ্ণুতা-

প্রদর্শনকে ধর্ম্মের কাজ মনে করুন। আমার কথা লক্ষ্য করিবেন, আমি গোঁড়াদের প্রতি অসহিষ্ণু হইতে বলিতেছি না, নিজেদের প্রতি হইতে বলিতেছি। যতদিন ভারত এই পাপ হইতে মুক্ত না হইবে, ততদিন বসিয়া থাকিবেন না। যদি একটু নড়া-চড়া করেন এবং নিজেদের দৃঢ়-বিশ্বাসের কথা মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করেন, তবে গোঁড়ামীর বাধা নষ্ট হইবে। নিজের মত জোরের সহিত প্রচারই সত্যাগ্রহ। কথার জোরে হইবে না; কাজের জোর চাই। কাজে জোর দেওয়ার অর্থ দুঃখ-স্বীকার করিয়া কাজ করা। যদি সত্যাগ্রহীদের কাজে সামান্য জুলুমও দেখেন, তবে তাহাদিগকে ইচ্ছামত ভৎর্সনা করুন কিন্তু যদি বোঝেন সাধুসংকল্প পরিচালিত হইয়া তাহারা গোঁড়াদের মতের বিরুদ্ধে চলিতেছে এবং সহিষ্ণুতার সহিত সব দুঃখ বরণ করিয়া লইতেছে, তবে তাহাদিগকে সাহায্য করুন।

সত্যাগ্রহ উভয়পক্ষের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। ইহা পৃথিবীতে স্থায়ী হইবার জন্য আসিয়াছে। জগতের কোন শক্তি ইহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। ইহা অমূল্য রত্ন-স্বরূপ। যাহারা ইহা অবলম্বন করে, ও যাহাদের বিরুদ্ধে ইহা প্রযুক্ত হয়, ইহা তাহাদের সকলের পক্ষেই মঙ্গলদায়ক। ইহাতে কাহারও ভয়ের কিছু নাই। আমি ইচ্ছা করি শিক্ষিত আপনারা সত্যাগ্রহ জিনিষটি যে কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। বুঝিলে আমার মতে সায় দিয়া বলিবেন, যথাযথভাবে অনুসৃত হইলে ইহা অতুলনীয়।

---

৩৩

# ওয়াইকম্ সত্যাগ্রহ

## ইয়ং ইণ্ডিয়া—১৯শে মার্চ্চ, ১৯২৫

আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি প্রথম হইতেই, ওয়াইকম আন্দোলনকারীরা জোর করিয়া গোঁড়াদের মত বদলাইতে চেষ্টা না করিয়া, ভাব-প্রচার দ্বারা ইহা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। গোঁড়াদের বিরুদ্ধে যে অনশন-ব্রত আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা এজন্য ত্যাগ করা হয়। গভর্ণমেণ্ট যাহাতে জোর করিয়া কিছু না করেন সে জন্য বেড়ার মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে। এই হেতু পুলিশকে ধোকা দেওয়ার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। দেখা গিয়াছে, সংস্কারকদের নিকট যাহা অন্যায় ও পাপপূর্ণ ঠেকে গোঁড়াদের নিকট তাহাই ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। সত্যাগ্রহীরাই গোঁড়াদের বিচার-বুদ্ধিকে জাগ্রত করিবে। কিন্তু যাহাদের ধারণা বদ্ধমূল, কেবলমাত্র যুক্তি দ্বারা তাহাদের মত পরিবর্ত্তন করা যায় না। সত্যাগ্রহীদিগকে দুঃখভোগ করিতে দেখিলে তাহাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিবে ; যুক্তিতর্কে কোন ফল হইবে না। ওয়াইকম সত্যাগ্রহ সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ধৈর্য্যের সহিত দুঃখ সহিতে প্রস্তুত থাকিলে, সত্যাগ্রহীরা সুনিশ্চিত জয়লাভ করিবে।

### পংক্তিভোজন

জনৈক পত্র-লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন, "বিভিন্ন জাতির বালকেরা এক ছাত্র-নিবাসে থাকিলে, তাহাদিগকে কি এক খাওয়ার ঘরে একসঙ্গে

বসিয়া খাইতে বাধ্য করা উচিত?" প্রশ্নটি ঠিকভাবে করা হয় নাই। উত্তরে বলিব,—"বালকদিগকে এরূপে খাইতে বাধ্য করা যায় না। পূর্ব্ব হইতে কথাবার্ত্তা না থাকিলে, এক জাতির বালককে অন্য জাতির বালকের সহিত পংক্তিভোজন করিতে বাধ্য করিলে যেরূপ অন্যায় হয়, যাহারা পংক্তিভোজনে ইচ্ছুক ছাত্রাবাসের কর্ত্তা তাহাদিগকে তাহা করিতে না দিলেও সেরূপ অন্যায় হয়। কোন বিশেষ নিয়ম না থাকিলে, ধরিয়া লইতে হইবে, দেশ-প্রচলিত প্রথা অনুসারে স্বতন্ত্র স্থানে বসিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। পংক্তিভোজন ব্যাপারটি বড় জটিল। আমার মতে এ বিষয়ে কোন বাঁধাবাধি নিয়ম চলে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না যে পংক্তিভোজন সংস্কারের পক্ষে প্রয়োজনীয়। অবশ্য আমি ইহাও বুঝি এই বাধা না মানিবার পক্ষেও অনেকে আছেন। এই নিষেধের পক্ষে এবং বিপক্ষে দুইদিকেই যুক্তি দেখান যাইতে পারে। আমি মনে করি না কেহ কাহারও সহিত খাইলে অথবা না খাইলে কোন পাপ হয়। আমি জোর করিয়া দ্রুত সংস্কার আনিতে চাই না। অন্যের মতকে অগ্রাহ্য করিয়া কেহ যদি এই বাধা-নিষেধ ভাঙ্গিতে যায়, তবে আমি তাহাতে বাধা দিব। আমি সকলের মতকেই শ্রদ্ধা করি।

---

৩৪

# সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য

## ইয়ং ইণ্ডিয়া—১৯শে মার্চ্চ, ১৯২৫

আমি তোমাদিগকে আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকটা ভুলিয়া যাইতে বলি। এই আন্দোলন ধর্ম্মমূলক। আমরা হিন্দু-ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতে চাহিতেছি। আমাদিগকে যুগসঞ্চিত কুসংস্কারের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। যাহাদিগকে মন্দিরের চারিপাশের রাস্তায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না, সার্ব্বজনিক রাস্তায় তাহাদের অবাধ-প্রবেশ সহজ-সাধ্য করা এই মহান আন্দোলনের সামান্য অংশ মাত্র। ওয়াইকমের রাস্তাগুলি সকলের জন্য খোলা হইলে যদি আমাদের কাজ শেষ হইত, তবে আমি ইহা লইয়া মাথা ঘামাইতাম না। এরূপ ভাবা ভুল। ঐ রাস্তা অবশ্য খোলা হইবে। কিন্তু ইহা আন্দোলনের আরম্ভ মাত্র। আমরা চাই ত্রিবাঙ্কুরের সমস্ত রাস্তায় অস্পৃশ্যরা অবাধে চলা-ফেরা করুক। কেবল ইহাতে হইবে না, যাহাদিগকে আমরা অস্পৃশ্য করিয়াছি এবং দূরে রাখিয়াছি, তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। এজন্য মহান স্বার্থত্যাগ দরকার। বিপক্ষের উপর জবরদস্তি করিয়া আমরা কোন কাজ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা জুলুমের সাহায্যে মত পরিবর্ত্তন করিব না। ধর্ম্মের ভিতর জবরদস্তি আমদানি করিলে, আমরা আত্ম-ঘাতী হইব। কঠোর অহিংসার পথে অর্থাৎ নিজেরা দুঃখ সহিয়া আমরা সংগ্রাম চালাইব। ইহাই সত্যাগ্রহ।

এখন কথা হইতেছে এই, তোমাদিগকে যে সব দুঃখ দেওয়া হইবে, অথবা উদ্দেশ্যের দিকে চলিতে চলিতে যে দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন তোমা-

দিগকে হইতে হইবে, সে সব কি তোমরা সহিতে পারিবে? দুঃখভোগ করার সময়ও, বিপক্ষের প্রতি তোমাদের যেন কোন আক্রোশ না থাকে। কলের মত কাজ করিলে চলিবে না। বিরোধীদিগকে ভালবাসিতে হইবে। নিজের উদ্দেশ্যকে যেমন সৎ মনে কর, তাহাদের উদ্দেশ্যকেও তেমনি সৎ মনে করিবে। জানি এ কাজ শক্ত। স্বীকার করিতেছি, যাহারা অস্পৃশ্যদিগকে মন্দিরের রাস্তায় চলিতে দিবার বিরোধী, তাহাদের সহিত যখন কাল এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলাম, তখন এরূপ ভাবা আমার পক্ষে শক্ত ছিল। স্বীকার করি, তাহারা স্বার্থের কথা বলিয়াছিলেন। তবে কিরূপে আমি তাহাদের উদ্দেশ্যকে সৎ মনে করিব? এই বিষয় লইয়া কাল চিন্তা করিয়াছিলাম, আজ সকালে চিন্তা করিয়াছি। নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "তাহাদের স্বার্থ বা লাভ কি? তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধ করিতে চান। কিন্তু আমরাও ত আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধ করিতে চাই! তবে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যকে পবিত্র ও নিঃস্বার্থ মনে করি। কিন্তু কে বলিয়া দিবে কাহাদের কাজ নিঃস্বার্থ এবং কাহাদের কাজ স্বার্থযুক্ত? স্বার্থহীনতাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ধরণের স্বার্থ হইতে পারে।" তর্কের খাতিরে আমি এ কথা বলি নাই। আমি ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। তাহারা যে ভাবে এই সমস্যাকে দেখেন, আমি সেইভাবে এই সমস্যাকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছি। কাল তাঁহারা যে ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন, হিন্দু না হইলে সে ভাবে আলোচনা করিতেন না। যে মুহূর্ত্তে আমরা বিপক্ষদের ভাবে ভাবিতে শিখিব, তখন হইতেই আমরা তাহাদের প্রতি ন্যায়-ব্যবহার করিতে পারিব। ইহা করিতে হইলে নির্লিপ্ত মনের প্রয়োজন। এ অবস্থায় পৌঁছা খুব শক্ত। তথাপি সত্যাগ্রহীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনের অবস্থা কল্পনা করিয়া,

তাহাদের অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, পৃথিবী হইতে তিন-চতুর্থাংশ দুঃখ ও ভ্রম চলিয়া যাইত। এরূপ করিলে আমরা হয় বিপক্ষের সহিত একমত হইব, না হয় তাহাদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করিব। আমাদের আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া, এক্ষেত্রে অবশ্য একমত হওয়ার কোন কথা উঠিতে পারে না।

কিন্তু বিরোধীদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভাল হইতে পারে, এবং আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে তাহারা যাহা বলেন, তাহাই তাহাদের মনের কথা। যাহাদিগকে ঐ রাস্তায় চলিতে দেওয়া হয় না, তাহাদিগকে উহা ব্যবহার করিতে দিবার ইচ্ছা বিরোধীদের নাই। স্বার্থ অথবা অজ্ঞতা যে জন্যই তাহারা ইহা করুক না কেন, আমরা ভাবি তাহারা ভুল করিতেছেন। তাহাদের ভুল দেখাইয়া দেওয়া আমাদের কাজ। দুঃখভোগ দ্বারা ইহা করিতে হইবে। দেখিয়াছি যেখানে অন্ধ-বিশ্বাস পুরাতন, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহা কেবল যুক্তি-তর্কের সাহায্যে দূর করা যায় না। দুঃখ-ভোগ ও ত্যাগ দেখিলে বিচার-বুদ্ধি জাগ্রত হয় ও জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায়। অতএব আমাদের কোন কাজে বাধ্য-বাধকতা থাকিবে না। আমরা কখনও অধৈর্য্য হইব না; এবং উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়ের উপর আমাদের অটল বিশ্বাস থাকিবে। বর্ত্তমানে আমরা এই ভাবে কাজ করিতেছি—আমরা চারিটি বেড়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হই; সেখানে আমাদিগকে থামাইয়া দিলে বসিয়া বসিয়া সূতা কাটি। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতেছে। আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে এইভাবে রাস্তা একদিন খুলিবে। জানি এই উপায় অনেক কঠিন ও সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু যদি সত্যাগ্রহের শক্তিতে তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে আনন্দের সহিত তিল তিল করিয়া এই দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবে এবং দিনের পর দিন যখন ভীষণ রৌদ্রে

বসিয়া থাকিবে, তখন কোন অসুবিধা বোধ করিবে না। যদি এই কাজে, কার্য্যসাধনের উপায়ে ও ভগবানে তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে প্রখর রৌদ্র তোমাদের নিকট শীতল ছায়ার ন্যায় ঠেকিবে। তোমরা কখনও থিটিমিটি করিও না এবং হয়রাণ হইয়া বলিত না, "আর কত দিন!" হিন্দুরা যে পাপ করিয়াছে, তার প্রায়শ্চিত্তের পক্ষে ইহা অতি সামান্য।

আমাদের ধর্ম্মে যথেষ্ট গলদ প্রবেশ করিয়াছে। জাতি-হিসাবে আমরা অলস হইয়া পড়িয়াছি—সময়ের মূল্য-জ্ঞান আমাদের নাই। স্বার্থ দ্বারাই আমরা পরিচালিত হই। আমাদের দেশের খুব বড় বড় লোকের মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষ আছে। আমরা পরস্পরের প্রতি অনুদার। এ সব ক্রুটী দেখাইয়া না দিলে, ইহা হইতে মুক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। অবিরত সত্যানুসন্ধান এবং সত্যে পৌছিবার দৃঢ় সংকল্পই সত্যাগ্রহ। আমি আশা করি, তোমরা যে কাজ করিতেছ তার মূল্য বুঝিতে চেষ্টা করিবে। ইহা বুঝিলে তোমাদের পথ সুগম হইবে—কারণ বিপদ দেখিলে তোমরা আনন্দিত হইবে এবং সমস্ত লোক যখন নিরাশ হইবে তোমরা তখন আশায় বুক বাঁধিয়া হাসি মুখে কাজ করিবে। ধর্ম্ম-গ্রন্থে ঋষি ও কবিগণ যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সে গুলি আমি মানি। আমি অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করি সুধন্বা বলিয়া কেহ ছিলেন এবং তাঁহাকে যখন কড়াইএর উপর ফুটন্ত গরম তৈলে ডুবান হইয়াছিল, তখন তিনি হাসিতেছিলেন। কারণ উত্তপ্ত তৈলে অবস্থান করা অপেক্ষা ভগবানকে ভুলিয়া যাওয়া তাঁর পক্ষে অধিক কষ্টদায়ক ছিল। সুধন্বার উৎসাহের এক কণামাত্র যদি আমাদের থাকিত, তবে এখানেও ছোট রকমে ইহার ফল বুঝিতে পারা যাইত।

৩৫

# কঠিন সমস্যা

## ইয়ংইণ্ডিয়া—১৯শে মার্চ্চ, ১৯২৫

অন্ধ্রদেশের এক পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন :—

"বাংলার এক চিঠির উত্তরে আপনি লিখিয়াছেন, উচ্চশ্রেণীর লোকের অস্পৃশ্যদের হাতের জলপান করিতে ইতস্ততঃ করা উচিত্ নহে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, অন্ধ্রদেশ ও দক্ষিণভারতে ব্রাহ্মণগণ অব্রাহ্মণের হাতের জল গ্রহণ তো করেনই না বরং তাহাদের মধ্যের বেশী গোঁড়ারা অ-ব্রাহ্মণদিগকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবেন না ? * * * আপনি কি জানেন, ১০০ গজ দূর হইতে অ-ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের খাদ্যদ্রব্য দেখে, তবে ব্রাহ্মণের খাওয়া নষ্ট হয় ? আর এক কথা, খাওয়ার সময় যদি কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রের কোন কথা শোনেন তবে তিনি তৎক্ষণাৎ রাগের বশে উঠিয়া পড়িবেন এবং সারাদিন কিছুই খাইবেন না। ইহাতে কি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা ভাণ করা হয় না ? আমি নিজে ব্রাহ্মণ যুবক। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে এসব লিখিলাম।"

অস্পৃশ্যতা বহুমুখী রাক্ষস। ধর্ম্ম ও নীতির দৃষ্টিতে ইহা এক গভীর সমস্যা। আমার মতে পংক্তিভোজন সামাজিক ব্যাপার। বর্ত্তমান অস্পৃশ্যতার পিছনে কতকগুলি লোকের প্রতি ঘৃণারভাব অবশ্য লুক্কায়িত আছে। ইহা সমাজের মর্ম্মস্থলকে ঘুণ ধরার ন্যায় করিয়াছে, এবং মানুষের অধিকারকে অস্বীকার করিতেছে। পংক্তি-ভোজন ও অস্পৃশ্যতা এক জিনিষ নহে। সমাজ-সংস্কারকদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ তাহারা যেন এই দুইটিকে এক না ভাবেন। যদি তাহারা এরূপ করেন, তবে

তাহারা অস্পৃশ্য ও দুরিতদের ক্ষতি করিবেন। এই ব্রাহ্মণ পত্রলেখকের অসুবিধা খাঁটি অসুবিধা। ইহাতে বোঝা যাইতেছে, এই অন্যায় কতদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মণ অর্থে ন্যায়পরায়ণতা, নম্রতা, আত্ম-বিস্মৃতি, ত্যাগ, পবিত্রতা, সাহস, ক্ষমা, এবং সত্যজ্ঞান বুঝিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই পবিত্র-ভূমি ব্রাহ্মণ-অ-ব্রাহ্মণের বিবাদে অভিশপ্ত। অনেক স্থলে ব্রাহ্মণই আপনার মহত্ত্ব নষ্ট করিয়াছেন। এই মহত্ত্বের দাবী তাঁহারা কখনও করেন নাই; কিন্তু সেবাদ্বারা ইহার অধিকারী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ যাহা ন্যায্যতঃ দাবী করিতে পারেন না, তাহা পাইবার জন্য এখন বিশেষ চেষ্টা করিতে-ছেন। এ জন্য ভারতের কোন কোন স্থানে অ-ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে ঈর্ষ্যা করিতেছেন। হিন্দু-ধর্ম্ম ও দেশের সৌভাগ্য যে পত্রলেখকের ন্যায় আরও ব্রাহ্মণ দেশে আছেন। তাহারা এইরূপ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে পুর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করিতেছেন এবং অ-ব্রাহ্মণদিগকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করিয়া পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ অগ্রণী হইয়া অস্পৃশ্যতা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং শাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

পত্রলেখক যে কথা বলিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণদিগকে আমি সেই কথা বলি। তাহারা যেন সময়ের গতি লক্ষ্য করেন, উচ্চ-নীচ ভেদরূপ মিথ্যা ধারণা অন্তরে পোষণ না করেন, এবং অ-ব্রাহ্মণকে দেখিলে পাপ হইল অথবা তার আওয়াজ শুনিলে খাওয়া নষ্ট হইল মনে না করেন। ব্রাহ্মণগণই জগতকে শিক্ষা দিয়াছিলেন সব জিনিষের ভিতর ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে। তবে নিশ্চয়ই বাহিরের কিছু কাহাকেও অপবিত্র করিতে পারে না। ভিতরের জিনিষই লোককে অপবিত্র করে। ব্রাহ্মণগণ পুনরায় এই বাণী প্রচার করুন কুচিন্তাই অস্পৃশ্য ও দূরে রাখিবার যোগ্য।

ব্রাহ্মণ জগতকে শিক্ষা দিয়াছে, "আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ" মানুষ নিজেই আপনার উদ্ধারকর্ত্তা এবং নিজেই আপনার শত্রু ও ধ্বংস কর্ত্তা।

অন্ধ-পত্র-লেখকের কথায় অ-ব্রাহ্মণগণ যেন ক্ষুব্ধ না হন। এই পত্র লেখকের ন্যায় অপর অনেক ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্যদের জন্য খাটিতেছেন। অল্প কয়েকজনের পাপের জন্য তাহারা যেন সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি ঘৃণা-পোষণ না করেন, আমার আশঙ্কা হইতেছে এইভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহারা দুর্ব্ব্যবহার করে, তাহাদের নিকট হইতে অ-ব্রাহ্মণ-গণ যেন ভাল ব্যবহার আশা না করেন। কোন পথিক যদি আমার দিকে না তাকায়, অথবা আমার স্পর্শ উপস্থিতি কিংবা আওয়াজ হেতু নিজেকে অপবিত্র মনে করে, তবে আমার অপমান হইল ভাবিব না। তাহার হুকুমে রাস্তা না ত্যাগ করিলে, সে শুনিবে এই ভয়ে কথা বলা বন্ধ না করিলেই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা অথবা কুসংস্কারের বশে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহাকে আমি কৃপার চোখে দেখিব, কিন্তু তাহার প্রতি কখনও বিরক্তি ও অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিব না, কারণ আমাকে কেহ অবজ্ঞা করিলে আমার খারাপ ঠেকে। সংযমের অভাব হইলে অ-ব্রাহ্মণগণ পরাজিত হইবেন। সব চেয়ে বড় কথা এই তাহারা যেন সীমা লঙ্ঘন করিয়া সাহায্যকারী ব্রাহ্মণদিগকে বিপদে না ফেলেন। ব্রাহ্মণগণ হিন্দুধর্ম্ম ও মানব জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুষ্পস্বরূপ। এমন কোন কাজ আমি করিব না, যাহাতে ইহা শুকাইতে পারে। জানি ইহা আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ। এ পর্য্যন্ত ইহা অনেক ঝঞ্চা বিপদ কাটাইয়াছে। এ কথা যেন কেহ বলিতে পারে না যে, অ-ব্রাহ্মণগণ এই ফুলের সুগন্ধ ও সৌন্দর্য্য হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি চাই না ব্রাহ্মণদিগকে ধ্বংস করিয়া অ-ব্রাহ্মণগণ উন্নতি করুক। আমি ইচ্ছা করি পূর্ব্বে

ব্রাহ্মণগণ উন্নতির যে শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, উহারাও সেখানে উঠুন। জন্মহেতু লোকে ব্রাহ্মণ হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব জন্মগত নহে। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ব্যক্তিও আপনার শক্তির বিকাশ করিয়া ইহার অধিকারী হইতে পারে।

৩৬

# ওয়াইকম সত্যাগ্রহ

হিন্দী-নবজীবন, ২রা এপ্রিল, ১৯২৫

যেখানে শিক্ষার এত প্রচার হইয়াছে, যেখানে রাজতন্ত্র ভালভাবে চলিতেছে, যেখানে প্রজারা সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, সেখানে অস্পৃশ্যতা এরূপ ভয়ঙ্করভাবে থাকে কেন? প্রাচীন রীতিনীতির বাহাদুরী এইস্থানে। একটু পুরাতন হইলে অজ্ঞানতা জ্ঞানের নামে চলিয়া যায়। এখানে আমার এমন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে যাহারা সরলভাবে বিশ্বাস করেন, মন্দিরের আশপাশের রাস্তা দিয়া খৃষ্টান যাতায়াত করিলে দোষ হয় না; কিন্তু অস্পৃশ্যদের কাহারও এমন কি উকীল ব্যারিষ্টারের পর্য্যন্ত সেখানে যাওয়া ঠিক নহে। এখানে অস্পৃশ্যদের এক স্বামিজী (গুরু) আছেন। ইনি স্নানাহ্নিকাদি করেন এবং ভাল সংস্কৃত জানেন। ইনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার হাজার শিষ্য এবং কয়েক হাজার বিঘা জমি আছে। স্বামিজী অদ্বৈতাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন

ইনিও ঐ রাস্তায় চলিতে পারেন না। ঐ মন্দিরের অবস্থান কিরূপ? ইহার আশপাশে চার হাতের বেশী উঁচু দেয়াল আছে। তার বাহিরে সড়ক। ঐ সড়ক দিয়া গাড়ী-ঘোড়াও চলে। কিন্তু কোন অস্পৃশ্যকে ওখানে যাইতে দেওয়া হয় না। এই অজ্ঞানতা, এই অন্যায় দূর করার জন্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। সনাতনীদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অস্পৃশ্যতার পক্ষে তাহারা অনেক প্রমাণ পেশ করিলেন। কিন্তু তাহাদের কথায় সেরূপ যুক্তি কিছু ছিল না। পরিশেষে আমি তিনটি প্রস্তাব করিয়াছিলাম; উহার একটিতে রাজী হইলে আমি সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতাম। কিন্তু তাহারা রাজী হইলেন না।

আন্দোলন এখনও চলিতেছে। লোকে আমার প্রস্তাব পছন্দ করে। এজন্য আশা হয় বিরোধের মীমাংসা অল্পদিনের মধ্যে মঙ্গল-মত হইবে। কিন্তু সবই সত্যাগ্রহীদের বিনম্র ব্যবহার ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। আমার অবিচলিত বিশ্বাস আছে, সত্যাগ্রহীরা স্বেচ্ছায় যাহা বরণ করিয়ায়াছেন, তার মর্য্যাদা যদি তাহারা লঙ্ঘন না করেন, তবে আন্দোলনের পরিণাম শুভ না হইয়াই পারিবে না।

---

৩৭

# ওয়াইকম সত্যাগ্রহ

ইয়ংইণ্ডিয়া—২রা এপ্রিল ১৯২৫

*　*　*　*　*

সত্যাগ্রহীরা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতিপত্তি ও গৌরব রক্ষা করিবেন; তাহাদের উপর এ কাজের ভার ন্যস্ত আছে। রাস্তা ও মন্দির অস্পৃশ্যদের জন্য খোলা হইলে, আন্দোলন শেষ হইবে না। যে সব গলদ হিন্দু-ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে, সে সব দূর করিয়া ইহাকে শুদ্ধ করিবার জন্য যে গৌরব-ময় মহা আন্দোলন চলিতেছে, ইহা তাহার আরম্ভ মাত্র। যাহারা বিপক্ষের কথা ভাবিবেন না অথবা গোঁড়াদের প্রত্যেক ধারণাকে অগ্রাহ্য করিবেন তাহারা সংস্কারক নহে। লোকের সহিত তাহাদের ব্যবহার খাঁটী হইবে, এবং শাস্ত্রে যাহা মহান এবং ভাল তাহাকে তাহারা শ্রদ্ধা করিবেন। গভীর চিন্তা না করিয়া তাহারা যেন কোন শাস্ত্র বাক্যকে অগ্রাহ্য না করেন—এই উদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যের কয়েক জন যেন সংস্কৃত পড়েন এবং শাস্ত্রসম্মত উপায়ে ধর্ম্মসংস্কার করার উপায় নির্দ্দেশ করেন। তাহারা যেন ব্যস্ত না হন। সত্য ও অহিংসা নীতির পথে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নির্ভিকভাবে সব রকম উপায় অবলম্বন করিয়া প্রাচীনকালের ঋষিদের বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার সহিত সুদিনের আশায় তাহারা যেন থাকেন।

## মন্দির প্রবেশ

সকলের জন্য রাস্তা খোলা হইলেই আন্দোলন শেষ হইবে না—তখন আন্দোলন আরম্ভ হইবে মাত্র। বেশীর ভাগ মন্দির, সার্ব্বজনিক কূপ

ও বিদ্যালয়ে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ন্যায় তাহাদের প্রবেশাধিকার থাকিবে। অবশ্য সত্যাগ্রহীদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য ইহা নহে। আমরা জোর করিয়া কিছু করিতে যাইব না। প্রায় সব বিদ্যালয়ে অস্পৃশ্যরা পড়িতে পারে। মন্দির ও সার্ব্বজনিক কূপ তাহারা ব্যবহার করিতে পারে না। এজন্য লোকমত গঠন করিতে হইবে, সংস্কার সাধিত হওয়ার পূর্ব্বে বেশীর ভাগ লোককে এই মতে আনা চাই। ইতিমধ্যে কতকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ এবং পুষ্করিণী অথবা কূপ খনন করা চাই—এগুলি যেন অস্পৃশ্য ও অন্য হিন্দুরা ব্যবহার করিতে পারে। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, অস্পৃশ্যতা আন্দোলন আশ্চর্য্যগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। আগ্রহের অতিশয্যে যেন আমরা ইহার উন্নতিতে বাধা না দি। কোন বিশেষ বংশে জন্মিয়াছে বলিয়া কাহাকেও ছুঁইলে দোষ হয় যে দিন এই ধারণা নষ্ট হইবে, সেদিন অন্যান্য সংস্কার আপনা হইতে সাধিত হইবে।

———

৩৮

# কন্যাকুমারী দর্শন

## মূর্ত্তিপূজা ও অস্পৃশ্যতা

হিন্দী-নবজীবন—২রা এপ্রেল ১৯২৫

*　　*　　*　　*　　*

এই প্রকারে পবিত্র হইয়া আমরা মন্দিরে গেলাম। আমি অস্পৃশ্যতা-নিবারণের পক্ষপাতী। তার উপর নিজেকে ভাঙ্গী ( মেথর ) বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম বলিয়া আমার কিছু আশঙ্কা হইতেছিল আমাকে প্রবেশ করিতে দিবে কি না। মন্দিরের অধিকারীকে আমি বলিলাম তাহার দৃষ্টিতে যেখানে আমার যাওয়ার অধিকার নাই, সেখানে যেন তিনি আমাকে না লন—অমি তাঁর নিষেধ মানিব। তিনি বলিলেন, "দেবীর দর্শন সাড়ে পাঁচটার পরে হইবে, আর আপনি আসিয়াছেন চারটার সময়। অপর সব দর্শনীয় জিনিষ আপনাকে দেখাইব। যেখানে দেবী আছেন, কেবল সেই যায়গায় আপনার যাওয়া নিষেধ। বিলাত-ফেরত সকলকেই এই বাধা মানিতে হয়।" আমি বলিলাম, "খুসী হইয়া আমি ইহা পালন করিব।" এই সব কথাবার্ত্তার পর অধিকারী মহাশয় আমাকে ভিতরে লইয়া গেলেন এবং সেখানকার সব স্থান দেখাইলেন।

এই সময় মূর্ত্তি-পূজক হিন্দুর অজ্ঞানতা দেখিয়া আমার কষ্ট হয় নাই; বরং তাহাদের জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাইয়া আমি সুখী হইলাম। মূর্ত্তি-পূজার প্রবর্ত্তন করিয়া হিন্দুরা এক ঈশ্বরকে বহু বলিয়া স্বীকার করে নাই; তাহারা জগতকে দেখাইয়াছে যে লোকে নানারূপে ভগবানের পূজা করিতে পারে এবং করিবে। আপনাদিগকে মূর্ত্তিপূজক না বলিলেও

খৃষ্টান এবং মুসলমানও এক প্রকার মূর্ত্তিপূজক। কারণ তাহারাও গীর্জ্জা এবং মসজিদে যান। সেখানে গেলে বেশী পবিত্র হওয়া যায় এই ধারণার ভিতর মূর্ত্তিপূজা আছে। ইহাতে কোন দোষ নাই। কোরাণ অথবা বাইবেল পাঠে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে ইহাতেও মূর্ত্তিপূজার ভাব আছে ইহাও দোষের নহে। হিন্দুগণ আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছে, যার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপে ভগবানের পূজা করিতে পারেন। পাথর অথবা সোনারূপার মূর্ত্তিকে ঈশ্বর মনে করিয়া ধ্যান করিয়া যে ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হইবে তারও মোক্ষ লাভের পূর্ণাধিকার আছে। মন্দির প্রদক্ষিণ করার সময় এই সব কথা আমার মনে আসে।

কিন্তু ওখানেও সুখের মধ্যে আমার দুঃখ হইয়াছিল। আমি বিলাত গিয়াছি বলিয়া আমাকে দেবীর নিকট যাইতে দেওয়া হইল না। কিন্তু অস্পৃশ্যদিগকে তো জন্মগত কারণে ওখানে যাইতে দেওয়া হয় না। কিরূপে ইহা সহ্য করা যায়? ইহাতে কি কন্যাকুমারী অপবিত্র হইয়া যাইবেন! প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া কি ইহা এই ভাবে চলিবে! মনের ভিতর হইতে উত্তর আসিল, চিরদিন এমন ছিল না। অনেক দিন ধরিয়া এরূপ চলিয়া আসিলেও, পুরাতন হইলেও ইহা পাপ। পুরাতন ও জমা হইলেও পাপ কখনও পুণ্য হয় না। এজন্য আমার মনে আরও দৃঢ় ধারণা হইয়াছে এই কলঙ্ক দূর করার জন্য প্রত্যেক হিন্দুর মহাযজ্ঞ করা উচিত।

---

৩৯

# কাথিয়াবাড়ের অস্পৃশ্য বালিকা

( শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই )

ইয়ংইণ্ডিয়া—১৬ই এপ্রিল, ১৯২৫

ম্যাংরোল নামক স্থানে এক সভা হইতেছিল। রাত্রি ১০টা বাজিয়াছে। অস্পৃশ্যদের চারিদিকে কাছি দিয়া ঘেরা হইয়াছে। সভার একজন উদ্যোক্তা বলিলেন, অস্পৃশ্য বালিকারা কোণে দাঁড়াইয়া একটা গান করিলে যেন গান্ধীজী সভার কাজ আরম্ভ করেন।

গান্ধীজী বলিলেন, "থামুন আপনারা। উহাদিগকে গান করিতে বলার পূর্ব্বে, আমার একটা কথা শুনুন। আপনারা দেখিয়া থাকিবেন, এতক্ষণ আমি অস্পৃশ্যদের দিকে তাকাইয়া ছিলাম। যদি আমি এত-দূরে বসিয়া অস্পৃশ্য বালিকাদের গান শুনি, তবে কংগ্রেস-কমিটির তরফ হইতে আপনারা আমাকে যে মান-পত্র দিয়াছেন, তার কোন অর্থ থাকে না; আর আমি নিজেকে মেথর ও দরিদ্রের বন্ধু ভাবিয়া যে গৌরব অনুভব করি, তাহাও শূন্যগর্ভ প্রমাণিত হয়। আপনারা যাহা একবিন্দু বিশ্বাস করেন না, সেই সব শ্লোক গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমার প্রশংসা করায় লাভ কি? আপনারা সে সব প্রশংসা করিয়াছেন তাহা যদি অন্তরের কথা হয়, তবে অস্পৃশ্যদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আপনাদের মধ্যে বসান। যদি আপনারা মনে করেন, ইহা আপনারা করিতে পারেন না, আপনারা যে মান-পত্র দিয়াছেন তাহা লোক দেখানর জন্য এবং উহার ভিতর কোন সত্য কথা নাই, তবে নির্ভিকভাবে সে কথা বলুন। তখন আমি সানন্দে তাহাদের মধ্যে

গিয়া বসিব এবং সেথান হইতে আমার যা কিছু বলার তা বলিব। উহাই আমার উপযুক্ত স্থান। আপনারা যেন মনে না করেন, আমাকে অস্পৃশ্যদের সহিত বসিতে বলিলে আমার দুঃখ হইবে অথবা আমি নিজেকে অপমানিত মনে করিব।

সকলের মত জিজ্ঞাসা করা হইল। দেখা গেল এক হাজারের বেশী লোক অস্পৃশ্যদিগকে অপর সকলের সহিত বসিতে দিবার পক্ষে; প্রায় ত্রিশজন বিপক্ষে। কোন নারী বিপক্ষে মত দেন নাই। গান্ধীজী বলিলেন, "আমি উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি। আমার পক্ষে বহু এবং বিপক্ষে অল্প লোক আছেন। যাহারা সংখ্যায় কম, তাহাদিগকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি, তাহারা যেন এমন যায়গায় গিয়া বসেন যাহাতে আমাদের স্পর্শে তাহারা অপবিত্র না হন। যদি ইহাতে তাহারা অপমান বোধ করেন, তবে আমি অস্পৃশ্যদের মধ্যে গিয়া বসিতে প্রস্তুত আছি।" এই কথা শুনিয়া গোঁড়াদের মুখপাত্র রূপে একজন উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ইনি গান্ধীজীর প্রশংসাসূচক গান রচনা করিয়া সুন্দরভাবে গাহিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ। আপনার কথায় আমি দারুণ বেদনা পাইয়াছি। আমি আপনাকে অস্পৃশ্যদের মধ্যে গিয়া বসিতে বলি—আমার বিশ্বাস আমাদের দলের সকলের ইচ্ছাই এইরূপ। দূর হইতে আমরা আপনার কথা শুনিব। গান্ধীজী বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছেন। আমি যাইতেছি। যাহারা আমার পক্ষে মত দিয়াছেন তাহাদিগকে একটি কথা বলি। এইরূপ ক্ষেত্রে অধিকার থাকিলেও, আমাদের এমন কিছু করা ঠিক নহে, যাহাতে কাহারও অন্তরে বেদনা লাগিতে পারে। সেজন্য আমাকে বেশীলোকের মতানুসারে চলিতে বলিবেন না; অস্পৃশ্যদের ভিতর বসিবার অনুমতি আমাকে দিন।"

এক ব্যক্তি কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আর না। এইরূপ অন্যায়-ভাবে সভার বন্দোবস্ত করা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা। আপনাকে ওখানে অস্পৃশ্যদের মধ্যে গিয়া বসিতে বলিলে আমাদের অপরাধ বাড়িবে।" গান্ধীজী বলিলেন, "আমি বুঝিতেছি আপনারা অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেছেন। এ জন্য আপনারা নিজদিগকে ধন্যবাদ দিন। প্রথম হইতে যদি অস্পৃশ্যদিগকে আপনাদের মধ্যে বসাইতে চেষ্টা করিতেন, তবে আমিই আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু আপনারা তাহাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন, এবং আমার কথায় আপনাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে যাইবার অনুমতি দিন—ইহাতে কোন দোষ লইবেন না।" ইহা বলিয়া গান্ধীজী অন্ধকারে অস্পৃশ্যগণ যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু গোঁড়াদের ভিতর হইতে আর এক ব্যক্তি উঠিয়া মুখপাত্র-স্বরূপ প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "এখানে থাকিতে চাওয়া আপনার পক্ষে অন্যায়। আপনার বোঝা উচিত মহাত্মাজী আসন ত্যাগ করিয়া অস্পৃশ্য-বন্ধুদের মধ্যে গেলে, আমরাও সেখানে যাইতে বাধ্য হইব এবং আপনি তখন পৃথক হইয়া থাকিবেন। কোনরূপেই আপনি আমাদের সঙ্গে থাকিতে পারিবেন না। অল্প কয়েকজনের সুবিধার জন্য কেন আপনি সভা ভাঙ্গিতে চান? আপনার নিকট বিনীত অনুরোধ আপনি একটু দূরে যান।" এ কথায় কাজ হইল। উক্ত ব্রাহ্মণ অপর ছয় জন ব্রাহ্মণের সহিত অন্যত্র গেলেন। অবশিষ্ট সকলে ওখানে রহিলেন। তাহারা বলিলেন বাড়ী গিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবেন। অস্পৃশ্য বালিকাদিগকে আনা হইল। গান্ধীজী জয়ধ্বনি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—তাই কেহ জয়োল্লাশ দিল না। রাত্রি ১১টার সময় গান গাইল। তার পর মহাত্মাজী বক্তৃতা করিলেন—তাহার বক্তৃতার ভিতর কি আবেগময়ী

করুণ সুর বাজিতেছিল তাহা আপনারা কল্পনা করিয়া লইতে পারেন।

কিন্তু পরীক্ষা খনও শেষ হয় নাই। একব্যক্তি গান্ধীজীর বক্তৃতার সময় বাধা দিতেছিলেন—তিনি অকারণে ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রোতারা অহিংসানীতিতে এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিল যে কেহই তাহার এই বাধা প্রদানে অসন্তুষ্ট হয় নাই।

৪০

# সহভোজ

ইয়ংইণ্ডিয়া—৩০শে এপ্রিল, ১৯২৫

এক পত্র-লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন :—

পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যদি কেহ বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতি ও রাষ্ট্রের লোকের মধ্যে নিরামিষ ও মাদকদ্রব্য বর্জ্জিত ভোজের যোগাড় করেন, তবে কি আপনি সনাতনী হিন্দুরূপে আপনার স্বজাতির কাহাকেও উহাতে যোগ দিতে দিবেন? কোন নির্জ্জন স্থানে কোন ব্রাহ্মণ যদি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন হইয়া মৃত প্রায় হন, এবং কোন চণ্ডাল, মুসলমান অথবা খৃষ্টান তাহাকে যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অন্ন ও জল দিতে যান, তবে তিনি সনাতন ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কি উহা খাইতে পারেন? তথাকথিত কোন অস্পৃশ্য উচ্চশ্রেণীর কাহাকেও অন্ন দিতে

চাহিলে উহা গ্রহণ করা সনাতন অথবা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুকূল কি না ?”

যদি কোন ব্রাহ্মণ সঙ্কটে পড়েন এবং নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চান, তবে যে কোনো লোকের প্রদত্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অন্ন-জল তিনি গ্রহণ করিবেন। আমি সহভোজের বিরুদ্ধে অথবা পক্ষে কিছু বলিব না ; কারণ এইরূপ কাজের দ্বারা যে মিত্রতা অথবা সদ্ভাব বাড়িবেই ইহার কোন স্থিরতা নাই। এখন হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সহভোজের বন্দোবস্ত করা যায় ; কিন্তু আমি জোরের সহিত বলিতে পারি এইরূপ ভোজ-দ্বারা এই দুই জাতির মধ্যে একতা স্থাপিত হইতে পারিবে না, কারণ ইহার অভাবে এই দুই জাতির ভিতর অমিল নাই। আমি এমন লোককেও জানি যাহাদের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা আছে এবং যাহারা এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া ও গল্প সল্প করে কিন্তু শত্রুতার কথা কখনও ভোলে না। লেখক কোথায় বিভাজক-রেখা পাত করিবেন ? তিনি নিরামিষ ও অমাদক দ্রব্য পর্য্যন্ত গিয়া থামিলেন কেন ? যে ব্যক্তি মাংস এবং মদ খাওয়াকে নির্দ্দোষ আমোদ মনে করে, সে ব্যক্তি ভাবিবে সকলে মিলিয়া গোমাংস ও মদ খাইলে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবে। পত্র লেখক যে যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, তার উপর কোন বিভাজক-রেখা টানা যায় না। সে জন্য আমি মানি না যে অন্তর্ভোজ সদ্ভাব বৃদ্ধি করে। আমি নিজে এই সব বাধা নিষেধ মানি না, এবং নিষিদ্ধ খাদ্য না হইলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে দিলে যে কোন ব্যক্তির হাতে আমি খাই, কিন্তু যে ব্যক্তি এই বন্ধন মানে তাহার মনোভাবকে আমি সম্মান করি এবং কখনও নিজের মতকে উদার এবং তাহার মতকে অনুদার বলি না। বাহ্যিক উদার আচরণ সত্ত্বে আমি স্বার্থপর ও অনুদার হইতে পারি, এবং বাহিরের অনুদার আচরণ সত্ত্বে অপর একব্যক্তি উদার

ও নিঃস্বার্থপর হইতে পারেন। উদ্দেশ্যের উপর দোষগুণ নির্ভর করে। ভালবাসা বৃদ্ধি করিতে হইলে অন্তর্ভোজের দরকার এরূপ প্রচারের ফলে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবে না; কারণ ইহা লোকের মনে মিথ্যা সন্দেহ ও মিথ্যা আশার সঞ্চার করিবে। অপবিত্রতা অথবা শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা আমি দূর করিতে চাই। স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিকতা হিসাবে এসব বাধা নিষেধের মূল্য আছে। কিন্তু এগুলি পালন না করিলেও লোকে যেমন রসাতলে যায় না; পালন করিলেও কেহ তেমনি স্বর্গে যায় না। এরূপ লোকও থাকিতে পারে, যাহারা পান ভোজনের নিয়ম সযত্নে পালন করে, কিন্তু চরিত্র হিসাবে মহাপাপী এবং সমাজে থাকার অযোগ্য; আবার এমন মানুষও থাকিতে পারে যাহারা সকলের সহিত বসিয়া সব জিনিষ থায়, অথচ তাহারা ধর্ম্ম-ভীরু এব' তাহাদের সঙ্গে বাস করা সৌভাগ্যের বিষয়।

৪১

## অস্পৃশ্যতা

ইয়ংইণ্ডিয়া—১০ই এপ্রিল, ১৯২৪

( সি, এফ, এণ্ডরুজ )

নিজে হিন্দু নহি বলিয়া অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখিতে চাহিতাম না। কিন্তু খৃষ্টানদের মধ্যে এই পাপ ব্যাধির প্রসার দেখিয়া

আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুর ভ্রমণ-কালে ইহা কেবল হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ নাই দেখিয়া আমি ভীত ও বিস্মিত হই। হাজার বৎসরের বেশী হইতে দক্ষিণভারতের খৃষ্টানগণ সমাজের কতকগুলি সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। এই অঞ্চলে শতকরা ২৫ জন লোক খৃষ্টান। অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ন্যায়। এই সব জানিয়া শুনিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। আমি ভাবিতেছি খৃষ্টানদের মধ্যে যখন অস্পৃশ্যতা আছে, তখন আমি এ পাপের ভাগী।

ভারতের মুসলমান ও খৃষ্টান পল্লীতেও অস্পৃশ্যরা কূপ হইতে জল তুলিতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণ, আফ্রিকার কথা। ১৯১৩-১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রত্যেক দিন আমাদিগকে অস্পৃশ্যতা-সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইত। অবশ্য এক্ষেত্রে ইউরোপীয়েরা আমাদিগকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। রেল, ষ্টীমার, ট্রামগাড়ী, হোটেল য়ুরোপীয়দের বাড়ীতে, এবং বলিতে লজ্জা করে গীর্জ্জাঘরেও ইহা অনুসৃত হইত। ভারতবাসীকে তফাৎ রাখা হইত। এই মহা-অন্যায় আচরণ দেখা অবধি, ইহার প্রতিবাদ আরম্ভ করি। প্রতিবাদের উত্তরে য়ুরোপীয়রা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গে। তাহারা বলিতেন, এরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করার অধিকার ভারতবাসীর নাই; কারণ তাহারা স্বদেশে দেশী ভাইদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। সংপ্রতি পুনায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম, ইংলণ্ডে যাইবার সময়, দক্ষিণভারতের সব খবর রাখে এরূপ এক জন ইউরোপীয়ের সহিত আলোচনা করিতেছিলাম। আরও অনেকে সেখানে ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, 'মালাবারের অস্পৃশ্যদের কথা ভাবুন! ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতি দৃষ্টি-

পাত করুন। সেখানকার গলদ দূর করার জন্য আপনারা কি করিতেছেন? সেখানে যান না কেন? ইংলণ্ডে আসিয়া কেন আফ্রিকার কর্ত্তব্যের কথা আমাদিগকে বলিতে আসিয়াছেন? কেন ভারতে থাকেন না, এবং স্বদেশবাসীর প্রতি ভারতীয়দের কি কর্ত্তব্য তাহা বলেন না?'

"অপর এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, 'হে ভগবান্! ভারতবাসী ভারতবাসীর সহিত যে ব্যবহার করে, আমরা যদি সেরূপ ব্যবহার করিতাম! কেন আপনি চোখ মেলিয়া দেখেন না সেখানে কি হইতেছে! কেনই বা উগাণ্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকায় কি ঘটিতেছে, তাহা লইয়া শ্বেতাঙ্গদিগকে বিরক্ত করিতেছেন? ভগবানের দোহাই! এসব যায়গা ছাড়িয়া ত্রিবাঙ্কুরে যান।'

ঠিক এই সব কথা আমাকে বলা হইয়াছিল। অনেক যায়গায় শুনিতে শুনিতে কথাগুলি আমার মুখস্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সব তর্ক যুক্তিসহ নহে; কারণ দুটি অন্যায়ে কাটাকাটি হয় না। ভারতের অস্পৃশ্যতা আমাদিগকে দূর করিতে হইবে। ইহাতে কেবলমাত্র স্বরাজের পথ পরিষ্কার হইবে না, ইহাতে কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজির কাজ সহজ হইবে এবং বিদেশে যে সব ভারতবাসী বাস করিতেছে তাহাদের মাথার উপর হইতে অপমানের বোঝা নামিবে।

মালাবারে উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা তাহাদের ভাইদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ চালাইতেছে। শেষকালে তাহারা জয়ী হইবেই। ইহা প্রেমের জয়, বাহুবলের নহে। ইহার ফলে প্রেম বাড়িবে, বিদ্বেষ কমিবে।

এই আন্দোলন মালাবারে সফলতা-মণ্ডিত হইলে সমগ্রভারতে ইহার ঢেউ লাগিবে। কেবল ভারতবাসী নহে, কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের লোক ইহাতে উপকৃত হইবে।

পুনশ্চ :—

প্রবন্ধ লেখা শেষ হইতে না হইতে করাচী হইতে প্রকাশিত একখানি দৈনিক কাগজে এই সংবাদটি দেখিলাম—'সুন্দর-পোষাক-পরা বিনোর পুত্র খেমো ও বলার পুত্র দেবোকে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৯টার সময় ৬১নং ট্রামগাড়ী হইতে জোর করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের প্রতিবাদ সত্ত্বে তাহাদিগকে ট্রামে চড়িতে দেওয়া হয় নাই।'

সুন্দর-পোষাক পরা কোন ভারতবাসী দরবানে গাড়ী বিশেষে উঠিতে গেলেও যে কোন দিন এইরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে।

৪২

# অস্পৃশ্যতা ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

( সি, এফ, এণ্ডরুজ )

ইয়ংইণ্ডিয়া—নবেম্বর, ১৯২৪

যত বেশী সাবধানতার সহিত ও পুরোপুরি আমি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি, আমার তত দৃঢ়-ধারণা জন্মিয়াছে, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ও হিন্দু-মুসলমান একতা সমস্যা লইয়া একযোগে কাজ না করিলে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হইবে না।

ইতিহাসে স্পষ্ট প্রমাণ আছে, যাহাদিগকে অস্পৃশ্য করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের জন্য হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছে। ইহা সমাজ-দেহের এক সাংঘাতিক দুর্ব্বলতার কারণ। পঁচা নালি ঘায়ের মত ইহা অন্যান্য দুর্ব্বলতা বাড়াইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোকের সহিত যখন দাসের অপেক্ষা খারাপ ব্যবহার করা হইত, এবং তাহাদিগকে একরূপ হিন্দু-সমাজের বাহিরে রাখা হইত, তখন হিন্দুর ভিতর একতা ও শক্তিমত্তার আশা করা যাইত না। এই দুর্ব্বলতার জন্য উত্তরদেশ হইতে মুসলমান আসিয়া ভারত জয় করিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার আরেকটা দিক আছে। যখন বিজিত ও বিজেতা প্রায় সমান শক্তিশালী হয়, তখন উভয়ে সময় সময় বন্ধুভাবে বাস করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে নর্মান্ ও স্যাক্সন্দের মধ্যে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কিন্তু অস্পৃশ্যতা-ব্যাধি থাকার ফলে হিন্দু-সমাজ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ ছিল। হিন্দু-সমাজ আর শক্তি-সঞ্চয় করিতে পারে নাই। মুসলমান আক্রমণের পর হইতে ভারতের তমোযুগ আরম্ভ হইয়াছে।

হিন্দুসমাজ হইতে একরূপ বহিষ্কৃত হইয়া লক্ষ লক্ষ অস্পৃশ্য দেশে বাস করিতেছিল। তাহারা কালে এসলামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহার প্রধান অবলম্বন হয়। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যাহারা অনেকদিন ইমানদার ( বিশ্বাসী ) মুসলমানরূপে ভারতে বাস করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। ইহা পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এসলামের ভিতর তাহারা যে ভ্রাতৃত্বের সন্ধান পাইয়াছিল, হিন্দু থাকিতে তাহারা তাহা কখনও পায় নাই।

হিন্দুধর্ম্ম এখন আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত। হিন্দুরা আশঙ্কা করিতেছে, মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত, তাহাদের সংখ্যা কমিবে। এই ভয়ই হিন্দু-মুসলমান মিলন সমস্যার প্রধান অন্তরায়। ইহা বেশ বোঝা যাই-

তেছে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন অথবা রাখার উপর হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি ও হ্রাস নির্ভর করিতেছে। কারণ ভারতের ৬ কোটী অস্পৃশ্য যদি হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা হইতে কার্য্যতঃ বঞ্চিত থাকে, তবে তাহারা যে কয়েক পুরুষের মধ্যে হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করিবে তাহা সুনিশ্চিত। অস্পৃশ্যদের মধ্যে বিদ্রোহ-ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে।

অস্পৃশ্যরাই হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। যে সব অস্পৃশ্য হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছিল তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিবার যেমন চেষ্টা হইতেছে, তেমনি যাহারা হিন্দুসমাজের একরূপ বাহিরে ছিল কিন্তু যাহাদিগকে নামিক হিন্দু বলা হইত, তাহাদিগকে মুসলমান করিবার জন্য উত্তরোত্তর বেশী চেষ্টা হইতেছে। অন্য ধর্ম্মের লোককে নিজ-ধর্ম্মে টানিয়া আনিবার চেষ্টা-প্রসূত-প্রতিযোগিতা হইতে উত্তরভারতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সূত্র-পাত হয়। অন্যান্য কারণ পরে আসিয়া জোটে। কিন্তু অস্পৃশ্যতা সমস্যাই হিংসা ও প্রতিযোগিতার মূল এবং দাঙ্গা ও রক্তপাতে ইহার পরিণতি হইয়াছে।

পরিশেষে বলিতেছি ইহা সহজে বোঝা যায় সমগ্র অস্পৃশ্যসমাজের সহিত যদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর পূর্ণ জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবে হিন্দু-সমাজ বহুশক্তিশালী হইবে। ইহার নৈতিক বল বাড়িবে; এবং মুসল-মানদের সহিত উদার ভাবে একটা মিটমাট করার শক্তি তখন হিন্দুরা লাভ করিবে।

আমি ইতিহাস ও জাতীয়তার দিক হইতে ইহার আলোচনা করি-য়াছি। সর্ব্বাপেক্ষা এক বড় যুক্তি আছে—সব ধর্ম্মেই ইহার স্থান আছে ইহা প্রেম। ভগবান যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই মানুষ ভাইকে ছুঁইলে দোষ হয় এরূপ মনে করা এবং সেইভাবে চলার অধিকার

কাহারও নাই। ভারতে যাহারা এই ভীষণ নিষ্ঠুর ব্যবহার পাইতেছে, তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিলে পুনরায় ভারত ধর্ম্মপথে উন্নতি লাভ করিবে এবং জগতকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিবে।

৪৩

## বাংলার অস্পৃশ্যতা

( মহাদেব দেশাই লিখিত প্রবন্ধ হইতে )

ইয়ংইণ্ডিয়া ১৪ই মে, ১৯২৫

ফরিদপুরে তিন জন অস্পৃশ্যশ্রেণীর লোক মহাত্মার সহিত দেখা করেন। তাহাদের একজন উকিল এবং ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিল সদস্য। মহাত্মাজী প্রথমে জানিতে চান বাংলায় অস্পৃশ্যতা সমস্যা কিরূপ। তাঁহাকে বলা হয় সাহা, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, মেথর প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় বাংলায় অস্পৃশ্য --এই সমস্ত উপজাতির মধ্যেও ছোট বড় ভাব আছে। তাহাদের কি কি অসুবিধা ভোগ করিতে হয় জিজ্ঞাসা করিলে, ভদ্র লোকটি বলিলেন, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে যেরূপ অস্পৃশ্যতা আছে, বাংলায় অবশ্য তাহা নাই, কিন্তু বাংলায় শ্রেষ্ঠত্বের ভাব আছে। নমঃশূদ্র 'উচ্চশ্রেণী'র হিন্দুর ঘরে যাইতে পারে, কিন্তু যেখানে জল থাকে সেখানে তার যাওয়ার অধিকার নাই, এবং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা নমঃশূদ্রের

হাতের জল খায় না, তাহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, ধোপা নাপিতও সে পায় না। তিনি প্রশ্ন করেন, "কিরূপে এই সব অসুবিধা দূর করিব?"

মহাত্মাজী বলেন "আপনি সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছেন। নানা উপায় আছে। এমন লোক আছেন যাহারা জোরজুলুম করিয়া অন্যায়কারীদের নিকট হইতে সংস্কার আদায় করিতে চান। পুনায় এইরূপ কয়েকজন বন্ধুর সহিত দেখা হইয়াছিল। তাহারা আমাকে একখানি মান-পত্র দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। উহাতে লেখাছিল, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা যদি তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার না করেন, তবে তাহারা বলপ্রয়োগ করিবেন এবং এইরূপে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন। এ হইল এক উপায়। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, এরূপ করিলে তাহারা নিশ্চয়ই ধীরস্থির লোকের সহানুভূতি হারাইবেন, নিজেদের উদ্দেশ্য এবং সংস্কারকগণ তাহাদের জন্য যাহা করিয়াছেন সে সব পণ্ড করিবেন।"

"আর এক শ্রেণীর লোক আছেন। দক্ষিণ ভারতে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহারা বলেন, হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান অথবা মুসলমান হইব। আমি বলিয়াছিলাম তাহাদের ভিতর যদি একটু ধর্ম্মজ্ঞান থাকে, তবে তার পরীক্ষার সময় আসিয়াছে—লোকের দুর্ব্যবহারের জন্য যদি তাহারা নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে বোঝা যাইবে তাহাদের ধর্ম্মের মূল্য কাণাকড়িও না। বিলাতে গেলে, আমাকে সমাজ-চ্যুত করিয়াছিল। আমার বিবেচনায় ইহা সমাজের অন্যায়। কিন্তু এ জন্য কি আমি ধর্ম্মত্যাগ করিব?

"তৃতীয় উপায় হইল আত্মশুদ্ধি। অর্থাৎ যত রকম দোষ লোকে আপনাদের ঘাড়ে চাপায় তাহা হইতে মুক্ত হওয়া। ইহাই একমাত্র পবিত্র উপায়।"

উকিল বন্ধু বলিলেন, "আমি সব বুঝি। জোরজুলুম অথবা ভয় দেখাইয়া কোনো কাজ হইবে.না।"

"আত্ম শুদ্ধিই একমাত্র উপায়। আপনারা কি মরা জন্তুর মাংস খান ?"

"খাই না—আমাদের মধ্যেস অতি অল্প লোকে মাংস খায়। যাহারা বৈষ্ণব তাহারা মাংস আদবেই খায় না। অবশ্য আমরা মাছ খাই।'

'তবে বেশ ; আত্মশুদ্ধির জন্য আপনাদিগকে ততটা খাটিতে হইবে না। আপনাদের মধ্যে যে একটু শ্রেষ্ঠত্ববোধ আছে তাহা দুর করিতে হইবে। গোঁড়া হিন্দুরা সঙ্গত কারণে আপনাদের যে সব ত্রুটী দেখান আপনারা তাহা দূর কবিতে চেষ্টা করুন। ইহাতে আপনাদের সম্বন্ধে তাহাদের কুসংস্কার দূর হইবে। তাহাদের যে কোন পাপ নাই তাহা নহে, কিন্তু আপনারা তাহাদের দোষ দেখাইতে যাইবেন না। এই উপায় সময়-সাপেক্ষ কিন্তু সুনিশ্চিত। আমি জানি কায়দায় ফেলিয়া তাহাদের নিকট হইতে সময় সময় কাজ আদায় করিতে পারেন। কলিকাতার মত সহরের ঝাড়ুদারেরা যদি এক যোগে কাজ বন্ধ করিয়া বলে তাহাদের অসুবিধা দূর না হইলে, তাহারা আর কাজ করিবে না, তবে নিশ্চয়ই তাহারা কৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষের মত ইহাতে পরিবর্ত্তিত হইবে না। বরং ইহাতে তাহাদের ঘৃণা বাড়িবে। নিজেরা দোষ মুক্ত হউন। বাকী কাজ সংস্কারকগণ করিবেন। আপনি জানেন এই পাপ দূর করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। অমি ইহাকে সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্মের কাজ মনে করি।

আপনি সংস্কারকদিগকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন। আপনাকে বিশ্বাস করি, কিন্তু অন্যকে কিরূপে বিশ্বাস করিব ? রাজনীতির দাবা খেলায় আমাদিগকে ব'ড়ের ন্যায় ব্যবহার করিবেন ভাবিয়া তাহারা

অস্পৃশ্যতার কথা পাড়িতেছেন, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইবে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহারা আমাদের কথা ভুলিয়া যাইবেন। আমরা মনে করি না তাহারা বাস্তবিক ভাবেন এ কাজ তাহাদের আত্মশুদ্ধিমূলক এবং ইহা না হইলে স্বরাজ কোন কাজে আসিবে না। অবশ্য ডাক্তার রায়ের মত লোকও আছেন। তিনি আমাদের জন্য খুব খাটিতেছেন। কিন্তু আর সকলের কথা আমি বলিতে পারি না। দেশবন্ধু দাশও এই দলে আছেন, কিন্তু তিনি যাহা করিতে পারিতেন, তাহা কদাচিৎ করিতেছেন।'

"কিন্তু আপনাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি আপনাদের বিরুদ্ধে তাঁহার কিছু বলার নাই, আমি যতটা চাই তিনিও ততটা সংস্কার চান। আপনারা কি জানেন কেন তিনি আমার ন্যায় এ বিষয় লইয়া থাকিতে পারেন না।"

"জানি। তাঁর অনেক কাজ, এবং সময় খুব কম।"

"হাঁ ব্যাপার তাই। আর এক কারণ আছে। তিনি মনে করেন, দ্রুত রাজনৈতিক কাজের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জ্জন না করিলে, আমরা অন্য কোন কাজ করিতে পারিব না। তাঁহার সহিত আমার মাত্র এই স্থানে পার্থক্য। কিন্তু তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের বিশেষ পক্ষপাতী; এবং আমাদের ন্যায় শীঘ্রই ইহার অবসান দেখিতে চান।"

"আমি এসব বিশ্বাস করি। তবে, আপনি কি আমাদিগকে শুধু সংস্কারকদের উপর নির্ভর করিতে বলেন? যখনই আমরা বিরোধ করিবার ভাব দেখাইয়াছি, তখনই তাহারা নামিয়া আসিয়াছেন, এবং যখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছি, তখনই তাহারা আমাদের কথা ভুলিয়াছেন।—বলেন তাহাদের সহিত কোন সংস্রব রাখিব না। আমরাও তাহাদের সহিত সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিব, এবং

তাহারা যেমন আমাদের হাতের জল খান না, আমরাও তেম্‌নি তাহাদের হাতের জল খাইব না।"

"আপনারা জানেন সে পাগল। অমন কাজও করিবেন না। ইহাতে উচ্চজাতির হিন্দুরা বিরোধী হইবে। আপনারা তাহাদিগকে ভাল না বাসিতে পারেন। কিন্তু আমি মনে করি তাহাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া পারেন। উদারতার সহিত সব উপেক্ষা করুন—উদারতা ও মহত্ব দ্বারা কাজ হইবে—প্রতিহিংসা দ্বারা কিছু হইবে না।"

"এ অবস্থায় আমরা কিরূপে দেশের কাজে যোগ দিতে পারি ?"

"কেন পারিবেন না ? দেশের কাজ এখন কি ? হিন্দুর দ্বারা অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, খদ্দর এবং হিন্দু-মুসলমান একতা ইহাই দেশের কাজ। আমি মনে করি এ তিনটাই আপনাদের অসুবিধা দূর করার সহায়তা করিবে। অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের উপর হিন্দু-মুসলমান একতা সমস্যা অল্প-বিস্তর নির্ভর করিতেছে, এবং খদ্দর আমাদের মধ্যে যে মিলন আনিতে পারে, এমন আর কিছুতে পারে না। যদি স্বরাজের খসড়া লইয়া কেহ আপনাদের নিকট হাজির হয় এবং উহার মধ্যে আপনাদের কোন কথা না থাকে ; রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাহারা আপনাদিগকে উহার পক্ষে মত দিতে যদি বলে ; অথবা যদি আপনাদের নিকট খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকেরা নানা রকম খসড়া লইয়া হাজির হয় এবং আপনাদিগকে বিশেষ অধিকার দেওয়ার কথা ঐ খসড়ায় যদি থাকে তবে আপনারা যেন সাবধান হন। দুটিকেই যেন অগ্রাহ্য করেন।"

"এরূপ ধর্ম্ম-প্রচারকের সহিত আমার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আমাদের অসুবিধা যথেষ্ট এবং হাত পা বাঁধা।"

"অসুবিধা দূর হইবে। অনেক কর্ম্মী কাজে নামিয়াছেন। অনেক উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সমস্ত শক্তি ও সময় এই কাজে নিয়োগ করিয়াছেন। মানুষের যে স্বাভাবিক সুবুদ্ধি আছে তার উপরও আপনাদিগকে বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আপনারা যখন শুদ্ধ হইবেন, তখন আপনাদের বিরোধীদের কর্ত্তব্যজ্ঞান নিশ্চয়ই উদ্বুদ্ধ হইবে। আপনারা যে অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, আমি দক্ষিণ-আফ্রিকায় ঠিক সেই অসুবিধা ভোগ করিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছিলাম, আপনাদিগকে তাহাই করিতে বলি। আমি কি করিয়াছিলাম তাহা কি জানেন? য়ুরোপীয় নাপিতেরা আমাকে ক্ষৌরী করিবে না। একদিন সকালবেলায় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া কাঁচি হাতে করিয়া চুল ছাটিতে আরম্ভ করিলাম। ঠিক সেই সময় এক বিলাতি বন্ধু আমার ঘরে উকি মারিয়া দেখিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি করিতেছেন?" আমি বলিলাম, "য়ুরোপীয় নাপিতে ক্ষৌরী না করিলে, আমার চুল আমি নিজেই ছাটিব।" তিনি আমার চুল ছাটিয়া দিতে চাহিলেন। অদ্ভুত রকমে চুল ছাটা হইল এক যায়গা লম্বা এক যায়গায় খাটো; কোন কোন যায়গায় চুল একরূপ ছিলই না। ছেলেদের স্কুলে পড়ান লইয়াও ঐ একই রকম অসুবিধা। তাহারা আমাকে বলিলেন, আমার ছেলেদিগকে ইংলিশ-স্কুলে পড়িবার জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে। আমি বলিলাম, "না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব ভারতীয় ছাত্রের ইংলিশস্কুলে পড়িবার স্বাধীনতা না থাকিলে, আমি আমার ছেলেদিগকে সেখানে পাঠাইব না।" আমি পুত্রদিগকে স্কুলে পাঠাই নাই। এজন্য কেহ কেহ আমাকে বলিয়াছেন তাহাদিগকে লেখাপড়া না শিখাইয়া আমি অন্যায় করিতেছি। সেখানে নানা প্রকার অসুবিধা ছিল। আপনাদের অসুবিধা কি তাহা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারি, কারণ ঠিক এই রকম অসুবিধার

ভিতর আমি দিন কাটাইয়াছি। এক সময় আমি এক মোটরগাড়ীর যাত্রী হইয়াছিলাম। স্থান ত্যাগ করিতে না চাওয়ায়, আমাকে লাথি এবং নিষ্ঠুর প্রহার সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই লোকের ব্যবহারে অন্য যাত্রীরা এরূপ ভীত হইয়াছিল যে তাহারা ইহার প্রতিবাদ করেন.; তখন শুধু লজ্জার খাতিরে ঐ ব্যক্তি আমাকে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু আপনারা জানেন, সময়ে আমাদের সম্বন্ধে এই সব কুসংস্কার দূর হইয়াছিল। এ কাজ প্রতিশোধ লইয়া হয় নাই দুঃখভোগের দ্বারা ইহা হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি আপনারা ভারতে যে ব্যবহার পান, তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ভারতবাসী বিদেশে দুর্ব্ব্যবহার পায়। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নিজদিগকে পারিয়া করিয়াছি। যদি সময় মত সাবধান ও এই পাপমুক্ত না হই, তবে হিন্দুধর্ম্মের নাম পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে।"

"আমি জানি, আপনি অনেকবার এ কথা বলিয়াছেন। আমাদের ধারণাও এইরূপ। কিন্তু অস্পৃশ্যতা যে বহুকাল হইতে আছে। ইহা এখন কিরূপে নষ্ট হইবে?"

"কেন? ভারতের 'সতী' প্রথা এবং কোনো কোনো প্রদেশের নর-মাংস ভক্ষণ প্রথা কি এরূপে লোপ পায় নাই? আপনি কি মনে করেন সেই সব থাকিলে, হিন্দুধর্ম্ম টিঁকিয়া থাকিত? সে সব লুপ্ত না হইয়া পারে নাই। চিন্তাশীল লোকে এই ভয়ানক পাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এখন লোকে বুঝিয়াছে অস্পৃশ্যতা ভীষণ পাপ; এজন্য ইহা লোপ হইবেই। আমাদের মধ্যের প্রত্যেকেই বুঝিতেছে হিন্দুধর্ম্মের পরীক্ষা চলিতেছে; এবং এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে হইলে, অস্পৃশ্যতা দূর করা চাই।"

"তবে, আপনি আমাদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে বলেন।"

"দেশের কাজে যতটা সাহায্য করিতে পারেন, আপনাদের ততটা করা উচিত। দেশের কাজ করুন, চরকা কাটুন, খদ্দর পরুন, আত্মশুদ্ধি করুন। সকলের উপরে মনে রাখিবেন, চরিত্রবলের মূল্য ও প্রভাব। চরিত্রবলই শেষকালে কাজে আসিবে।"

"আমাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনার কথামত চলিতে চেষ্টা করিব। অসময়ে আসিয়া আপনাকে বিরক্ত করিলাম সেজন্য ক্ষমা করিবেন।" বিদায় কালে তিনি এই কথাগুলি বলিলেন।

গান্ধীজী বলিলেন—"না. একটুও বিরক্ত হই নাই। আপনাদের সহিত আলাপে আমি পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। নহিলে এতক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিতাম না।

এই সাক্ষাৎকারকে গান্ধীজী তাঁহার জীবনের এক সর্ব্বাপেক্ষা শুভ মুহূর্ত্ত বলিয়াছেন।

## ৪৪

# উল্টা অস্পৃশ্যতা

ইয়ংইণ্ডিয়া—২১শে মে, ১৯২৫

কোন পত্রলেখক লিখিয়াছেন :—

"আপনি হয়তঃ জানেন না অস্পৃশ্যদের কেহ কেহ 'স্পৃশ্য' দিগকে ছুঁইলে, তাহাদের কাছে আসিলে, তাহাদের কূপ হইতে জল তুলিলে,

মন্দিরে প্রবেশ অথবা এইরূপ কোন কাজ করিলে পাপ হইল মনে করে। * * আপনি ইহা দূর করিবার জন্যে কি পরামর্শ দেন ?”

পত্রলেখক অস্পৃশ্যতার ভীষণ পরিণাম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমার অজানা নাই। সময় সময় অস্পৃশ্যদিগকে নিকটে আনা আমার পক্ষে মুস্কিল হইয়াছে, আমাকে স্পর্শ করান তো দূরের কথা। অস্পৃশ্যরা যে স্পৃশ্যদিগকে ছুঁইতে চায় না ইহার মূলে ধর্ম্মের কোন প্রেরণা আছে আমি এমন মনে করি না। যাহারা নিপীড়িতদিগকে এতদিন অস্পৃশ্য মনে করিয়া আসিয়াছে, নিপীড়িতেরা তাহাদিগকে স্পর্শ করা সম্ভব মনে করে না। অধিকাংশস্থলে ভয়ের জন্য ‘অস্পৃশ্যরা’ ‘স্পৃশ্য’দিগকে ছোঁয় না। বৎসরের পর বৎসর ব্যাষ্টিলের অন্ধকার কারাগৃহে আটক থাকিয়া মুক্ত হওয়ার পর এক ফরাসী বন্দী যেরূপ সূর্য্যালোক সহিতে পারিয়াছিল না অস্পৃশ্যদের অবস্থা ঠিক সেই বন্দীর ন্যায়। সেই ফরাসী বন্দীর দর্শনশক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছিল।

বাংলার তথা-কথিত অস্পৃশ্যদিগকে এক পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে জানি। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে অত্যাচারের প্রতিশোধ স্বরূপ, তাহারা যেন তথা-কথিত উচ্চশ্রেণীর লোকদিগকে অস্পৃশ্য মনে করে, তাহাদের কোন কাজ না করে এবং তাহাদের হাতের অন্নজল বর্জ্জন করে। এইরূপ প্রতিশোধ লইবার দিন আসিলে আমি দুঃখিত হইব। কিন্তু বর্ত্তমান স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলার দিনে, এখন যাহা কথার কথা কালে যদি তাহা কাজে পরিণত হয়, তবে বিস্মিত হইবার কিছুই থাকিবে না। প্রকৃতি দেবী আমাদিগকে সংশোধনের অনেক সুযোগ দেন, সে সব অগ্রাহ্য করিলে তিনি শাস্তি দিয়া বাধ্য করিয়া আমাদিগকে ঠিক পথে চালান। অবশ্য তখন আমরা একটু অস্বস্তি বোধ করি।

৪৫

# অস্পৃশ্যতা ও হিন্দুধর্ম্ম

ইয়ংইণ্ডিয়া—২৩শে এপ্রিল, ১৯২৫

গত গুজরাত ভ্রমণের সময় জাম্বুসর মিউনিসিপালিটির এক মান-পত্র পাইয়া কথাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন—

আমি ভাঙ্গী ( মেথর ), কাটুনী, তাঁতী ও মজুর। আমাকে যদি কেহ সম্মান দেখান, তবে যেন এই ভাবেই দেখান। হিন্দু-মুসলমান একতা ভিন্ন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না; এবং যদিও আমরা এখন স্বরাজ পাইতে পারি না, তথাপি কোন না কোন দিন পাইব। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের একতার অভাবে হিন্দু-ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। মিলনের পূর্ব্বে আমাদিগকে বড়জোর কতকগুলি খণ্ডযুদ্ধ করিতে হইতে পারে। খদ্দর ও চরকা না চলিলেও হিন্দু-ধর্ম্ম ধ্বংশ হইবে না। কিন্তু অস্পৃশ্যতা দূর না হইলে, হিন্দু-ধর্ম্ম ধ্বংস হইবে। যদি এই পাপকে আমরা লালন করি তবে সমস্ত জগত আমাদিগকে উপহাস করিবে এবং যে ধর্ম্ম ইহা সমর্থন করে সেই ধর্ম্মের নিন্দা করিবে।

---

৪৬

# ওয়াইকম

ইয়ংইণ্ডিয়া—৪ঠা জুন, ১৯২৫

ওয়াইকমের কথা কাহাকেও ভুলিতে দেওয়া হইবে না। সকলে জানিয়া রাখুন সত্যাগ্রহীরা পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের নিয়মানুবর্ত্তিতা পালন করিতেছেন। রাস্তার উপর যেখানে বেড়া দেওয়া ছিল সেখানে বসিয়া পুলিশ প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বে তাহারা সূতা কাটিতেন। পাঠকগণ জানেন বেড়া সরান হইয়াছে; পুলিশ পাহারা এখন আর নাই। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। সত্যাগ্রহীরা স্বেচ্ছায় নৈতিক বন্ধন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহারা আশা করেন সাবর্ণ হিন্দুরা একটু নরম হইবেন এবং যে রাস্তায় প্রত্যেক ব্যক্তি এমন কি কুকুর—বিড়াল পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা করিতে পারে সেই রাস্তা তথা-কথিত পতিত-দিগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে গভর্ণমেণ্ট যেন এই মর্ম্মে এক ঘোষণা-পত্র জারি করেন। নিপীড়িতদের প্রতি ত্রিবাঙ্কুর গভর্ণমেণ্টের দুটি কর্ত্তব্য আছে—এক কর্ত্তব্য আশ্রিত নির্যাতিত প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য, আর এক কর্ত্তব্য হিন্দুর প্রতি হিন্দুরাজার কর্ত্তব্য। যে কুসংস্কার হিন্দু-ধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে তার সমর্থন করা কোন হিন্দুরাজার কর্ত্তব্য নহে। ইহাই আমার হিন্দু-রাজাদের প্রতি বক্তব্য।

ত্রিবাঙ্কুরের সাবর্ণ হিন্দুরা আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট অস্পৃশ্যদিগকে রাস্তায় অবাধে প্রবেশ করিতে না দিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা গভর্ণমেণ্টকে নিশ্চিন্ত হইতে দিবেন না। আমার নিকট প্রতিজ্ঞা না করিলেও তাহাদের একার্য্য করা উচিত।

তাহারা আমার নিকট বলিয়াছিলেন, তাহারা ত্রিবাঙ্কুরের সর্ব্বত্র সভা-সমিতি করিবেন এবং গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইবেন এই নিষেধাজ্ঞাকে তাহারা হিন্দু-ধর্ম্মের বিরোধী ও অসহনীয় মনে করেন। একথাও তাহারা কহিয়াছিলেন, রাস্তায় সকলকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হউক এইরূপ অনুরোধ করিয়া তাহারা এক বিরাট দরখাস্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিবেন। জানি না তাহারা কথা মত কাজ করিতেছেন কিনা।

যাহাদিগকে অন্যায়ভাগে দুরিত বলা হয়, এখন তাহাদিগকে কিছু বলিব। শুনিলাম তাহারা অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য তাহারা অধৈর্য্য হইতে পারেন। আমি একথাও শুনিয়াছি, সত্যাগ্রহের উপর তাহাদের বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে। ইহা সত্য হইলে বলিব, সত্যাগ্রহ জিনিষটি কি তাহারা তাহা জানেন না। সত্যাগ্রহ দ্বারা নীরবে এবং বাহ্যতঃ ধীর গতিতে কাজ হয়। বাস্তবিক পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা দ্বারা এত সহজে ও দ্রুত কাজ হয়। কিন্তু সময় সময় পশুবলের সাহায্যে বাহ্য দৃষ্টিতে দ্রুত সফলতা লাভ হয়। শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করা একপ্রকার সত্যাগ্রহ। শেয়ারের বাজারে কেনা-বেচা করিয়া অথবা সিঁদ কাটিয়া রাতারাতি বড়মানুষ হওয়া যায় সত্য—কিন্তু এ পথ সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধ। আমার বিশ্বাস জগতের সকলে এত দিনে বুঝিয়াছে যে জুয়া খেলিয়া বা সিঁদ কাটিয়া জীবিকা অর্জ্জন করাটা ভাল নহে এবং এ সব কাজ চোর অথবা জুয়াড়ীর উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী করে। দুরিতগণ কুসংস্কারাবদ্ধ সাবর্ণ হিন্দুদের সহিত মারামারি করিয়া গায়ের জোরে ঐ রাস্তায় প্রবেশ করিতে পারে; কিন্তু এরূপে হিন্দু-ধর্ম্মের সংস্কার হইবে না। ইহা পশুবলের সাহায্যে ধর্ম্মমত বদলানর অনুরূপ। আমি আরও শুনিয়াছি এই অসুবিধার প্রতিকার তাড়াতাড়ি না হইলে কেহ কেহ খৃষ্টান, এস্‌লাম, অথবা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ

করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। আমার মতে, এই সব লোক ধর্ম্ম কি তাহা জানে না। ধর্ম্ম প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জিনিষ। পোষাক পরিবর্ত্তনের ন্যায় কাহারও ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে। মৃত্যুর পারেও ধর্ম্ম সাথের সাথী। অন্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কেহ কোন ধর্ম্মানুসারে চলে না। ধর্ম্ম ভিন্ন চলে না বলিয়া, লোকে কোন না কোন ধর্ম্মের আশ্রয় লয়। বিশ্বস্ত স্বামী আপনার স্ত্রীকে যেরূপ ভালবাসে, অপর কাহাকেও তত ভাল বাসে না। স্ত্রী বিশ্বাস-ঘাতকতা করিলেও, তাহার বিশ্বাস কমে না। রক্তের সম্বন্ধ অপেক্ষা এই ভালবাসার বন্ধনের মূল্য বেশী। ধর্ম্ম-বন্ধনের কোন মূল্য থাকিলে, তাহাও এইরূপ। ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ। যে সব হিন্দু আপনাদিগকে বড়ভাবে তাহাদের অপেক্ষা, নির্যাতন সত্ত্বে যে সব অস্পৃশ্য খাঁটী হিন্দুর মত চলে তাহারাই শ্রেষ্ঠ। যে সব হিন্দু আপনাদিগকে বড়ভাবে তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া মনে হয় না। যাহারা হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করার ভয় দেখান, তাহাদেরও ধর্ম্মমতের কোন মূল্য নাই।

কিন্তু সত্যাগ্রহীর রাস্তা সোজা। এইরূপ বিভিন্ন চিন্তা-ধারার মধ্যে তাহাকে অবিচলিত থাকিতে হইবে। অন্ধ কুসংস্কার দেখিয়া তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইতে পারিবেন না, নির্যাতিতদের অবিশ্বাস দেখিয়াও তিনি যেন বিরক্ত না হন। তাহাকে মনে রাখিতে হইবে তাহার দুঃখকষ্ট-ভোগ দেখিয়া অতি কঠোর গোঁড়ার অন্তঃকরণও দ্রবীভূত হইবে; এবং যে সব পঞ্চম ভাই যুগযুগান্ত হইতে নিপীড়িত হইয়া আসিতেছে তাহা-দের মধ্যের সংশয়চিত্তদিগকে তিনি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। তাহার জানা উচিত যখন মুক্তির আশা সর্ব্বাপেক্ষা কম, তখনই মুক্তি আসিবে। কারণ দয়াল ভগবান আমাদের মঙ্গলের জন্য সময় সময় নিষ্ঠুর হইয়া থাকেন। তিনি ভক্তদিগকে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা তৃণাপেক্ষা সুনীচ

করিতে ভালবাসেন। বিপদকালে সত্যাগ্রহীরা যেন গল্পের ধার্ম্মিক হস্তী-রাজের কথা মনে করেন। অন্তিমকাল উপস্থিত ভাবিয়া যখন হস্তী-রাজ ভগবানের নিকট কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছিল তখনই ভগবান তাহাকে রক্ষা করেন।

৪৭

## অস্পৃশ্যতা

( চট্টগ্রামের ধূম নামক স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে )

মে, ১৯২৫

হিন্দুধর্ম্ম দয়া প্রধান ধর্ম্ম। অস্পৃশ্যতা ঘৃণাবিদ্বেষপূর্ণ। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মে ঘৃণার স্থান নাই। ঘৃণা করা ধর্ম্ম নহে অধর্ম্ম। বাংলার তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা নমঃশূদ্রের ছোঁয়া জল খায় না—ইহা ভারি অন্যায়। শুনিয়াছি ধোপা নাপিতও তাহাদের কাজ করে না। এইরূপ ঘৃণা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

---

৪৮

# ওয়াইকম্ সত্যাগ্রহের জয়

( সংবাদপত্র হইতে )

## জুন—জুলাই, ১৯২৫

ত্রিবাঙ্কুরের প্রচার-বিভাগের সম্পাদক ১৭ই জুন তার করেন :—

"বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে আগামী কল্য হইতে ওয়াইকম্ মন্দিরের চারিদিকের রাস্তা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে।"

### মহাত্মার উপদেশ

আশ্রমের খাজাঞ্চীর নিকট মহাত্মাজী টেলিগ্রাম করিয়াছেন, সত্যাগ্রহীরা যেন আন্দোলনের সফলতার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় এবং পূর্ণ শান্তিরক্ষা ও অহিংসানীতি পালন করে।

### কোচিন, ১৯শে জুন

এইমাত্র সংবাদ আসিল সত্যাগ্রহীরা সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতে স্বীকার করিলে, পূর্ব্বদিকের রাস্তা ভিন্ন অপর তিনটি রাস্তা ব্যবহার করার অনুমতি দিতে সরকার প্রস্তুত আছেন। আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ এই সর্ত্তে সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতে স্বীকার না করায়, রাস্তা এখনও খোলা হয় নাই।

---

## ওয়াইকম্ সমস্যা

২১শে জুন

ওয়াইকম্ হইতে সত্যাগ্রহ আশ্রমের সেক্রেটারী লিখিয়াছেন, ত্রিবাঙ্কুর সরকার অস্পৃশ্যজাতিকে নিষিদ্ধ রাস্তার অর্দ্ধেক ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। মন্দিরের দেওয়ালের চতুর্দ্দিকে যে রাস্তা, তাহার পশ্চিম অর্দ্ধেক দিয়া তাহারা চলাচল করিতে পারিবে। পূর্ব্ব অর্দ্ধেকে প্রবেশ করা এখনও তাহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ।

## তিনটি রাস্তা মুক্ত

ওয়াইকম্, ২২শে জুন

ওয়াইকম্ মন্দিরের সন্নিহিত যে সকল রাস্তা লইয়া গোলযোগ, তাহার তিনটি গতকল্য মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের রাস্তা এখনও বন্ধ। দুই জন 'অস্পৃশ্য' কাল প্রাতে ঐ রাস্তা দিয়া গিয়াছিল।

ওয়াইকম, ২৪শে জুন

## স্বেচ্ছাসেবকদের পিকেটিং বন্ধ

বর্ত্তমানে মাত্র পূর্ব্বদিকের রাস্তায় নিষেধাজ্ঞা বাহাল রহিয়াছে এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ মাত্র সেই রাস্তায় পিকেটিং করিতেছে। অন্য তিন দিকের রাস্তা দিয়া অস্পৃশ্যগণ যাতায়াত করিতেছে। গোঁড়া দল তাহাদিগের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিতেছে না কিংবা মন্দিরের পূজাঅর্চ্চনাদিও বন্ধ হয় নাই।

আর্য্য-সমাজীদের রাস্তায় প্রবেশ

কালিকাট, ১১ জুলাই। যে সব 'অস্পৃশ্য' আর্য্যসমাজভুক্ত তাহারা মন্দিরের সব রাস্তায় চলিতে পারিবে।

৪৯

# মানুষ হও

ইয়ংইণ্ডিয়া—১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

* * * *

যতদিন হিন্দুরা ভয় পাইবে, ততদিন ঝগড়া বাধিবে। কাপুরুষ যেখানে থাকে, সেখানে গুণ্ডার প্রাদুর্ভাব হয়। হিন্দুদিগকে বুঝিতে হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা ভয়কে লালন করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

বাজনা লইয়াও গোল বাধে। ইহা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অনেক যায়গায় মুসলমানরা জোর করিয়া হিন্দুদের বাজনা বন্ধ করিয়াছে। ইহা অসহ্য। সৌজন্যের খাতিরে যাহা করা যায়, বল-প্রকাশ করিতে

আসিলে তাহা করিতে নাই। অনুরোধে কাজ করা ধর্ম্মের কাজ, পাশব বলে ভীত হইয়া কাজ করা অধর্ম্মের কাজ। মুসলমানদের মার খাওয়ার ভয়ে যদি হিন্দুরা বাজনা বন্ধ করে, তবে তাহারা হিন্দু নহে। যেখানে হিন্দুরা অনেকদিন হইতে মসজিদের সম্মুখে বাজনা করে না সেখানে তাহারা যেন এই নিয়ম মানিয়া চলে। কিন্তু যেখানে তাহাদের বাজনার অভ্যাস আছে, সেখানে তাহারা যেন ইহা চালাইতে থাকে।

মুসলমানরা যদি কথা শুনিতে না চায়, হিন্দুরা যদি জবরদস্তির আশঙ্কা করে, এবং আদালতের কোন নিষেধাজ্ঞা যদি না থাকে, তবে হিন্দুরা অবশ্য বাজনার সহিত মিছিল বাহির করিবে, এবং সমস্ত প্রহার সহ্য করিবে। যাহারা এই মিছিলে যোগ দিবে অথবা বাজনা করিবে প্রয়োজন হইলে তাহারা আত্মবিসর্জ্জন দিবে। এইরূপে হিন্দুধর্ম্ম ও আত্মসম্মান রক্ষা হইবে।

হিন্দুরা এইরূপ আত্মার শক্তিতে শক্তিমান না হইলে, জুলুমের সাহায্যে তাহাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

প্রাণভয়ে স্ত্রী পুত্র পরিবারের অন্যান্য লোক, মন্দির ও বাজনা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করা ভীরু ও অধার্ম্মিকের কাজ। ইহা মানুষের কাজ নহে। বীর যে সেই অহিংসার মর্ম্ম বোঝে, কাপুরুষ অহিংসার কিছুই বোঝে না।

---

৫০

# জাতি-ভোজন ও জাতি-সংস্কার

হিন্দী-নবজীবন—১১ই মে, ১৯২৪

এ মাস বিবাহের মাস। বিবাহের সময় জাতি-ভোজন প্রভৃতিতে বহুত খরচ করা হয়। যার নিকট টাকা আছে সে জাতি-ভোজন ইত্যাদিতে কিছু ব্যয় করিবে না বলাটা অন্যায় ঠেকিতে পারে। কিন্তু এইরূপ ভোজ অনিবার্য্য এবং গরীবের পক্ষে অসহ্য বোঝা-স্বরূপ হইয়াছে। ইহা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত হওয়া চাই—কেবল ইহাতে হইবে না, ধনীলোককে মিতব্যয়িতার সহিত কাজ চালাইয়া গরীবের সামনে আদর্শ খাড়া করিতে হইবে। এইরূপে যাহা কিছু বাঁচিবে, তাহা যদি শিক্ষা-প্রচার অথবা সমাজ কিংবা জাতির হিতকারী কোন কাজে লাগান যায়, তবে ইহাতে জাতির ও সারা দেশের মঙ্গল হইবে। বিবাহের সময়ের জাতি-ভোজন বন্ধ করা বাঞ্ছনীয় ইষ্ট; পরন্তু মৃত্যুর পরের জাতি-ভোজন বন্ধ করা সব রকমে আবশ্যক। শ্রাদ্ধ সময়ের ভোজকে আমি পাপ মনে করি। এই ভোজের ভিতর কি রহস্য আছে বুঝিনা। ভোজন আনন্দের ব্যাপার। মরণ শোকের বিষয়। আমি ধারণাই করিতে পারি না এই সময় কিরূপে ভোজ দেওয়া চলে। সার চিনুভাইএর স্বর্গবাস উপলক্ষে যে ভোজ হইয়াছিল, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ঐ সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তখনকার দৃশ্য, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যের কলহ, এবং খাওয়ার সময়ের উচ্ছৃঙ্খলতা আজ পর্য্যন্ত আমার চোখের সামনে ঘোরাফেরা করিতেছে। তার ভিতর কোথায়ও আমি মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ভাব দেখি নাই। শোক প্রকাশের স্থান সেখানে

কিরূপে থাকিবে? ইহা সংস্কারের জন্য এখনও সময় দরকার। সামাজিক প্রথার এই শক্তি আমাদের দুর্ব্বলতা সূচিত করিতেছে। যাহারা প্রধান বা মণ্ডল তাহারা যদি এই সংস্কার সাধন না করেন, তবে অপরকে ইহা করিতে হইবে। 'প্রধান'দের, বর্ত্তমান অবস্থা বড় শোচনীয়। তাহারা সংস্কার চান, কিন্তু ভয় পাইতেছেন। অতএব সংস্কারেচ্ছু প্রধানকে সাহসী লোকে যেন সাহায্য করেন এবং সংস্কারের পথ খোলাসা করেন।

জাতিভোজ লোপকরা অপেক্ষা ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে অন্নগ্রহণ ও অন্তর্বিবাহ প্রচলিত করিতে চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তা হয়ত বেশী। বর্ণাশ্রম আবশ্যক; পরন্তু অনেক উপজাতি থাকা হানিজনক। যেখানে অন্নগ্রহণ চলে, সেখানে কন্যা গ্রহণ সম্বন্ধে আপত্তি হইবে না। ইহাও দেখিতেছি এইরূপ বিবাহ উপযুক্ত সংখ্যায় হইতেছে। এখন এই সংস্কারকে ঠেকান যাইবে না। অতএব সমঝদার প্রধানদের এইরূপ সংস্কারে উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক। সময়ের স্রোতের প্রতিকূলে যাইবার জন্য প্রধানগণ যদি বেশী জেদ করেন, তবে তাহাদের সম্মান নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহাদের মতের বিরুদ্ধে যদি সংস্কারককে কিছু করিতে হয়, তবে তিনি যেন ইহা বিনয়ের সহিত করেন। এরূপ সংস্কারকও দেখিয়াছি যিনি প্রধানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া বলিয়াছেন, 'তুমি যা করতে পার কর।' এইরূপ ঝঞ্ঝাটে সংস্কারের পথরুদ্ধ হয়, এবং 'প্রধান' যদি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বল ও দণ্ড দিতে অশক্ত হন, তবে সংস্কারক, সংস্কারক না হইয়া স্বেচ্ছাচারী হন। স্বেচ্ছাচারিতা সংস্কার নহে। ইহাতে সমাজের উন্নতি না হইয়া অবনতি হয়।

---

৫১

# মহাত্মাজী ও অন্ত্যজবর্গ

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে মহাত্মার নিজ জীবনের কয়েকটি কথা নীচে দিতেছি :—

১ম প্রসঙ্গ—১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আহম্মদাবাদে সত্যাগ্রহাশ্রম প্রতিষ্ঠা হওয়ার অল্প কয়েকদিন পর কোন সমাজ-সংস্কারক আশ্রমে থাকার জন্য এক অন্ত্যজকে পাঠান। আশ্রমে কোন গণ্ডগোল অথবা কাহারও দুঃখ হয় এই আশঙ্কায় তিনি তাহাকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতে শিখাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ 'ঢেড়' আশ্রমে আসিয়া মহাত্মাজীর নিকট সব ঘটনা খুলিয়া বলে। তাহার সত্যবাদিতার তারিফ করিয়া মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি আপনাকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিয়া এখানে থাকিতে, তাহাতে কিরূপে অন্ত্যজের উন্নতি হইত? ইহাতে কিরূপে অস্পৃশ্যতা দোষ দূর হইত? ইহাতে তো রাজপুতের উন্নতি হইত।

২য় প্রসঙ্গ—সপরিবারে বাস করার জন্য আশ্রমে দুদাভাই নামে এক অন্ত্যজ আসে। ইহাতে আশ্রমবাসীদের বিশেষতঃ নারীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু গান্ধীজী অটল রহিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী কস্তুর বাঈএর নিকটও ইহা খারাপ ঠেকিল। তিনি অন্ন ত্যাগ করিলেন। দ্বিতীয় দিন রান্না-ঘরে কাজ করার জন্য তিনি আসিলেন। ইহা দেখিয়া মহাত্মাজী আপনার স্বভাব সিদ্ধ ন্যায়-নিষ্ঠুরতার সহিত বলিয়াছিলেন, "এখানে যাহাদের খাইতে আপত্তি আছে, আশ্রম তাহাদের সহায়তা লইতে পারে না। তোমার ধর্ম্মে

বাস্তবিক বাধা পড়িলে, তুমি আলগা ভাবে থাক এবং নিজের বিশ্বাস অনুসারে এক দ্বিতীয় আশ্রম খোল। আর যদি আমার সহিত থাকিতে চাও, তবে অন্তর হইতে 'ঢেড়ের' প্রতি ঘৃণা দূর কর।

৩য় প্রসঙ্গ—আশ্রমের লোকজনে যে কুয়া হইতে জল আনিতেন, দুদাভাঈএর আসার পর সেই গ্রামের প্রধানগণ ওখান হইতে জল নিতে দিবেন না বলিয়া ধমক দিলেন। মহাত্মাজী ঐ দিন প্রার্থনাকালে বলিলেন হয়ত আমাদের থাকার জন্য এ ঘরও মিলিবে না। কারণ সারা গ্রাম যদি আমাদের মতের বিরুদ্ধে চলে তবে তাহারা এখানে আমাদিগকে নাও থাকিতে দিতে পারে। সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন. এইরূপ সময় আসিলে ঢেড়-মেথর মহল্লায় থাকিবেন। সেখানে থাকিলে অন্ত্যজ-সেবা আরও ভালভাবে করা যাইবে। এরূপ অবসর আসে নাই। আশ্রমবাসীদের চরিত্রের প্রভাব প্রধানদের উপর পড়ে এবং সবই পূর্ব্বের মত চলিতে থাকে।

৪র্থ প্রসঙ্গ—আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে কতিপয় প্রৌঢ় বিদ্যার্থীকে সংস্কৃত শিখানর জন্য আহমদাবাদ সহর হইতে এক শাস্ত্রীজী আসিতেন। একদিন মহাত্মাজী হঠাৎ খবর পাইলেন পণ্ডিতজী বাড়ী যাইয়া স্নান করেন। মহাত্মাজী পণ্ডিতজীর নিকট এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। পণ্ডিতজী বলিলেন, "হাঁ, আমি স্নান করি। আমাকে সমাজে থাকিতে হয়। এ জন্য আমাকে সমাজের মতকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিতে হয়। মহাত্মাজী কহিলেন, "এখান হইতে যাইয়া যে শিক্ষকের স্নান করা দরকার, আশ্রম তাঁর নিকট কিছু শিখিবে না। কারণ অধ্যক্ষের অন্তরের ধারণার প্রভাব সূক্ষ্মভাবে বিদ্যার্থীর উপর পড়ে।" মহাত্মাজী বলেন, "বুড়ারা মরিলে অন্ত্যজদের মুক্তি হইবে ইহা কাপুরুষদের কথা।"

পঞ্চম প্রসঙ্গ—মহাত্মাজী বলিয়াছেন, "যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আসি, তখন বিনায়ক নামক এক অন্ত্যজ আমার সঙ্গে ছিল। মান্দ্রাজে নটেশনের বাড়ীতে আমার থাকার কথা ছিল। কয়েকজন বন্ধু বলিলেন, "তুমি এ কি করিতেছ? নটেশনের মাতা প্রাচীন প্রথার পক্ষপাতী। যদি তুমি অস্পৃশ্যকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যাও, তবে বুড়ী মরিবে।" আমি বলিলাম, এই বালককে ত্যাগ করা অপেক্ষা নটেশনের বাড়ীতে না যাওয়াই আমার পক্ষে ভাল। নটেশন বাড়ী গিয়া সরলভাবে মায়ের নিকট সব কথাই বলিলেন। মাতাজী কহিলেন, 'বেশ আসুক সে।' তিনি বুঝিয়াছিলেন আমার সহিত যে আসিবে সে কখনও নোংরা হইবে না। আমরা তাহাদের বাড়ীতে ছিলাম। তাহারা যে কূপ হইতে জল তুলিতেন আমরাও সেই কূপ হইতে জল তুলিতাম।"

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত

# সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা

[উইলিয়ম টেল] সম্বন্ধে সংবাদ পত্রাদির অভিমত

প্রবাসী—মানুষের মন ও আত্মার প্রধান সম্পদ স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা যারা হরণ করে তারা যেমন পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে, স্বাধীনতা হারাইয়া যারা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া জড়ত্বের উপাসনা করে তারাও তেমনি পাপাচরণ করে। এই জড়ত্বমোচনের একটি উপায় ধর্ম্মে সমাজে রাষ্ট্রে চিন্তায় বাক্যে আচরণে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব মহাপ্রাণ ব্যক্তি কালে কালে ও দেশে দেশে আত্মোৎসর্গের মহৎ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন তার আলোচনা। মহাপ্রাণ উইলিয়ম টেলের কাহিনী এইরূপ একটি পুণ্যাবদান, বিচিত্র কৌতুককর উপাখ্যানে পূর্ণ। সুতরাং ইহা যেমন একদিক বালক বালিকাদের পাঠ্য হওয়ার উপযুক্ত, অন্য দিকে আবার তাদের প্রীতিকর মনোহর হইবে বলিয়া আপনার গুণে ইহা তাদের আগ্রহ আকর্ষণ করিবে। ইতিহাস ভূগোল উপদেশ দেশপ্রীতি ঘটনাবহুল গল্পের ভিতর দিয়া পাঠ করিয়া কোমলপ্রাণ শিশুরা বিশেষ উপকৃত হইবে এবং শিশুর লাভে দেশের লাভ।

নব্যভারত—টেলের ন্যায় মহাপুরুষের জীবনী বাংলাভাষায় প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন. পুস্তকখানি এত সুন্দর হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। ঘরে ঘরে এই পুস্তক প্রচারিত হউক।